মহিমান্বিত মাস ও রাত:

মাহে শা’বান ও শবে বরাত

লেখক

সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা) দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

e-mail:anjumantrust@yahoo.com,anjumantust@gmail.com

www.anjumantrust.org

মহিমান্বিত মাস ও রাত:

মাহে শা’বান ও শবে বরাত

লেখক

সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশকাল

০১ শা’বান, ১৪৩৭ হিজরী

২৬ বৈশাখ, ১৪২৩ বাংলা

০৯ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া: ৬০ /- (ষাট) টাকা

Mohimannito Mash o Rat: Mah-e Sha'baan Written by **Prof. Maulana Sayyed Mohammad Jalal Uddin Al-Azhari,** Edited by **Moulana Muhammad Abdul Mannan**, Published By Anjuman-e Rahmania Ahmadia Sunnia Trust, Chittagong, Bangladesh. **Hadiah Tk. 60.**/- Only.

সূচিপত্র

ক্র.ম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	শাবান রমযানের প্রস্তুতির মাস	০৬
০২.	'শবে বরাত'-এর নামকরণ ও তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নামসমূহ	০৮
০৩.	এ মাসকে কেন শাবান মাস নামে নামকরণ করা হয়েছে	১৩
০৪.	শাবান মাসের রোযার ফযীলত	১৩
০৫.	পবিত্র কোরআনুল কারীম ও তাফসীরের আলোকে শবে বরাত	১৬
০৬.	ليلة مباركة (লাইলাতুম মুবারাকাহ)-এর তাফসীর	১৮
০৭.	ليلة مباركة (লাইলাতুম মুবারাকাহ)- এর তাফসীরে বিরোধের মীমাংসা	২৮
০৮.	হাদীস শরীফের আলোকে শবে বরাত	৩৪
০৯.	'সিহাহ সিত্তাহ' (বিশুদ্ধ ছয় হাদীসগ্রন্থ)-এ শবে বরাতের হাদীস বিদ্যমান	৩৫
১০.	অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে শবে বরাত	৩৫
১১.	সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে শবে বরাত	৭২
১২.	তাবে'ঈন কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট শবে বরাতের গুরুত্ব	৭৪
১৩.	বিশ্ব নন্দিত চার মাযহাবের ইমামগণ ও মুজতাহিদগণ আলাইহিমুর রাহমার নিকট শবে বরাতের গুরুত্ব	৭৭
১৪.	মুহাদ্দিসীনে কেরাম আলাইহিমুর রাহমার নিকট শবে বরাতের গুরুত্ব	৮৫
১৫.	বিশ্বনন্দিত ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে শবে বরাত	৮৬
১৬.	নজদী-ওহাবী ও দেওবন্দীদের দৃষ্টিতে শবে বরাত	৯৪
১৭.	বিশ্বখ্যাত লেখক ও তাঁদের কিতাবে শবে বরাত	৯৯
১৮.	মক্কা মুকার্‌রমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় শবে বরাত উদযাপনের ইতিহাস	১০০
১৯.	শবে বরাত অস্বীকারকারীদের মতামতের পর্যালোচনা	১০২
২০.	শবে বরাতের মহিমা, বিশেষত্ব, ফযীলত ও আমলসমূহ	১০৩
২১.	শবে বরাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	১০৪
২২.	অগণিত মুসলমানকে ক্ষমা করা হয় এ রাতে	১০৭
২৩.	সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা	১০৭
২৪.	শবেবরাতে রাত জাগরণের নির্দেশ	১০৮
২৫.	মাহে শা'বান এবং শাবানের পঞ্চদশ তারিখে রোযা রাখার গুরুত্ব	১০৯
২৬.	শবে বরাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সাজদাহ্ সহকারে নফল নামায আদায়	১১২
২৭.	শবে বরাতে দো'আ ও তাওবার মাধ্যমে গুনাহ্‌র মার্জনা	১১৩
২৮.	শবে বরাতেও যাদের ক্ষমা করা হয় না	১১৫
২৯.	শবে বরাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরস্থানে গমন করেছেন	১১৮
৩০.	শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়	১২০
৩১.	এ রাতে করণীয় আমলসমূহ	১২০
৩২.	শবে বরাতে কবরস্থানে গমন	১২১
৩৩.	শবে বরাতে সংঘটিত কিছু কুসংস্কার	১২১
৩৪.	উন্নতমানের খাদ্য, হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি ইত্যাদি প্রস্তুত নাজায়েয ও বর্জনীয় নয়	১২২

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মা-নির রাহীম
নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবীবিহিল কারীম
ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী আজমা'ঈন

চান্দ্র বার মাসের মধ্যে অন্যতম বরকতময় মাস হচ্ছে শা'বান। সার্বিকভাবে এ মাসের ফযীলত, বরকত ও তাৎপর্য অপরিসীম। এটা মহিমান্বিত রজব মাসের পরবর্তী এবং মহা বরকত মন্ডিত রমযান মাসের পূর্ববর্তী মাস। খোদ্ আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রজব ও শা'বান মাস দু'টির বরকত বৃদ্ধির জন্য দো'আ করেছেন এবং এ দু'মাস যথাযথভাবে অতিক্রম করে মাহে রমযানে উপনীত করার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করার কার্যত শিক্ষা দিয়েছেন। এ মাসে আল্লাহর দরবারে ইবাদত-বন্দেগী বিশেষভাবে পেশ হয়। রোযাদার অবস্থায় এ ইবাদত-বন্দেগী উপস্থাপিত হওয়াকে হুযূর-ই আক্রাম পছন্দ করতেন। তাই তিনি এ মাসে বেশি পরিমাণে রোযা রাখতেন। এ রোযা মাহে রমযানের রোযা পালনের জন্য পূর্ব-পুস্তুতি স্বরূপ। এসব কারণে এ মাস অতি বরকতমন্ডিত ও তাৎপর্যবহ। এ মাসের অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে 'লায়লাতুন্ নিস্‌ফে মিন্ শা'বান' (অর্দ্ধ শা'বানের রাত) শবে বরাত। এ রাতের ফযীলত ও বরকত সীমাহীন। এ রাত মাগফিরাতের রাত, এ রাত ভাগ্য পরিবর্তনের রাত। তাই এ রাতে জাগ্রত রয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে দো'আ কামনা একান্ত আবশ্যক।

মোটকথা, এ মাস (শা'বান) ও এ রাত (শবে বরাত)-এর তাৎপর্য ও বরকত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে এর ব্যাপক আলোচনা দরকার। এ আলোচনার জন্যও দরকার ব্যাপক গবেষণা ও ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা' ও ক্বিয়াস ইত্যাদির গভীরভাবে পাঠ-পর্যালোচনার। পক্ষান্তরে, এ মাসের, বিশেষত: শবে বরাতের গুরুত্বকে যারা অস্বীকার করে তাদের যথাযথ খন্ডনও সময়ের একান্ত দাবী।

উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে প্রামাণ্য পুস্তক-পুস্তিকা কম প্রকাশিত হয়নি। তবু একটা বৃহত্তর কলেবরের প্রামাণ্য পুস্তকের চাহিদা দীর্ঘদিন যাবৎ রয়েই গেছে। সুখের বিষয় যে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও দক্ষ আলিম-ই দ্বীন অধ্যাপক মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী এ বিষয়ের উপর একটি গবেষণালব্ধ ও প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ণ করে মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছেন। পুস্তকটার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং মানগত দিক বিবেচনা করে 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রকাশনা বিভাগ তা প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করে দীর্ঘদিন পর অতি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটা প্রকাশিত হয়ে পাঠক সমাজে সমাদৃত ও মুসলিম সমাজ তদনুযায়ী আমল করে ধন্য হলে আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

---০---

মহিমান্বিত মাস ও রাত:

মাহে শা'বান ও শবে বরাত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحِيْم

নাহ্‌মাদুহূ ওয়ানুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা হাবীবিহিল করীম

ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া সাহ্‌বিহী আজমা'ঈন

আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের জন্যে বছরের কোন কোন মাসকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে বারটি মাসের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত ও মর্যাদাশীল। সেই মর্যাদাশীল মাসসমূহে বান্দা নেক আমল করলে তার মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহ তাআলার নিকট আরও বৃদ্ধি পায়।

আর হিজরী বর্ষের বার মাসের মধ্যে বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদাপূর্ণ মাস হলো- ৮ম মাস মাহে শাবান। এ মাসে রয়েছে লাইলাতুল বরাতের মতো বরকতময় রজনী। এ মাসে বান্দার সারা বৎসরের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় এবং আগামী এক বৎসরের জন্য বান্দার হায়াত, মউত, রিযক, দৌলত ইত্যাদির নতুন বাজেট দেয়া হয়। অন্যদিকে মাহে শাবান, রমযানের আগের মাস হওয়ার কারণে মূলত: এটি মাহে রমযানের সাধনা ও অধ্যবসায়ের পূর্ব প্রস্তুতির মাস। তাই তো প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসকে স্বীয় মাস হিসেবে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেন: شعبان شهري وفضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر الأنبياء " [1] "শাবান আমারই মাস, এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর মাসগুলির উপর সেরূপ, যেরূপ আমার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত মাখলুকের উপর।"[2]

শাবান মাসের ফযীলত সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي [3] 'রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস এবং রমযান আমার উম্মতের মাস।'[4]

---

[১]- المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة .رقم الحديث: , رقم الحديث: ٧٠٦ ٥٧١, والشيخ الصفوري في كتاب نزهة المجالس

[2] - আল মাক্বাসিদ আল হাসানা, হাদীস নং-৫৭১

[৩]- المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة: رقم الحديث: ٧٠٦, ٥٧١, والشيخ الصفوري في كتاب نزهة المجالس,الحافظ في تبين العجب رواه أبو بكر النقاش المفسر

[4] - আল মাক্বাসিদ আল হাসানা, হাদীস নং-৭০৬

শাবান রমযানের প্রস্তুতির মাস

শাবান মাসকে রমযান মাসের প্রস্তুতি ও সোপান হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ দোয়া করতেন এবং অন্যদের তা শিক্ষা দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শাবান মাসের মর্যাদা এতই বেশি ছিল যে, যখন তিনি এ মাসে উপনীত হতেন, তখন মাহে রমযানকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে অধিক হারে এই বলে প্রার্থনা করতেন, যেমন হাদীসশরীফে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ، قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ" .[৫]

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রজব মাস যখন প্রবেশ করত তখন থেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াটি অধিকহারে পাঠ করতেন: *"আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রাজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।"* "হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বিশেষ বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন" [৬]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দোয়ার মাধ্যমে সবার কাছে শাবান মাসের ফযীলত প্রতীয়মান হয়। তাই মাহে রমযানের পূর্বে আমাদের প্রথম কাজ হলো রমযানকে পাওয়ার জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে বারবার দোয়া করা, যেন আল্লাহ হায়াত দীর্ঘ করে আমাদেরকে মাহে রমযানে পৌঁছে দেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ [৭]

---

[৫]- والحديث رواه مسند الإمام أحمد ٢٥٩/١, والطبراني في الأوسط، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٥٩) من طريق ابن منيع والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٥/٣) من طريق ابي عبد الله الحافظ، والبيهقي في فضائل الأوقات، عن أنس-رضي الله عنه -) وأبو نعيم في الحلية (٢٦٩/٦). والبزار في مسنده (مختصر زوائد البزار للحافظ ٢٨٥/١، ٤٠٢) من طريق أحمد بن مالك القُشيري عن زائدة به.

[৬] -মুসনাদে আহমাদ-১/২৫৯, বায়হাকি: ৩/৩৭৫, জামে সগির: ৫/১৩১, হিলয়াতুল আওলিয়া:৬/২৬৯, বায্‌যার:১/২৮৫,৪০২ ও তবারানি শরিফ

[৭]- سنن النسائي: كتاب الصيام, صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. رقم الحديث:2357 وراجع: شرح السيوطي لسنن النسائي: جلال الدين

এটি (মাহে শা'বান) মাহে রজব ও রমাদান শরীফের মাঝে এমন একটি মাস যার মর্যাদা সম্পর্কে মানুষের জানা নেই ।"(৮)

এ মাসের ফযীলতকে মানুষ উপেক্ষা করে, মাসটি রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস হওয়ার ফলে এর মাধ্যমে মূলত বুঝানো হচ্ছে, শাবান মাসকে যেহেতু দুটি সম্মানিত মাস বেষ্টন করেছে, সে জন্য মানুষ ওই দুই মাসের আমলে ব্যস্ত হয়ে শাবান মাসকে অবহেলা করে ।

এ মাসে আল্লাহর অপরিমেয় রহমত ও করুণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, যাতে বান্দাগণ স্বীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে । বিশেষত: এ মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত যেটি 'শবে বরাত' হিসেবে পরিচিত । হযরত আবু উমামা বাহিলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, যখন শাবান মাস উপস্থিত হতো তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'এ মাসে তোমরা তোমাদের অন্তরকে পাক-পবিত্র করে নাও এবং নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নাও ।' (9)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে যে 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের চাঁদের কথা অধিক যত্নের সঙ্গে স্মরণ রাখতেন, যা অন্য মাসের বেলায় হতো না ।' (10)

যে সমস্ত বরকতময় রজনীতে আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে থাকেন, শবে বরাত তারই অন্যতম । তাফসীর-হাদীসও বিজ্ঞ আলিমদের পরিভাষায় যাকে ليلة النصف من شعبان বা শাবানের মধ্য রজনী নামে অভিহিত করা হয় । যে রাতটি হলো শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত ।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সলফে সালেহীন এবং বিজ্ঞ মনীষীগণ এ রাতটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন । অনুরূপভাবে যুগে যুগে মুসলমানগণ এরই ধারাবাহিকতায় এ রাতটি পালন করে আসছেন ।

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.ط: دار البشائر الإسلاميةسنة النشر: ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م # و مسند أحمد: مسند الأنصار رضي الله عنهم. حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم الحديث:21246 واللفظ لأحمد

8 - নাসায়ী, হা-২৩৫৭, আহমদ, হা-২১২৪৬

9 - তবারানি শরিফ

10 - মুসনাদে আহমাদ ।

শবে বরাত এর নামকরণ ও তার উল্লেখযোগ্য নামসমূহ

شب برات (শবে বরাত) ফার্সী শব্দ, شب (শব) মানে রাত, আর برات (বরাত) মানে ভাগ্য, অর্থাৎ ভাগ্যরজনী । আর এ পবিত্র রাতের আরও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যেমন- ১. ليلة البراء ة (লাইয়লাতুল বরাত বা বণ্টনের রাত) ২. ليلة مباركة (লাইলাতু মুবারাকা বা বরকতময় রজনী) ৩. ليلة الرحمة (লাইলাতুর রাহমা বা করুণার রজনী) ও ৪. ليلة الصك (লাইলাতুছ্ ছাক বা সনদপ্রাপ্তির রাত) ।

- **হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর রচিত "গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন" এ উল্লেখ করেন:**

: وقيل إنما سميت ليلة البراءة لأن فيها براءتين: براءة للأشقياء من الرحمن وبراءة للأولياء من الخذلان.(١١)

'এ রাতকে 'লাইলাতুল বরাত' বলা হয় এ জন্য যে, কেননা এ রাতে দু'ধরনের বরাত হাছিল হয় । একটি হলোঃ হতভাগাদের আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া, অপরটি হলোঃ আল্লাহর প্রিয়জনদের অপমান থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকা ।" (12)

- **আল্লামা যমখ্শরী তাঁর 'কাশ্শাফ' নামক তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন-**

ثم أن ليلة النصف من شعبان لها أربعة أسماء: الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصك، وليلة الرحمة، وقيل إنما سميت بليلة البراءة، وليلة الصك، لأن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة، كذلك الله عزّ وجلّ يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة.(١٣)

١١- غنيه الطالبين: محي الدين عبد القادر الجيلاني. طبعه لاهور،باكستان- مطبع امند- مطبع حسامي سنه ١٣١٢هـ- ص ٥١٣

12 - গুনিয়াতুত্ তালেবীন, পৃ-৫১৩

١٣- الكشاف: في تفسير قوله تعالى: (حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. # و السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرةعام النشر: ١٢٨٥ هـ. عدد الأجزاء: ٤

"নিশ্চয় শাবানের মধ্য রজনী'র চারটি উল্লেখযোগ্য নাম রয়েছে, আর তা হলো- الليلة المباركة লাইলাতুল মুবারাকা (বরকতময় রজনী) ليلة البراءة লাইলাতুল বরায়া (ভাগ্য রজনী) ليلة الرحمة লাইলাতুর্ রাহমাহ্ (করুণার রজনী) ও ليلة الصك লাইলাতুছ্ ছাক (সনদপ্রাপ্তির রজনী) এ রাতকে বরাত ও ছাক রাত নামে নামকরণের কারণ হিসেবে বলেন- যখন কোন ব্যক্তি তার উপর ধার্যকৃত কর পরিশোধ করেন তখন তাকে কর আদায়কারী ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষ থেকে একটি দায়মুক্তির সনদ দেয়া হয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ রাত্রিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ প্রদান করে থাকেন।" (14)

- **তাছাড়া, ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم. والكتاب المبين এর ব্যাখ্যায় বলেন:**

{ حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين- سورة الدخان. آيات: ١-٣}وَاللَّيْلَة الْمُبَارَكَة لَيْلَة الْقَدْر. وَيُقَال:لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان,وَلَهَا أَرْبَعَة أَسْمَاء اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة, وَلَيْلَة الْبَرَاءَة, وَلَيْلَة الصَّكّ, وَلَيْلَة الْقَدْر. وَوَصَفَهَا بِالْبَرَكَةِ لِمَا يُنْزِل اللَّه فِيهَا عَلَى عِبَاده مِنْ الْبَرَكَات وَالْخَيْرَات وَالثَّوَاب. وَرَوَى قَتَادَة عَنْ وَاثِلَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [أُنْزِلَتْ صُحُف إِبْرَاهِيم فِي أَوَّل لَيْلَة مِنْ رَمَضَان وَأُنْزِلَتْ التَّوْرَاة لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَان وَأُنْزِلَتْ الزَّبُور لِاثْنَتَيْ عَشْرَة مِنْ رَمَضَان وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيل لِثَمَان عَشْرَة خَلَتْ مِنْ رَمَضَان وَأُنْزِلَ الْقُرْآن لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَان]. ثُمَّ قِيلَ: أُنْزِلَ الْقُرْآن كُلّه إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَة,ثُمَّ أُنْزِلَ نَجْمًا نَجْمًا فِي سَائِر الْأَيَّام عَلَى حَسَب اتِّفَاق الْأَسْبَاب. وَقِيلَ: كَانَ يُنْزِل فِي كُلّ لَيْلَة الْقَدْر مَا يُنْزِل فِي سَائِر السَّنَة. وَقِيلَ:كَانَ ابْتِدَاء الْإِنْزَال فِي هَذِهِ اللَّيْلَة. وَقَالَ عِكْرِمَة:اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة هَاهُنَا لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان.. (١٥)

আয়াতে ليلة مباركة বা বরকতময় রজনী মানে শবে ক্বদরকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন- তা হলো শাবানের মধ্যরজনী (ليلة النصف من شعبان) কে বুঝানো হয়েছে। এ রাতটির চারটি নাম উল্লেখ রয়েছে। আর

14 - তাফসীর-ই কাশ্‌শাফ, পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم. والكتاب المبين এর ব্যাখ্যায়

١٥- تفسير القرطبي: في تفسير قوله تعالى: حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين)

তাহলো- লাইলাতুল মুবারাকাহ্, লাইলাতুল বারাআ, লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুছ্ ছাক। আর এ রাতকে 'বরকতময় রজনী' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, কেননা এ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর অগণিত বরকত, কল্যাণ ও পূণ্য অবতীর্ণ করে থাকেন। হযরত ক্বাতাদাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াছিলাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'রমযানের প্রথম রাতে অবতীর্ণ হয়েছে ছহীফা ইবরাহীম, সপ্তম রাতে তাওরাত, দ্বাদশতম রাতে যাবুর, উনবিংশ রাতে ইন্‌জীল এবং চব্বিশতম রাত সমাপনান্তে অবতীর্ণ হয় কুরআন করীম।' অতঃপর বলা হয়, 'এ রাতেই পবিত্র ক্বোরআন একই সাথে সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তীতে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধাপে ধাপে বছর জুড়ে অবতীর্ণ হয়। আরও বলা হয়, যে পরিমাণ ক্বোরআন সারা বছর অবতীর্ণ হয় ঠিক সমপরিমাণ ক্বোরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ হয় একত্রে। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্বোরআন অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয় শবে বরাতে। ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, লাইলাতুল মুবারাকাহ্ মানে এখানে 'শবে বরাত' কে বুঝানো হয়েছে। (16)

- **তিনি আরও বলেন:**

وَقَالَ عِكْرِمَة: هِيَ لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان يُبْرَم فِيهَا أَمْر السَّنَة وَيُنْسَخ الْأَحْيَاء مِنْ الْأَمْوَات, وَيُكْتَب الْحَاجّ فَلَا يُزَاد فِيهِمْ أَحَد وَلَا يُنْقَص مِنْهُمْ أَحَد. وَرَوَى عُثْمَان بْن الْمُغِيرَة قَالَ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [تُقْطَع الْآجَال مِنْ شَعْبَان إِلَى شَعْبَان حَتَّى أَنَّ الرَّجُل لَيَنْكِح وَيُولَد لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اِسْمه فِي الْمَوْتَى]...قُلْت: وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيث عَائِشَة مُطَوَّلًا صَاحِب كِتَاب الْعَرُوس, وَاخْتَارَ أَنَّ اللَّيْلَة الَّتِي يُفْرَق فِيهَا كُلّ أَمْر حَكِيم لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان,وَأَنَّهَا تُسَمَّى لَيْلَة الْبَرَاءَة... وقال الزَّمَخْشَرِيّ: " وَقِيلَ يَبْدَأ فِي اِسْتِنْسَاخ ذَلِكَ مِنْ اللَّوْح الْمَحْفُوظ فِي لَيْلَة الْبَرَاءَة وَيَقَع الْفَرَاغ فِي لَيْلَة الْقَدْر ; فَتُدْفَع نُسْخَة الْأَرْزَاق إِلَى مِيكَائِيل, وَنُسْخَة الْحُرُوب إِلَى جِبْرِيل, وَكَذَلِكَ الزَّلَازِل وَالصَّوَاعِق وَالْخَسْف وَنُسْخَة الْأَعْمَال إِلَى إِسْمَاعِيل صَاحِب سَمَاء الدُّنْيَا وَهُوَ مَلَك عَظِيم ; وَنُسْخَة الْمَصَائِب إِلَى مَلَك الْمَوْت. (١٧)

16 - কুরতুবী: পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم. والكتاب المبين এর ব্যাখ্যায়

١٧- الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.ط: دار الفكر. سورة الدخان، قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم)

হযরত ইকরামা বলেন, এটি হলো শাবানের মধ্য রজনী (শবে বরাত) আগত বছরের বিষয়াদি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কারা জীবিত থাকবে এবং কারা মারা যাবে, কারা এ বছর হজ্ব করবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে এতে কেউ কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে না। হযরত ওসমান ইবনে মুগিরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শাবান থেকে শাবানের জন্য মানুষের আয়ু নির্ধারণ করা হয়, এমনি মানুষ বিবাহ্ করছে এবং তার সন্তান জন্ম লাভ করছে অথচ তার নাম মৃতদের কাতারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমি বলি 'আল্ আরুস' নামক কিতাবের লেখক হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত হাদীস শরীফটি সুবিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যে রাতে সবকিছু বণ্টন করা হয় তা হলো শাবানের মধ্য রজনী বা শবে বরাত। এজন্য এটাকে বরাত রজনী বলা হয়। আল্লামা জমখ্শরী বলেন- 'লওহে মাহ্ফুয' এ লিপিবদ্ধকরণ শুরু হয় শবে বরাতে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে শবে ক্বদরে। অতঃপর রিয্কের কপি দেয়া হয় হযরত মিকাঈল আলাইহিস্ সালামকে, যুদ্ধের কপি হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে, অনুরূপভাবে ভূমিকম্প, বজ্রপাত ও ভূমিধ্বস বিষয়ক কপিও। আমলনামার কপি প্রথম আসমানের মহান ফিরিশতা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে এবং বিপদাপদের কপি হযরত আজরাঈল তথা মালাকুল মাওত আলাইহিস্ সালামকে সোপর্দ করা হয়। (18)

◆ হযরত ইমাম বগবী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন-

حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة: قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نجوما في عشرين سنة. وقال آخرون: هي ليلة النصف من شعبان. فيها يفرق كل أمر حكيم : وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له ولقد أخرج اسمه في الموتى" . وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. (١٩)

---

[18] - কুরতবী: পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم والكتاب المبين. এর ব্যাখ্যায়

[١٩] - تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغوي.ط: دار طيبة في تفسير سورة الدخان عن قوله تعالى: حم. والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم ص: ٢٢٥-٢٢٧

'ইমাম ক্বাতাদাহ্ এবং ইবনে যায়েদ বলেন- এটি হলো ক্বদরের রাত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট সংরক্ষিত উম্মূল কিতাব (মূল কিতাব) থেকে ক্বদরের রাতকে পৃথিবীর আকাশে কোরআন নাযিল করেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল বিশ বছর কাল যাবৎ ধরে ধাপে তা প্রিয় নবীর নিকট নিয়ে আসেন। আর অন্যরা বলেছেন- এটি হলো 'শাবানের মধ্য রজনী'। فيها يفرق كل امرحكيم এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এটি হলো শাবানের মধ্য রজনী, যাতে পূর্ণ বছরের বিষয়াদি নির্ধারণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা নানা বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করেন শাবানের মধ্য রজনীতে এবং তা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের নিকট সোপর্দ করেন ক্বদরের রাতে। (20)

◆ ইমাম ইবনে কাছীর বলেন:

وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان كَمَا رُوِيَ عَنْعِكْرِمَة فَقَدْ أَبْعَدَ النُّجْعَة فَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآن أَنَّهَا فِي رَمَضَان. وَالْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن صَالِح عَنْ اللَّيْث عَنْ عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَنِي عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن الْمُغِيرَة بْن الْأَخْنَس قَالَ:إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ[تُقْطَع الْآجَال مِنْ شَعْبَان إِلَى شَعْبَان حَتَّى إِنَّ الرَّجُل لَيَنْكِحُ وَيُولَد لَهُ وَقَدْ أُخْرِجَ اِسْمه فِي الْمَوْتَى] فَهُوَ حَدِيث مُرْسَل وَمِثْله لَا يُعَارِض بِهِ النُّصُوص. (٢١)

"আর যারা বলেন, বরকতময় রাত বলতে মধ্য শা'বানের রাতকে বুঝানো হয়েছে যেমনটি ইকরামাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে তাদের কথা সত্য থেকে বহু দূরে এবং যে হাদীসটি উছমান ইবনে আখনাস থেকে বর্ণিত অর্থাৎ "এক শাবান মাস হতে অন্য শাবান মাস পর্যন্ত মানুষের হায়াত মাউত ও রিযিকের বার্ষিক ফয়সালা হয়ে থাকে এমনকি কোন লোক বিবাহ করে এবং বাচ্চাও জন্ম গ্রহণ করে অথচ সে জানে না তার নাম মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।" এ হাদীসটি মুরসাল (অর্থাৎ হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই।) এ ধরণের হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসকে খন্ডন করা যায় না।" (22)

---

[20] - তাফসীরে বাগভী, পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم والكتاب المبين. এর ব্যাখ্যায়: ২২৫-২২৭

[٢١] - تفسير ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي.ط: دار طيبة. سنة النشر: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م. في تفسير قوله تعالى:(حم. والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم

[22] - তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم والكتاب المبين. এর ব্যাখ্যায় ৪/ ১৪৮

এ মাসকে কেন শাবান মাস নামে নামকরণ করা হয়েছে

تسمية شهر شعبان: إنما سمي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير.وجاء في لسان العرب:شعبان اسم للشهر سمي بذلك لتشعبهم فيه... وقال ثعلب قال بعضهم إنما سمي شعبان شعبان لأنه شعب أي ظهر بين شهري رمضان ورجب [٢٣]

এ মাসকে শাবান বলা হয়েছে এ জন্যই যে, এতে অফুরন্ত কল্যাণের ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। 'লিসানুল আরব' নামক কিতাবে বলা হয়েছে- শাবানকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হলো- কেননা আরবরা এ মাসে কল্যাণের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তো। ছা'লব বলেন- কারো কারো মতে শাবানকে শাবান নামকরণ করা হয়েছে- কেননা এ মাসটি দু'টি বরকতময় মাস তথা রজব ও রমযান মাসের মধ্যবর্তী একটি শাখা। [24]

শাবান মাসের রোযার ফযীলত

মাহে রমযানের প্রস্তুতিকল্পে ইসলামে শাবান মাসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাহে রমযানে দীর্ঘ ৩০টি রোযা পালনের কঠিন কর্মসাধনা সহজ ও নির্বিঘ্নে আদায় করার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শাবান মাসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ] [٢٥]

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধারাবাহিকভাবে এতোবেশী নফল রোযা

---

[٢٣]- لسان العرب لابن منظورج١ ص٥٠١

[24] - ইবন মানযুর: 'লিসানুল আরব' ১/৫০১

[٢٥]- . صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب صوم شعبان. رقم الحديث:1868 # صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم. رقم الحديث:1156 . واللفظ للبخاري. # وراجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط: دارالريان للتراث. سنة النشر: ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م

রাখতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়তো আর রোযা ছাড়বেন না, আবার কখনও এতো বেশী রোযা থেকে বিরত থাকতেন যে, আমরা বলতাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়তো আর রোযা (নফল) রাখবেন না। তাই আমরা রমযান মাস ছাড়া আর অন্য কোন মাসে তাঁকে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং সবচেয়ে যে মাসে সর্বাধিক নফল রোযা রাখতেন তা হলো শাবান মাসে।[26]

নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে:

عن أسامة بن زيد، قَال: قُلتُ: [يا رسول الله، لَمْ أرَكَ تصوم شهْرًا من الشهور ما تصوم مِنْ شعْبان، قال: ذلك شهْرٌ يغْفُل الناس عنْه بيْن رجب ورمضان، وهو شهْرٌ تُرْفَع فيه الأعْمال إلى ربِّ العالمين، فأحبّ أنْ يرْفعَ عملي وأنا صائمٌ.] [٢٧]

হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি প্রিয়নবীর দরবারে আরয করলাম এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! শাবান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসে আপনাকে এতোবেশী (নফল) রোযা রাখতে কখনও দেখি না কেন? উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শাবান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস যার সম্পর্কে অনেক মানুষ অনবগত, যেটি রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস, এটি ওই মহান মাস যে মাসে বান্দার আমলনামা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে সরাসরি পেশ করা হয়। তাই আমি চাই আল্লাহর দরবারে আমার আমলসমূহকে এ অবস্থায় উঠানো হোক যে, আমি রোযাদার। [28]

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: [وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ، فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَى أَكْثَرَ صِيَامِكَ فِي شَعْبَانَ ؟ ! فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ شَهْرٌ يُنْسَخُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مَنْ يُقْبَضُ، فَأُحِبُّ أَنْ لا يُنْسَخَ اسْمِي إِلا وَأَنَا صَائِمٌ] [٢٩]

---

[26] - বুখারী, হা-১৮৬৮, মুসলিম, হা-১১৫৬

[٢٧]- سنن النسائي: كتاب الصيام, صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. رقم الحديث:2357 وراجع: شرح السيوطي لسنن النسائي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.ط: دار البشائر الإسلاميةسنة النشر: ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م # و مسند أحمد: مسند الأنصار رضي الله عنهم. حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم الحديث:21246 واللفظ لأحمد

[28] - নাসায়ী, হা-২৩৫৭, মুসনাদ আহমদ, হা-২১২৪৬

[٢٩]- لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي جلد: 1 صفحه:133

"হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবীর অধিকাংশ রোযা ছিল শাবান মাসে। তখন আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম- এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! আমি দেখছি আপনার অধিকাংশ রোযা রাখা হয় শাবান মাসে? হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ মাসে যাদের ইন্তিকাল হবে তাদের নামের তালিকা মালাকুল মাওত এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাই আমি চাইনা আমার নাম লিপিবদ্ধ হোক আমি রোযাদার থাকা ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার রোযা অবস্থায়ই আমার নাম লিপিবদ্ধ হোক সেটাই আমি কামনা করি। (30)

হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত: عن عَائِشَةَ تَقُولُ كانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ " (31)

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় মাসের একটি হলো শাবান। এ মাসে নফল রোযা আদায় করেই তিনি মাহে রমযানের রোযা পালন করতেন।' (32)

এ সম্পর্কে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন:

عن أنس سئل النبي صلى الله عليه و سلم: أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال: شعبان تعظيما لرمضان (٣٣)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার কাছে মাহে রমযানের পর কোন্ মাসের রোযা অধিক উত্তম?' তিনি বললেন, 'রমযান মাসের সম্মান প্রদর্শনকল্পে শাবানের রোযা উত্তম।'(34)

আয়শা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, শাবানের তুলনায় অন্য কোন মাসে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত অধিক-হারে রোযা পালন করতে দেখিনি। كان يصوم شعبان كله তিনি শাবানের প্রায় পুরোটাই রোযায় অতিবাহিত করতেন। কিছু অংশ ব্যতীত তিনি পুরো শাবান মাস রোযা রাখতেন। (35)

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. (36)

'শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত অধিক হারে নফল রোযা আদায় করতে দেখি নাই।' (37)

---

[30] - ইমাম ইবন রাজব হাম্বলী: লাত্বায়েফুল মা'য়ারেফ,১/১৩৩

[٣١] - أخرجه أحمد في المسند وسنن أبي داود « كتاب الصوم « باب في صوم شعبان2431 ,

[32] - আবু দাউদ, হা-২৪৩১।

[٣٣] - والحديث رواه الترمذي (٦٦٣) وقال: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى -يعني الدقيقي. والبيهقي في الشعب، عن أنس-رضي الله عنه-، وقال الترمذي: غريب، وضعفه السيوطي لطائف المعارف: صـ١٨٨ المصنف « كتاب الصيام « ما قالوا في صيام شعبان ص-514 :9856

[34] - তিরমিযি, হা-৬৬৩।

[35] - মুসলিম: ১১৫৬।

[٣٦] - صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب صوم شعبان. رقم الحديث:1868

[37] - বুখারি, হা-১৮৬৮

পবিত্র কোরআনুল কারীম ও তাফসীরের আলোকে শবে বরাত

পবিত্র কোরআনের ২৫ তম পারা ও ৪৪ নং সূরা " দুখানের " শুরুতে যে পাঁচটি আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোই মূলত এ বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦)

[শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু]

তরজুমা: হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা দুখান, আয়াত: ০১-০৬)

তাফসীরে কবীর, তাফসীরে রুহুল মাআনী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ত্বাবারী, তাফসীরে বগবী, তাফসীরে খাযেন, তাফসীরে ইবনে কাসির ইত্যাদি বড় বড় তাফসীর গ্রন্থগুলোর মাঝে বিচার বিশ্লেষণ করার পর অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট এ কথা সুস্পষ্ট যে, উক্ত আয়াতের " লাইলাতুম মুবারাকাহ " (বরকতময় রাত) শব্দের দুইটি তাফসীর পাওয়া যায়, একটি হলো- শবে ক্বদর, আর অপরটি হলো- শবে বরাত। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তাফসীর হলো শবে ক্বদর; শবে বরাত নয়। তবে সাথে সাথে জমহুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত এও যে, প্রথম মত অগ্রাধিকার পেলেও (অর্থাৎ শবে ক্বদর) দ্বিতীয় মতকে (শবে বরাত) উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরা দুখানের তাফসীরে অধিকাংশ যুগবিখ্যাত মুফাসসিরে কেরামের সিদ্ধান্ত এই যে, "লাইলাতুম মোবারাকাহ" বলতে "শবে ক্বদর"ই উদ্দেশ্য, শবে বরাত নয়; যদিও অনেক মুফাসসিরে কেরামই আবার শবে বরাতকেই বুঝিয়েছেন।

কিন্তু এখানে গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, যাঁরা এ "লাইলাতুম মুবারাকাহ" শব্দের ব্যাখ্যায় 'শবে ক্বদর' কে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁরা কেউই কিন্তু শবে বরাত নামক মধ্য-শাবানের রাতের গুরুত্বের ব্যাপারে যে সব হাদীস বর্ণিত আছে সেগুলোকে ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেননি। বরং তারা শুধুমাত্র উক্ত আয়াতে "লাইলাতুম মুবারাকাহ" এর ব্যাখ্যা যে শবে বরাত নয় শুধু এ কথাটিই ব্যক্ত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে যে সব তাফসীর বিশারদ উক্ত আয়াতে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' এর ব্যাখ্যায় শবে বরাত বলে সাব্যস্ত করেছেন, তারাও কখনও কুরআন অবতরণের রাত্রি, মহা পবিত্র রজনী শবে ক্বদরকে গুরুত্বহীন বলে মত পোষণ করেন নি। বরং তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ রাত বলেই সাব্যস্ত করেছেন।

আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইসলামী শরীয়তে সত্যিকার অর্থেই যদি শবে বরাত ও এর ফযীলতের কোন অস্তিত্বই না থাকত, শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো সবই খুব দুর্বল ও বানোয়াট হত, তাহলে এসব বড় বড় মুফাসসিরে কেরাম সূরা দুখানের তাফসীর গ্রন্থে এ কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করতেন যে, শবে বরাত বলতে তো কিছু নেই, তাই লাইলাতুম মোবারকার অর্থ শবে বরাত কখনোই হতে পারে না; এটা ভ্রান্ত আক্বীদা বা বিদয়াত। কিন্তু তারা কেউই তা উল্লেখ করেননি, শুধুমাত্র বলেছেন "লাইলাতুম মোবারকা" বলতে এখানে শবে ক্বদরকে বুঝানো হয়েছে, শবে বরাতকে নয়।

মোট কথা: প্রায় সকল তাফসীরবিশারদ শবে ক্বদরতো মানতেনই, তার সাথে সাথে শবে বরাতকেও অস্বীকার করতেন না। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতকে (শবে ক্বদর) জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি দ্বিতীয় মত তথা শবে বরাতকেও উপেক্ষা করেন নি।

সার কথাঃ দুখানের আয়াতে لیلة مبارکة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীরে হযরত ইকরামাহ ও ক্বাতাদাহসহ অনেক মুফাসসিরের মতানুসারে এর ব্যাখ্যা হলো শবে বরাত। এ মতের পক্ষে জোরালো যুক্তি হলো, এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পৃথক করণের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিস্তারিতভাবে সুনির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট করে দেয়া এবং কোন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার কি সিদ্ধান্ত তা সংশ্লিষ্টদের নিকট হস্তান্তর করা প্রভৃতি সম্পন্ন করে দেয়া হয়, যার বিবরণ হাদীস শরীফে সবিস্তারে এসেছে। মুফাসসিরীনদের দৃষ্টিতে لیلة مبارکة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর শবে ক্বদরের পাশাপাশী শবে বরাতও বটে, তাই মতদ্বয়ের কিছু বিস্তারিত বিবরণ প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে যেহেতু لیلة مبارکة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর শবে ক্বদর বিধায় বলা যায়, এটিই প্রায় সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য । সুতরাং এর পক্ষের প্রমাণাদি এখানে উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু বর্তমান বিশ্বের কিছু কিছু আলেম সূরা দুখানের আয়াতে لیلة مبارکة লাইলা মুবারকাহ এর মধ্যে শবে বরাত নিয়ে আলোচনা করার কোন অবকাশই নেই বলে মত ব্যক্ত করে থাকেন এবং কেউ এ রকম ব্যাখ্যা দিলে তাকে ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট আখ্যায়িত করে বিরোধিতায় লিপ্ত হন বিধায় এখানে কেবল ঐ সব তাফসীরের উদ্ধৃতি পেশ করছি যেখানে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর মধ্য-শাবানের রাত তথা ' শবেবরাত ' দ্বারাও করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যেন ঐসব ফেৎনাবাজের অজ্ঞতা মূর্খতা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়।

لیلة مبارکة (লাইলাতুম মুবারাকাহ) এর তাফসীর

তাফসীরগ্রন্থ: এখানে যেসব তাফসীরগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হবে তা হলঃ ১। তাফসিরে কবীর ২। তাফসীরে রুহুল মায়ানী ৩। তাফসীরে রুহুল বায়ান ৪। তাফসীরে কুরতুবী ৫। তাফসীরে ত্বাবারী ৬। তাফসীরে বগবী ৭। তাফসীরে খাযেন ৮। তাফসীরে ইবনে কাছীর।

উল্লেখ্য যে, যেসব মুফাসসিরে কেরাম لیلة مبارکة এর ব্যাখ্যায় শবে ক্বদরকে বুঝিয়েছেন, তারা কিন্তু কেউই শবে বরাতকে অস্বীকার করেননি,বরং হাদীসের দলীল দ্বারা তারা অনেকেই শবে বরাত এবং এর ফাযায়েল বর্ণনা করেছেন। আর লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হলো, যদি শবে বরাতের কোন অস্তিত্বই ইসলামী শরীয়তে না থাকত, তাহলে যেসব মুফাসসিরে কেরাম শবে ক্বদর বুঝিয়েছেন, তারা স্পষ্টভাবে নিশ্চয়ই তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করতেন যে, শবে বরাত বলতে তো কিছু নেই, তাই এ ব্যাখ্যা কখনো হতে পারে না বা এটি বিদআত! কিন্তু তারা কেউই এ কথা উল্লেখ করেন নি, শুধু বলেছেন যে لیلة مبارکة এর অর্থ শবে ক্বদর, শবে বরাত নয়।

- **তাফসীরে কবীর:** ১। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে সূরা দুখানের আয়াতে لیلة مبارکة (লাইলাতুম মুবারকাহ) দ্বারা কোন রাত্র বুঝানো হল, এ ব্যাপারে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

اختلفوا في هذه الليلة المباركة، فقال الأكثرون: إنها ليلة القدر، وقال عكرمة وطائفة آخرون: إنها ليلة البراءة، وهي ليلة النصف من شعبان. [٣٨]

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে এটি হলো লাইলাতুল ক্বদর তথা শবে ক্বদর, আর হযরত ইকরমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ অপর একদল মুফাস্‌সিরের মতে এ রাতটি হলো: শবে বরাত, আর তা হলো লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান। (মধ্য শাবানের রাত্রি) ,,(39)

২। অতঃপর ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রথম মতের পক্ষে সবিস্তারে দলিল উল্লেখ করার পর বলেনঃ

"ثم إن هؤلاء القائلين بهذا القول زعموا أن ليلة النصف من شعبان لها أربعة أسماء: الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصك، وليلة الرحمة، وقيل: إنما سميت بليلة البراءة وليلة الصك، لأن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة، كذلك الله عز وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة." [٤٠]

"(অতঃপর) যারা এ আয়াতের ليلة مباركة (লাইলাতুম মুবারাকাহ)এর অর্থ শবে বরাত করেছেন তাদের দৃষ্টিতে শাবানের মধ্য রাত্রের চারটি নাম প্রসিদ্ধ রয়েছে যথাঃ লাইলাতুম মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাআত, লাইলাতুস্‌সক ও লাইলাতুর রহমাহ। বলা বাহুল্য যে, লাইলাতুল বারআত ও লাইলাতুস্‌সক এই জন্যই নামকরণ করা হয়েছে যে, টেক্স আদায়কারী, জনগণ থেকে পূর্ণ কর আদায় করে নেয়ার পর তাদেরকে "বারাআত " (অর্থাৎ দায়মুক্ত) সনদ লিখে দিতেন। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাও মুমিন বান্দাদেরকে এ রাত্রিতে ক্ষমা-মার্জনা করে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত বলে সনদ লিখে দেন, তাই এ রাতকে শবেবরাত বলা হয়।" (41)

- **তাফসীরে রূহুল মাআ'নীঃ** আল্লামা আলূসী (রহঃ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ 'তাফসীরে রূহুল মাআনী'তে উল্লেখ করেছেনঃ

[٣٨]- التفسير الكبير جـ١٤ صـ٣٣٨

39 - তাফসীরে কবীরঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم والكتاب المبين. এর ব্যাখ্যায় ১৪/ ৩৩৮

[٤٠]- التفسير الكبير جـ١٤ صـ٣٣٨

41 - তাফসীরে কবীরঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم والكتاب المبين. এর ব্যাখ্যায় ১৪/২৩৯

وقال عكرمة. وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان. وتسمى ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة، ووجه تسميتها بالأخيرين أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة والصك كذلك أن الله عز وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة والصك في هذه الليلة... وذكروا في فضل هذه الليلة أخبارًا كثيرة، منها ما أخرجه ابن ماجه. والبيهقي في شعب الإيمان عن علي كرم الله وجهه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْس إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ] [٤٢] وما أخرجه الترمذي. وابن أبي شيبة. والبيهقي. وابن ماجه. عن عائشة قالت: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ [فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ] [٤٣] وما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ] [٤٤]

"এবং হযরত ইকরামা ও আরও একদল মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, এ রাতটিই হলো শাবানের মধ্য রাত অর্থাৎ শবে বরাত। যার নাম রাখা হয়েছে, লাইলাতুর রহমাহ, লাইলাতুম মুবারাকাহ, লাইলাতুস্‌সক (দায়মুক্তির রাত) এবং লাইলাতুল বারাআত (মুক্তি প্রাপ্তির রাত)। যারা এ রাতকে লাইলাতুল বারাআত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, তারা এর মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, যা ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি

[٤٢]- رواه ابن ماجة : بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٣٦٦٤ ، والديلمي في مسند الفردوس برقم : ١٠٠٧

[٤٣]- رواه الترمذي: بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وابن ماجة :بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وأحمد برقم : ٢٤٨٢٥ ، ابن أبي شيبة في مصنفه برقم : ٣٠٤٧٨ ، والبيهقي في شعب الإيمان برقم : ٣٦٦٤ و ٣٦٦٦ و ٣٦٦٧ والبغوي في شرح السنة : باب في ليلة النصف من شعبان ، واسحاق بن راهويه برقم: ١٧٠٠ والديلمي في مسند الفردوس برقم : ١٠٠٨ و عبد ابن حميد برقم : ١٥١٤

[٤٤]- رواه أحمد برقم : ٦٣٥٣ ، وقال المحشي شعيب الأرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة

আলায়হি স্বীয় গ্রন্থ শুয়াবুল ঈমানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন শাবানের মধ্যরাত হবে তোমরা এ রাতকে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত কর এবং দিনে রোযা রাখ, কেননা আল্লাহ তাআলা এ রাত্রে সূর্যাস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আসমানের দিকে করুণার বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ করেন, আর আহবান করতে থাকেন, কে আছ ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কে আছ রিযক প্রার্থী? আমি তাকে রিযক দান করব। কে আছ যাচনাকারী? আমি তাকে দান করব। কেউ কি এরূপ আছ? কেউ কি এরূপ আছ? এভাবে ফজর পর্যন্ত আহবান করতে থাকেন।" [45]

- **তাফসীরে রুহুল বায়ান:** আল্লামা ইসমাঈল হক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তাফসীর গ্রন্থ রূহুল বয়ানে اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ (লাইলাতুম মুবারাকাহ) শব্দ দ্বারা কোন রাতটিকে বুঝায়, এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতঃ এক দল মুফাসসিরীনের দৃষ্টিতে এ রাত থেকে লাইলাতুল বারাআত বুঝানো হয়েছে মর্মে বর্ণনা করার পর লিখেনঃ

وقال بعض المفسرين المراد من الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان ولها أربعة اسماء الاول الليلة المباركة لكثرة خيرها وبركتها على العاملين فيها الخير.....والثاني ليلة الرحمة والثالث ليلة البراءة والرابع ليلة الصك وذلك لان البندار إذا استوفى فى الخراج من اهله كتب لهم البراءة كذلك الله يكتب لعباده المؤمنين البراءات فى هذه الليلة (كما حكى) ان عمر بن عبد العزيز لما رفع رأسه من صلاته ليلة النصف من شعبان وجد رقعة خضرآء قد اتصل نورها بالسماء مكتوب فيها هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز وكما ان فى هذه الليلة براءة للسعداء من الغضب فكذا فيها براءة للاشقياء من الرحمة

" কোন কোন তাফসীরকারক এখানে লাইলাতুম মুবারাকাহ থেকে মধ্য-শাবানের রাত বুঝিয়েছেন। এ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য "বারাআত" নির্ধারণ করেন।... যথাঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ রাতে যখন নামায থেকে মাথা উঠিয়েছেন তখন একটি সবুজ রং এর কাগজ (হাতে) পেলেন যার নূরের রশ্মি

[45] - তাফসীরে রূহুল মাআনীঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم والكتاب المبين. এর ব্যাখ্যায় ৯/১১০

আসমান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে লিখা ছিল "আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের জন্য জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তির ঘোষণা দেয়া হলো।" এবং এ রজনীতে নেক বান্দাদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি দেয়া হয়, অনুরূপভাবে বদকার বান্দাদের আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত বলেও ঘোষণা দেয়া হয়। এ রজনীর আরও বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।"[46]

অতঃপর আল্লামা ইসমাঈল হক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শবে বরাতের প্রায় ছয়টি বৈশিষ্ট্য সবিস্তারে বর্ণনা করেন তাঁর এ তাফসীরে।

- **তাফসীরে কুরতুবী:** ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ জামিউল আহকামিল বয়ান এ উল্লেখ করেনঃ

وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَيُقَالُ: لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ: اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ، وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ، وَلَيْلَةُ الصَّكِّ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَوَصَفَهَا بِالْبَرَكَةِ لِمَا يُنْزِلُ اللَّهُ فِيهَا عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الْبَرَكَاتِ وَالْخَيْرَاتِ وَالثَّوَابِ....وَقَالَ عكرمة: الليلة المباركة ها هنا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ....فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُحْكِمُ اللَّهُ أَمْرَ الدُّنْيَا إِلَى قَابِلٍ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا كَانَ مِنْ حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ رِزْقٍ. وَقَالَهُ قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمْ.

"বরকতময় রাত্রি বলতে ক্বদরের রাতকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, সেটা মধ্য শা'বানের রাত। এবং এ রজনীর আরও চারটি নাম রয়েছে। যেমন লাইলাতুম মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাআত, লাইলাতে স্সক, লাইলাতুর রহমাহ। হযরত ইকরামা বলেছেন, এ আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ মধ্য শাবানের রাত্রি। তবে প্রথম মতটি অধিক শুদ্ধ।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (আমারই নির্দেশক্রমে উক্ত রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেনঃ এর অর্থ দুনিয়াবী প্রজ্ঞাসম্পন্ন বস্তুর ফয়সালা আগামী ক্বদরের রাত পর্যন্ত গৃহীত হয়। হযরত ইকরামা বলেনঃ এ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালা মধ্য শা'বানের রাতেই করা হয় এবং পূর্ণ বছরের

[46] - রূহুল বয়ান: পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..حم والكتاب المبين. এর ব্যাখ্যায় ৮/ ৪০২-৪০৩

যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা হয়। জীবিতদেরকে মৃত্যুবরণকারীদের থেকে পৃথক করা হয়। (47)

- **তাফসীরে ত্ববারী:** ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জাবীর ত্ববারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ

وَقَوْله:(فِيهَا يُفْرَق كُلّ أَمْر حَكِيم)اُخْتُلِفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي هَذِهِ اللَّيْلَة الَّتِي يُفْرَق فِيهَا كُلّ أَمْر حَكِيم, نَحْو اخْتِلَافهمْ فِي اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة, وَذَلِكَ أَنَّ الْهَاء الَّتِي فِي قَوْله: (فِيهَا) عَائِدَة عَلَى اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة, فَقَالَ بَعْضهمْ: هِيَ لَيْلَة الْقَدْر,يَمْضِي فِيهَا أَمْر السَّنَة كُلّهَا مَنْ يَمُوت, وَمَنْ يُولَد, وَمَنْ يُعَزّ, وَمَنْ يُذَلّ,وَسَائِر أُمُور السَّنَة. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: ٢٤٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُجَاهِد بْن مُوسَى, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَة بْن كُلْثُوم, قَالَ: كُنْت عِنْد الْحَسَن, فَقَالَ لَهُ رَجُل:يَا أَبَا سَعِيد, لَيْلَة الْقَدْر فِي كُلّ رَمَضَان ؟ قَالَ:إِي وَاللَّه,إِنَّهَا لَفِي كُلّ رَمَضَان,وَإِنَّهَا اللَّيْلَة الَّتِي يُفْرَق فِيهَا كُلّ أَمْر حَكِيم, فِيهَا يَقْضِي اللَّه كُلّ أَجَل وَأَمَل وَرِزْق إِلَى مِثْلهَا. حَدَّثَنِي يَعْقُوب, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, قَالَ: ثنا رَبِيعَة بْن كُلْثُوم, قَالَ:قَالَ رَجُل لِلْحَسَن وَأَنَا أَسْمَع:أَرَأَيْت لَيْلَة الْقَدْر,أَفِي كُلّ رَمَضَان هِيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ,إِنَّهَا لَفِي كُلّ رَمَضَان,وَإِنَّهَا اللَّيْلَة الَّتِي يُفْرَق فِيهَا كُلّ أَمْر حَكِيم,يَقْضِي اللَّه كُلّ أَجَل وَخَلْق وَرِزْق إِلَى مِثْلهَا.24001 حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ:أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: قَالَ عَبْد الْحَمِيد بْن

47 -"তাফসীরে কুরতুবীঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত حم والكتاب المبين.. এর ব্যাখ্যায় ১৬/ ১২৬। **উল্লেখ্য:** ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীর উদ্ধৃতীও পেশ করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ যারা ليلة مباركة (লাইলাতুম মুবারাকাহ) দ্বারা মধ্য শাবানের রাত্র বলে বুঝেন, তাদের এ মতটি বাতিল বলে গণ্য। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর অকাট্য বাণী কুরআনে বলেছেন, রমযান হচ্ছে ঐ মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, আর যে রাতে কুরআন অবতরণ করেছেন সূরা ক্বদরে সেটিকে লাইলাতুল ক্বদর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব এ আয়াতেও যে মোবারক রাতে কুরআন নাযিল করার কথা বলা হয়েছে এর ব্যাখ্যাও রমযানের সে পবিত্র রাত্রই ধর্তব্য হবে, যার নাম শবে ক্বদর। (দেখুন তাফসীরে কুরতুবীঃ ১৬/ ১২৬)

তার সঠিক উত্তর: উপরোক্ত বক্তব্যটি কুরতুবীতে উল্লেখ থাকলেও সেটা ইমাম কুরতুবীর মতামত নয়। কেননা তার মতামত সুস্পষ্টভাবে তিনি পূর্বেই উল্লেখ করেছেন, والأول أصح অর্থাৎ প্রথম মতটি অধিক সহীহ। এর অর্থ দ্বিতীয় মতকে ভ্রান্ত বা ভুল বলা চলবে না। বরং সেটি صحيح তথা ' সঠিক ' বলে গণ্য হবে। কেননা অধিক সঠিকের বিপরীতটা যে শুধু সঠিক হয় তা ওলামায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত। সুতরাং ইবনুল আরাবীর মতানুসারে এটিকে বাতিল বলা)যাবে না)। কারণ এটা তার একক মতামত, অন্য কেউ তা গ্রহণ করেননি।

سَالِم, عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَة, قَالَ: يُقَال: يُنْسَخ لِمَلَكِ الْمَوْت مَنْ يَمُوت لَيْلَة الْقَدْر إِلَى مِثْلهَا,وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُول: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة مُبَارَكَة) وَقَالَ (فِيهَا يُفْرَق كُلّ أَمْر حَكِيم)قَالَ: فَتَجِد الرَّجُل يَنْكِح النِّسَاء, وَيَغْرِس الْغَرْس وَاسْمه فِي الْأَمْوَات.

وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تِلْكَ اللَّيْلَة, أَيّ لَيْلَة مِنْ لَيَالِي السَّنَة هِيَ؟ فَقَالَ بَعْضهمْ: هِيَ لَيْلَة الْقَدْر... وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان. وَقَوْله (فِيهَا يُفْرَق كُلّ أَمْر حَكِيم)اُخْتُلِفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي هَذِهِ اللَّيْلَة الَّتِي يُفْرَق فِيهَا كُلّ أَمْر حَكِيم,نَحْو اخْتِلَافهمْ فِي اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة... وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: ٢٤٠٠٨ - حَدَّثَنَا الْفَضْل بْن الصَّبَّاح, وَالْحَسَن بْن عَرَفَة, قَالَا: ثنا الْحَسَن بْن إِسْمَاعِيل الْبَجَلِيّ, عَنْ مُحَمَّد بْن سُوقَة, عَنْ عِكْرِمَة فِي قَوْل اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى (فِيهَا يُفْرَق كُلّ أَمْر حَكِيم)قَالَ: فِي لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان, يُبْرَم فِيهِ أَمْر السَّنَة, وَتُنْسَخ الْأَحْيَاء مِنَ الْأَمْوَات, وَيُكْتَب الْحَاجّ فَلَا يُزَاد فِيهِمْ أَحَد, وَلَا يُنْقَص مِنْهُمْ أَحَد.-24009 حَدَّثَنِي عُبَيْد بْن آدَم بْن أَبِي إِيَاس, قَالَ:ثنا أَبِي, قَالَ: ثنا اللَّيْث, عَنْ عَقِيل بْن خَالِد, عَن ابْن شِهَاب, عَنْ عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن الْمُغِيرَة بْن الْأَخْنَس, قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُقْطَع الْآجَال مِنْ شَعْبَان إِلَى شَعْبَان حَتَّى إِنَّ الرَّجُل لَيَنْكِح وَيُولَد لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اسْمه فِي الْمَوْتَى"

"লাইলাতুম মুবারাকাহ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারকগণের মতভেদ রয়েছে যে, রাতটি বছরের কোন রাত? কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ শবে ক্বদর (অতঃপর তাদের দলীল পেশ করেছেন) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেনঃ রাতটি মধ্য-শা'বানের রাত। فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " সে রাত্রে সকল প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। " এ আয়াতেও সে 'রাত' বলতে কোন রাত বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়েও মুফাসসিরগণের মতভেদ রয়েছে। (যেমন মতভেদ ছিল اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ (লাইলাতুম মুবারাকা) এর মধ্যে, কেউ কেউ বলেছেনঃ এ আয়াতেও রাত থেকে শবে কদরকে বুঝানো হয়েছে। আবার কারো কারো মতে এ আয়াতেও শবে বরাতকে বুঝানো হয়েছে।" (48)

ইমাম ইবনে জারীর প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যা এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই।

48 - তাফসীরে ত্ববারীঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত حم والكتاب المبين.. এর ব্যাখ্যায় ১১/ ২২১-২২২

- **তাফসীরে বাগাবী:** ইমাম বাগাভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিতার স্বীয় তাফসীরে বাগাভীতে উল্লেখ করেনঃ

وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، حدثنا أبو جعفر الرياني، حدثنا حميد بن زنجويه، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له ولقد أخرج اسمه في الموتى] وروى أبو الضحى عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر.

" লাইলাতুম মুবারাকাহ সম্পর্কে কাতাদাহ, ইবনে জায়েদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন যে, এটা কদরের রাত্র। তবে অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ মধ্য-শাবানের রাত। এবং হযরত ইকরামা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেনঃ মধ্য-শাবানের রাত্র, যাতে পূর্ণ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। "[49]

- **তাফসীরে খাযেন:** ইমাম খাযেন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর সম্পর্কে উল্লেখ করেনঃ

وقيل هي ليلة النصف من شعبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب» أخرجه الترمذي. {إنا كنا منذرين} أي مخوفين عقابنا {فيها} أي في تلك الليلة المباركة {يفرق} أي يفصل {كل أمر حكيم} أي محكم، قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان وقيل هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات، وروى البغوي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى» وعن ابن عباس «إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في

49 - তাফসীরে বাগাভীঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..والكتاب المبين .حم এর ব্যাখ্যায় 8/১১১

ليلة القدر» {أمراً} أي أنزلنا أمراً {من عندنا إنا كنا مرسلين} يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء.

" রাতটি মধ্য-শা'বানের রাত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তাআলা শা'বানের পনেরতম রজনীতে প্রথম আসমানের দিকে রহমতের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং কালব গোত্রের বকরীগুলোর পশম পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন।(তিরমিযী) হযরত ইবনে জায়েদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেনঃ লাইলাতুম মুবারাকাহ তা হলো শবে ক্বদর। অন্যান্য তাফসীরকারক বলেছেনঃ রাতটি মধ্য শাবানের রাত। এবং হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন রাতটি মধ্য-শাবানের রাত যেখানে পূর্ণ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ের ফয়সালা হয় এবং জীবিত ব্যক্তিদেরকে মৃত ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করা হয়। "[50]

- **তাফসীরে ইবনে কাছীর:** ইমাম ইবনে কাছীররাহমাতুল্লাহি আলায়হিতার স্বীয় গ্রন্থ "তাফসীরে কুরআনুল আযীম" এ উল্লেখ করেছেনঃ

وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان كَمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة فَقَدْ أَبْعَدَ النُّجْعَة فَإِنَّ نَصّ الْقُرْآن أَنَّهَا فِي رَمَضَان. وَالْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن صَالِح عَنْ اللَّيْث عَنْ عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَنِي عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن الْمُغِيرَة بْن الْأَخْنَس قَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "تُقْطَع الْآجَال مِنْ شَعْبَان إِلَى شَعْبَان حَتَّى إِنَّ الرَّجُل لَيَنْكِح وَيُولَد لَهُ وَقَدْ أُخْرِجَ اِسْمه فِي الْمَوْتَى" فَهُوَ حَدِيث مُرْسَل وَمِثْله لَا يُعَارَض بِهِ النُّصُوص. [٥١]

"বরকতময় রাত বলতে শবে ক্বদরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি কুরআনে করীম শবে ক্বদরে নাযিল করেছি এবং কুরআন রমযান মাসেই নাযিল করেছি। আর যারা বলেন, বরকতময় রাত বলতে মধ্য শা'বানের রাতকে বুঝানো হয়েছে যেমনটি ইকরামাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে তাদের কথা সত্য থেকে বহু দূরে এবং যে হাদীসটি উছমান ইবনে আখনাস থেকে বর্ণিত অর্থাৎ "এক শাবান মাস হতে অন্য শাবান মাস পর্যন্ত মানুষের

50 - তাফসীরে খাযেনঃ পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা দুখান' এর আয়াত ..والكتاب المبين .حم এর ব্যাখ্যায় 8/ ১৪৩

٥١- تفسير ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي.ط: دار طيبة. سنة النشر: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م. في تفسير قوله تعالى:(حم. والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم

হায়াত মাউত ও রিযিকের বার্ষিক ফয়সালা হয়ে থাকে এমনকি কোন লোক বিবাহ করে এবং বাচ্চাও জন্ম গ্রহণ করে অথচ সে জানে না তার নাম মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।" এ হাদীসটি মুরসাল (অর্থাৎ হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই।) এ ধরণের হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসকে খন্ডন করা যায় না।" (52)

ইবনে কাছীরের মন্তব্যের পর্যালোচনা: উল্লেখ্য, ইমাম ইবনে কাছীর তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা যাঁরা মধ্য-শাবানের রাত দিয়ে করেছেন তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মতটিকে সঠিক থেকে দূরে বলে মন্তব্য করেছেন মাত্র। অতঃপর এদের দলীল সম্পর্কে যে উক্তি পেশ করেছেন (অর্থাৎ হাদীসটি মুরসাল) এর দ্বারা দলীলটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কেননা হাদীস বিশারদগণ ভাল করেই জানেন যে, অনেক ফক্বীহ ও হাদীসের ইমামগণের নিকট মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। আমাদের মাযহাবের ইমাম ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও এদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদীসটির ব্যাপারে ইবনু কাছীরের এ মন্তব্য কতটুকু সঠিক, তা আমরা "শবে বরাত হাদীসের আলোকে" শীর্ষক শিরোনামে সবিস্তারে পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।(53)

মোটকথা: এ পর্যন্ত যে সব তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো, তাতে ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ শব্দের প্রথম মর্মার্থ তথা শবে ক্বদর এর পাশাপাশি দ্বিতীয় মর্মার্থ তথা শবে বরাত সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হল। এতে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ তাফসীর বিশারদের মতে ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ শব্দের ব্যাখ্যা যেমনিভাবে 'শবে ক্বদর' হতে পারে অনুরূপভাবে 'শবে বরাত'ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে শবে ক্বদর দিয়ে ব্যাখ্যা করা অধিক গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে মুফাসসিরে কুরআনের তেমন দ্বিমত নেই হেতু তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থে ক্বদরের মতটিকে জোরালো ভাষায় পেশ করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বে

52 - তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ ৪/ ১৪৮

53 - এর জন্য দেখুন: কুরআন-হাদীছের আলোকে শবে বরাত ISLAMIC SITE. AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH

আমরা আলোচনা করেছি। এ মতটি তাফসীরে আদওয়াউল বয়ানে আল্লামা মুহাম্মদ আমীন শীনক্বীতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও বর্ণনা করেছেন।

ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ যে শবেবরাতও হতে পারে এবং যা আয়াতের আরেকটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাও বটে তা কিন্তু কেউই অস্বীকার করেন নি। বরং সম্ভাব্য ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হিসেবে সকলেই তা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং কেউ যদি ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ শবে বরাত দিয়ে করাকে ভ্রান্ত তাফসীর বলে মত পোষণ করেন পক্ষান্তরে সে সকল মুফাসসিরের তাফসীরকে যে উপেক্ষা করলো বা ভ্রান্ত বলল এতে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনিভাবে ইসলামী বিধানশাস্ত্র সম্পর্কে সে যে অজ্ঞ তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাই আমাদের বক্তব্য হলো যদি কেউ উপরোক্ত তাফসীর গ্রন্থসমূহের আলোকে সূরা দুখানে উদ্ধৃত ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর শবে বরাত দ্বারা করেন, তাহলে এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই বাতিল বা ভ্রান্ত বলার সুযোগ নেই। বরং এদের মতকেও শ্রদ্ধার সাথে মূল্যায়ন করা ঈমানী কর্তব্য।

তবে হ্যাঁ ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর এধরণের বিরোধপূর্ণ তাফসীরদ্বয়ের মধ্যে কোন মীমাংসা পাওয়া যায় কি না অথবা কোন্ তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য এ নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হতে পারে। প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলা হলে তাতে কোন আপত্তি থাকবে না, যেমন বিভিন্ন তাফসীরে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের কিছু বিবরণের সাহায্যে এরূপই বলা হয়েছে।(54)

ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীরের মাঝে বিরোধের মীমাংসা

প্রথমত: সূরা দুখানে বরকতময় রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে কুরআন অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শবে বরাতের পবিত্র রাতে কুরআন অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে বছরের মাহে রমযানের শবে কদরেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে,

54 - এর জন্য দেখুন: কুরআন-হাদীছের আলোকে শবে বরাত ISLAMIC SITE. AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH

যার বর্ণনা সুরা ক্বদরে দেয়া হয়েছে এবং রাতটি রমযান মাসে অবস্থিত। সুতরাং কোন আয়াত ও মতামতের মধ্যে বিরোধ রইল না। কেননাঃ সুরায়ে দুখানে إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ মুবারক রাতে কুরআন নাযিল করার অর্থ হচ্ছে নাযিল করার সিদ্ধান্ত। আর সুরায়ে ক্বদর এবং شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ এর মধ্যে কোরআন নাযিল হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শবে বরাতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শবে কদরে তা বাস্তবায়িত হওয়া।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, উভয় মতের বিরোধের সমাধানকল্পে এভাবে বলা উচিত যে, সুরায়ে দুখানে মুবারক রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে শবে বারাতে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত। আর সুরায়ে ক্বদরে লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। উভয়টির মধ্যকার সময় স্বল্প তাই সিদ্ধান্তকেই অবতীর্ণ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। সুতরাং উভয় মতামতের মাঝে কোন বিরোধ বিদ্যমান থাকলো না। তাই সূরা দুখানের ليلة مباركة থেকে যে সব তাফসীরকারক ليلة النصف من شعبان তথা মধ্য শাবানের রাত তথা শবেবরাত উদ্দেশ্য স্থির করেছেন এটি একটি গ্রহণযোগ্য মতামত; এটাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

উক্ত মতটি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে একই সুরার আয়াত فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালাও এ মোবারক রাতে হয়ে থাকে) এর ব্যাখ্যা হলো: "শেষ পর্যন্ত এ কথা বলতে হবে যে, শবে বরাত ও শবে ক্বদর উভয় রাত্রে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়। এটা অসম্ভবের কিছুই নয়। বরং তা এভাবে হয় যে বিভিন্ন ঘটনা, বিষয়াবলী লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত হয় শবে বরাতে এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট হস্তান্তর হয়ে থাকে শবে ক্বদরে। যেমন রূহুল মাআনীতে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে হুবহু এভাবে বর্ণিত হয়েছে।[55]

উল্লেখ্য এখানে ইবনে আব্বাসের যে বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা তাফসীরে মাযহারীতে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। "আল্লাহ তাআলা সকল প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শবে বরাতে এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট সোপর্দ করেন ক্বদরের রাতে।"[56]

55 - দেখুন বয়ানুল কুরআনঃ ১/৮৬

56 - দেখুন তাফসীরে মাযহারীঃ ৮/ ৩৬৮

দ্বীতিয়ত: কেউ কেউ এভাবে মতদ্বয়ের সমাধান করেছেন যে, শবে বরাতে কুরআন শরীফ লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আকাশের "বায়তুল ইয্যাহ" তে অবতীর্ণ হয়েছে। এর বর্ণনা সূরা দুখানে দেয়া হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তা ক্বদরের রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়ে ২৩ বছরে তার সমাপ্তি ঘটেছে। যার বর্ণনা সূরা কদরে বিদ্যমান আছে এবং সে ক্বদরের রাতটি রমযান মাসে অবস্থিত। সুতরাং কুরআন মাহে রমযানের শবে ক্বদরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে দুনিয়ার আসমান হতে। আর শবে বরাতে অবতীর্ণ হয়েছে লওহে মাহফুয থেকে। এ অর্থেই সূরা দুখানে মোবারক রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এর পক্ষে বিবরণ পাওয়া যায় আল্লামা আবুস সাউদ এর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ تفسير ابى السعود (তাফসীরে আবি সাউদ) এর মধ্যে। তিনি বলেনঃ

وقال عكرمة هى ليلة النصف من شعبان ببرم فيه امر السنة وينسخ الاحياء من الأموات فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد روى البغوي عن محمد بن الميسرة بن الأخفش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له ولقد اخرج اسمه فى الموتى- وروى ابو الضحى عن ابن عباس ان الله يقضى الا قضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى أربابها فى ليلة القدر. أما قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة } فقد قيل فيه: إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في هذه الليلة، ثم أنزل في كل وقت ما يحتاج إليه المكلف، وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة، ويقع الفراغ في ليلة القدر، فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب إلى جبرائيل، وكذلك الزلازل والصواعق والخسف، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت.

"মোবারক রাত থেকে উদ্দেশ্য হলো, শবে ক্বদর। কেউ কেউ বলেছেনঃ এর উদ্দেশ্য হল, শবে বরাত। এ রাতে কুরআনের অবতরণ আরম্ভ হয় অর্থাৎ এ রাত্রে পরিপূর্ণ কুরআন দুনিয়ার আসমানে লাহহে মাহফুয থেকে একসঙ্গে অবতীর্ণ হয় এবং হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তা তখতের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। " (প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফায়সালা হয়)এ ব্যাপারে বলেন, কেউ কেউ বলেছেনঃ

শবেবরাতে লওহে মাহফুয থেকে লিখিতভাবে অবতরণ আরম্ভ হয় এবং শবে ক্বদরে গিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। রিযিকের বিষয়ে লিখিত তখতী মিকাঈল আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়। যুদ্ধ-বিবাদ বিষয়-সম্বলিত তখতী জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে অনুরূপ ভূমিকম্প, বিজলীর গর্জন, ভূমি ধসে পড়ার বিষয়গুলোও তাকে দেয়া হয় এবং সকল আমলের বিষয় দুনিয়ার আসমানের বিশিষ্ট ফেরেশতা ইসমাইল আলাইহিস সালামকে প্রদান করা হয়। বিপদ ও মুসিবতের বিষয়গুলো আযরাঈল আলাইহিস সালামকে প্রদান করা হয়।"(57)

উক্ত মতের স্বপক্ষে তাফসীরে জালালাইনে বিবরণ পাওয়া যায় এভাবেঃ "

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة مُبَارَكَة"هِيَ لَيْلَة الْقَدْر أَوْ لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان نَزَلَ فِيهَا مِنْ أُمّ الْكِتَاب مِنْ السَّمَاء السَّابِعَة إلَى سَمَاء الدُّنْيَا " {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} "فِيهَا"أَيْ فِي لَيْلَة الْقَدْر أَوْ لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان "يُفْرَق" يُفْصَل "كُلّ أَمْر حَكِيم" مُحَكَّم مِنْ الْأَرْزَاق وَالْآجَال وَغَيْرهمَا الَّتِي تَكُون فِي السَّنَة إلَى مِثْل تِلْكَ اللَّيْلَة

"মোবারক রাত অর্থ হচ্ছে, শবে ক্বদর অথবা মধ্য-শাবানের রাত যে রাতে কুরআন শরীফ সপ্তম আসমান থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হয়।" (58)

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করার পর মাসআলার শেষে বলেছেনঃ

فقد قيل فيه: إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في هذه الليلة، ثم أنزل في كل وقت ما يحتاج إليه المكلف

"বলা হয়েছে যে, শবে বরাতে লওহে মাহফুয হতে কুরআন সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার আসমানে অবতরণর হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মাফিক কুরআন অবতীর্ণ হয়।" (59)

শেষ কথাঃ উপরোক্ত সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সমূহ ভালভাবে অধ্যয়ন করলে, এ কথা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, লাইলাতুম মুবারাকার তাফসীরে মুফাসসিরে কেরাম শবে বরাতও উল্লেখ করেছেন। তাই এসব তাফসীরগ্রন্থ সমূহে উভয় মতের কথা অর্থাৎ শবে ক্বদর ও শবে বরাত উভয় মতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফসীর বিশারদগণ শুধু উল্লেখই করেননি, বরং প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে দলীলও পেশ করেছেন।

57 - দেখুন তাফসীরে আবি সাউদঃ ৬/৪৭

58 - দেখুন জালালাইন শরীফঃ ৪০৮

59 - দেখুন তাফসীরে কবীরঃ ১৪/ ৩৪১

তাই কেউ যদি বলে, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা শবে বরাত বুঝানো যাবে না কিংবা কোন মুফাসসিরে কেরাম উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা শবে বরাত বুঝাননি বা এটা মনগড়া তাফসীর তাহলে সে যেমন মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য দায়ী থাকবে; ঠিক তেমনি কেউ যদি কোরআনের এই আয়াতসমূহের তাফসীরে শবে ক্বদরকে অগ্রাধিকার দিয়ে কোরআনে শবে বরাত নেই বলে শবে বরাতের ফযীলতকেই অস্বীকার করে বসে, সেও হাদীস অস্বীকারকারী তথা ইসলামী শরীয়ত অস্বীকারকারী বলে পরিগণিত হবে, কারণ শবে বরাতের ফযীলত সহীহ হাদীস এবং উসূলে হাদীসের নীতিমালা দ্বারা প্রমাণিত।

এভাবে তাফসীর বিরোধের নীতিমালার আলোকে লাইলাতুম মুবারাকার ব্যাখ্যায় অনেক মুফাসসিরে কেরাম ও উলামায়ে উম্মত শবে বরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তাদের এই ব্যাখ্যার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল "এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়" আর শবে বরাতেও জ্ঞানপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে অন্যান্য নীতিমালার আলোকে অনেক মুফাসসিরে কেরাম লাইলাতুম মুবারাকার অর্থ শবে ক্বদরকে দিয়ে করেছেন যার আলোচনা পরবর্তীতে আলোচিত হবে ইনশাল্লাহ।

কারো কারো মতে সুরা দুখানের আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাহর ব্যাখ্যা দ্বয়ের মধ্যে শবেবরাত এর ব্যাখ্যাটাই প্রাধান্যতা পায় এবং এটাই নির্ভরযোগ্য মত। কারণ এখানে (লাইলাতুম মুবারাকাহ।) বরকতময় রাতটির দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো, পবিত্র কুরআনের অবতরণ, অপরটি হলো জ্ঞানপূর্ণ বিষয়সমূহের নির্ধারণ বা পৃথক করণ। কুরআন অবতরণ বলতে যদি অবতরণের সিদ্ধান্ত ধরে নেয়া হয় তাহলে এ বৈশিষ্ট্যটি শবে বরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র শবে বরাতের জন্য প্রযোজ্য। শবে ক্বদরের ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ অধিকাংশ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, শবেবরাত ভাগ্য নির্ণয়ের রাত। যা বহু তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইকরামাহ এর তাফসীর দলীল স্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং বহু হাদীস এ ব্যাপারে সামনে পেশ করা হবে। কিন্তু শবে ক্বদর সম্পর্কে ভাগ্য-নির্ণয়ের এবং জ্ঞানপূর্ণ বিষয়ের নির্ধারণ সম্বলিত তেমন কোন হাদীস পাওয়া যায় না। অতএব উভয় বৈশিষ্ট্যের দিকটাকে বিবেচনায় আনলে এখানে ليلة مباركة (লাইলাতুম মুবারাকাহ) এর ব্যাখ্যা শবে বরাত হওয়াই উত্তম সমাধান। কেননা, এর ব্যাখ্যায় শবে ক্বদর মেনে নিলে শবে বরাতে ভাগ্য নির্ণয় সম্বলিত অনেক হাদীসকে বাদ দিতে হয়।

এ কারণেই হযরত শেখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর "মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ" এবং "মাজালিসুল আবরার" গ্রন্থদ্বয়ে সূরা দুখানের আয়াতসমূহ থেকে শবে বরাত উদ্দেশ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।[60]

আল্লামা আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ما ثبت بالسنة এর বিবরণটি নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ "অধিকাংশ উলামাদের মতামত হলো, কুরআন অবতরণ ও প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালা শবে ক্বদরে সম্পন্ন হলেও এসব বিষয় আরম্ভ হয়েছে শবে বারাত তথা মধ্য শাবানের রাতে।" [61]

মোদ্দাকথা হলো: সূরায়ে ক্বদরে কুরআন অবতরণের অর্থ হলো, অবতরণের বাস্তবায়ন আর সূরায়ে দুখানের অর্থ হলো কুরআন অবতরণের সিদ্ধান্ত যা শবে বরাতে হয়েছে।

এসব উদ্ধৃতি দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মুহাদ্দিসে দেহলভীর ন্যায় মুহাক্কিক ফকীহে উম্মত সূরা দুখানের আয়াতের তাফসীরে শবে বরাতের ব্যাখ্যাকে ترجيح তারজীহ বা প্রাধান্য দিয়েছেন।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গে শারেহুল হাদীস আল্লামা মুল্লা আলী আল ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর বক্তব্যটি এখানে তুলে ধরা হল, উক্ত প্রশ্নের সমাধান বক্তব্যটির মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেনঃ

ولا نزاع في أن ليلة نصف شعبان يقع فيها فرق كما صرح به الحديث، وإنما النزاع في أنها المرادة من الآية والصواب أنها ليست مرادة منها، وحينئذ يستفاد من الحديث والآية وقوع ذلك الفرق في كل من الليلتين إعلاماً لمزيد شرفهما، ويحتمل أن يكون الفرق في أحدهما إجمالاً وفي الأخرى تفصيلاً أو تخص إحداهما بالأمور الدنيوية والأخرى بالأمور الأخروية وغير ذلك من الاحتمالات العقلية انتهى. [٦٢]

"এ বিষয়ে তো কোন বিতর্ক নেই যে, শা'বানের পঞ্চদশ রজনীতে প্রজ্ঞাময় বিষয়াবলীর ফয়সালা হয়, (যেমন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়।) হ্যাঁ, এতে সংশয় রয়েছে আয়াতে কারীমা فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ দ্বারা শবে বরাত উদ্দেশ্য কি না? সঠিক কথা এটাই যে, এই আয়াত দ্বারা শবে বরাত উদ্দেশ্য নয়। তখন আয়াতে কারীমা এবং হাদীস দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, এ প্রজ্ঞাময় কাজ উভয় রাতেই আঞ্জাম দেয়া হয়ে থাকে,

[60] - দেখুন মাজালিসুল আবরারঃ পৃ-১৭৭

[61] - দেখুন হাকীকতে শবে বরাতঃ পৃ-৮

[٦٢]- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري، دار الفكر, سنة النشر: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م » كتاب الصلاة » باب قيام شهر رمضان)

উভয় রাতের অতিরিক্ত মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য। এটাও সম্ভাবনা আছে যে, শা'বানের পঞ্চদশ রজনীতে প্রজ্ঞাময় কাজগুলি আঞ্জাম দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে যা আগামী শবে ক্বদর পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকে। তাছাড়াও এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই কাজগুলোর ব্যবস্থাপনা এই রজনীতে সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিতীয় রজনীতে বিস্তারিতভাবে হয়ে থাকে। এটাও হতে পারে যে, রাত্রিদ্বয় হতে একটিকে পার্থিব কাজগুলির সমাধানের জন্য নির্ধারণ এবং অন্যটিকে আখেরাতের কাজসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।" [63]

অতএব, কোরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাআত শীর্ষক আলোচনাগুলো ভালভাবে অনুধাবণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, লাইলাতুম মুবারাকার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল শবে ক্বদর, যার পক্ষে অধিকাংশ মুফাসসিরে কেরামই রায় দিয়েছেন। আবার একদল মুফাসসিরে কেরাম এর অর্থ করেছেন শবে বরাত, যে মতটিকে ভ্রান্ত বলারও অবকাশ নেই, তাই তো যেসব মুফাসসিরে কেরাম শবে ক্বদরকে অধিকতর সঠিক বলেছেন, তারাই আবার দ্বিতীয় সম্ভাব্যমত হিসেবে শবে বরাতকেও উল্লেখ করেছেন।

[63] - মিরকাত শরহে মিশকাতঃ৩/১৯৫

হাদীস শরীফের আলোকে শবে বরাত:[64]

পবিত্র শাবান মাস এবং এ মাসে রোযা পালনের উপর বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীসহ অনেক বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থের বর্ণনা আমরা লক্ষ্য করেছি। অনুরূপভাবে এ মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত তথা শবে বরাত সম্পর্কে সেহাহ্ সিত্তাহর উল্লেখযোগ্য কিতাবাদিসহ নানা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে প্রমাণ মেলে। ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় দলীল হলো হাদীস । আর হাদীস দ্বারা শবে বরাতের ফযীলত সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। তাই কুরআনে শবে বরাতের কথা নেই বলে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার মানেই হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অস্বীকার করা। এটা কুরআনের দোহাই দিয়ে হাদীস অস্বীকার করারই একটি চক্রান্ত।

শবে বরাত ও তার ফাযায়েল সম্পর্কিত অনেক হাদীসই হাদীসের কিতাবে দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু হাদীস সহীহ, কিছু হাদীস হাসান, কিছু দঈফ (তবে অতি দুর্বল নয়)। তদুপরি এ দঈফ হাদিছগুলো বহু সহীহ ও হাসান হাদীসের সমর্থন ও সহযোগিতায় আমলের যোগ্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। যা উসূলে হাদিসের সর্বসম্মত নীতিমালা।

---

৬৪ - শবে বরাত সম্পর্কে বর্তমানের কিছু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে, শবে বরাত সম্পর্কীয় যেসব হাদীস পাওয়া যায়, সেগুলো মওদু তথা মনগড়া ও জাল হাদীস। এ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তারা শবে বরাতের ফযীলতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসে। এমনকি এ রাতে জাগরণ থেকে ইবাদত-বন্দেগী, যিকির, তেলাওয়াতসহ সকল নফল ইবাদত করাকে বিদআত মনে করে।

শবে বরাত সম্পর্কে হাদীসের কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কিংবা হাদীস শাস্ত্রে সম্যক ধারণা থাকলে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাদের এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি অমূলক ও ভ্রান্ত এবং হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত। এমনকি তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা শরীয়তের বিধানবলী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবা ও তাবেয়ীন আইম্মায়ে মুজতাহেদীনসহ সকল বরাতের ফযীলত ভিত্তিহীন বলার কোন অবকাশ নেই।

মূলতঃ সাহাবায়ে কেরামের এক জলীলুল ক্বদর দল থেকে বিভিন্নসূত্রে শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কীয় বহু বর্ণনা হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। যেসব বর্ণনার সূত্রগুলো কিছু সহীহ আর কিছু হাসান তথা সহীহের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু জঈফ যা পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশালী করে আমলের যোগ্য করে তোলে। যদিও স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি বর্ণনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করা যায় না, কিন্তু বেশ কিছু বর্ণনা ছ্বিকাহ রাবী তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত এবং তার অনুকূলে আরও রেওয়ায়েত বা হাদীস বিদ্যমান থাকায় নিঃসন্দেহে তা সহীহ এর মানে উন্নীত হয়। এই কারণেই শরীয়তে শবে সলফে সালেহীন এবং তাদের থেকে পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত আমলের সাথে অসংগতি ও বিরোধপূর্ণ।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ ছয় কিতাবে শবে বরাতের হাদীস বিদ্যমান

সিহাহ সিত্তারই দুটি কিতাব- তিরমিযী শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে শুধু যে শবে বরাত এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত আছে তা নয়, বরং ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তিরমিযী শরীফে كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ، নামে আলাদা 'বাব' স্থাপন করেছেন এবং ইমাম ইবনু মাযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "সুনানে ইবনে মাজাহ" শরীফে পনের শাবানের ফযীলত নিয়ে كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها অধ্যায়ে ، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان নামে আলাদা 'বাব' লিখেছেন। এর মাধ্যমেই আমরা ইমামদ্বয়ের কাছে শাবানের পনের তারিখের কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল, তা কিছুটা আঁচ করতে পারি।[65]

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে শবে বরাত

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা কথায় কথায় সিহাহ সিত্তার দলীল দেখাতে বলেন এবং সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও যে হাদীসের আরও বিশাল ভান্ডার আছে, কিতাব আছে যেখানে শত শত সহীহ হাদীস বিদ্যমান, সেগুলোকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে থাকেন। সিহাহ সিত্তার বাইরেও অনেক ইমামগণ তাদের জগত বিখ্যাত বড় বড় হাদীসগ্রন্থে শবে বরাত ও তার ফযীলত নিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ ১। ইমাম তাবরানী রচিত "আল কাবীর" এবং "আল আওসাত" ২। ইমাম ইবনে হিব্বান রচিত "সহীহ ইবনে হিব্বান" ৩। ইমাম বায়হাকী রচিত "শুআবুল ঈমান" ৪। হাফেয আবু নুআইম রচিত "হিলয়া" ৫। হাফেয হায়ছামী রচিত "মাজমাউয যাওয়ায়েদ" ৬। ইমাম বাযযার তাঁর "মুসনাদ" ৭। হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী রচিত "আততারগীব ওয়াত-তারহীব" ৮। ইমাম আহমদ তাঁর "মুসনাদ" ৯। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা

---

٦٥ - **এর জন্য দেখুন:** سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ط: دار الكتب العلمية. كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. رقم الحديث:739 . ص١١٧ # سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ط: المكتبة العلمية. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ورقمه:٤٤٤/ 445 . رقم الحديث:1388 ،1389،1390. ص١١٦#

১০। হাফেয আব্দুর রাজ্জাক এর "মুসান্নাফ" এ আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত বহু হাদীস দেখতে পাই।

নিম্নে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে শবে বরাত সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস গুলোর মূল বক্তব্য - متن- এবং সেগুলোর সূত্র - سند- সম্পর্কে আলোচনা- পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রথম হাদীস

ছহীহ্ ইবনুল হিব্বান-এ হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত:

عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ [٦٦]

হযরত মুয়ায ইবনে জবল থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'আল্লাহ তা'আলা শাবানের মধ্য

٦٦- صحيح ابن حبان ٤٧٠/٧". (رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (١٣٨٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٨١٩. المعجم الكبير: باب اللام ألف، لاشومة بن جرثوم أبو ثعلبة الخشني، ما أسند أبو ثعلبة،مكحول عن أبي ثعلبة, رقم الحديث:٢١٥. ص١٠٩# المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف(الطبراني).ط: مكتبة المعارف. سنة النشر: ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م. باب الميم » من اسمه محمد » محمد بن أبي زرعة الدمشقي, ورقم الحديث: ٦٧٧٢, ابن حبان في صحيحه من حديث معاذ مرفوعا(, كنز العمال رقم ٣٥١٧٨. فضائل الأوقات للبيهقي «بَابٌ فِي فَضْلِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ... رقم الحديث: ٢٦, شعب الإيمان للبيهقي3544, المجالس العشرة للخلال٤/٤ الجامع الصغير ج٧٥٣/١ وأخرجه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رقم481 /12 (5665) ، والطبراني في الكبير رقم (٢١٥) ٢٠ / ١٠٨، وفي الأوسط رقم (٦٧٧٦) ٧ / ٣٦، وفي مسند الشاميين رقم (٢٠٣) ١/ ١٢٨، ورقم (٢٠٥ 1 (130/، ورقم (٣٥٧٠) ٤ / ٣٦٥، والبيهقي شعب الإيمان من حديث معاذ رقم382 / 3 (3833) ، ورقم (٦٦٢٨) ٥ / ٢٧٢، وفي فضائل الأوقات ص١١٩- ١٢٠، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق رقم (٦٦٢٤) ٥٤ / ٩٧، ٣٨ / ٢٣٥، والهيثمي في موارد الظمآن رقم (١٩٨٠) ١ / ٤٨٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥ / ١٩١، وإسحاق بن راهويه في مسند ه من حديث الوضين بن عطاء رقم 981 / 3 (1702)، والبزار من حديث عوف بن مالك رقم (٢٧٥٤) ٧ / ١٨٦، ومن حديث أبي بكر الصديق رقم (٨٠) ١ / ١٥٧، ٢٠٦، والهيثمي في مسند الحارث من حديث كثير بن مرة رقم (٣٣٨) ١ / ٤٢٣، وابن حجر في المطالب العالية من حديثه رقم (١٠٨٧) ٦ / ١٦٢، وأخرجه ابن أبي شيبة رقم (108٢٩٨٥٩ / 6 (من حديث كثير بن مرة الحضرمي وعبد الرزاق رقم (٧٩٢٣) ٤ / ٣١٦ من حديثه، والطبراني في الكبير من حديث أبي ثعلبة رقم (٩٥٠) ٢٢ / ٢٢٣، ورقم (٩٥٣) ٢٢ / ٢٢٤، والبيهقي في السنن الصغرى رقم (١٤٢٦) ٣ / ٤٣١، من حديثه، والمروزي من حديث أبي بكر الصديق في مسند أبي بكر رقم (١٠٤ (ص١٧١، وذكره ابن الجوزي في العلل الواردة في الأحاديث النبوية من حديث معاذ رقم (٩٧٠) ٦ / ٥٠، والهيثمي في مجمع الزوائد ٨ / ٦٥ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات،

রজনীতে স্বীয় সৃষ্টির প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্ঠি দান করেন এবং সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন, শুধু মাত্র মুশরিক ও হিংসুক-বিদ্বেষীকে ছাড়া। [৬৭]

এ হাদীস শরীফটির হুকুম: এ হাদীস শরীফটি হাসান লিযাতিহী (حسن لذاته) [৬৮]

---

৬৭ **-আলোচ্য হাদীস টি ১।** ইমাম তাবরানী আল-কাবীরে এবং আল-আওসাতে ২। ইমাম ইবনে হিব্বান সহীহ ইবনে হিব্বানে ৩। ইমাম বায়হাকী শুআবুল ঈমানে ৪। হাফেয আবু নুআইম তার হিলয়া গ্রন্থে ৫। হাফেয হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদে সংকলন করেছেন।(সহীহ ইবনু হিব্বান ৭/৪৭০ ও কানযুল ওম্মাল, হা-৩৫১৭৮)

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনাঃ ইবনে হিব্বানের সূত্রে এই হাদীছে দশজন বর্ণনাকারী রয়েছেনঃ১। মুহাম্মদ বিন আল মাআফীতিনি সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য । (দেখুন কিতাবুছ ছেকাত) ২। ইবনে কুতায়বা: তিনি মুহাদ্দিছীনের দৃষ্টিতে ثقه ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য ।(দেখুন আল আনসাব) ৩। হিশাম ইবনে খালিদ: তার ব্যাপারে সমকালীন হাদীস পর্যালোচক শুআইব আল আরনাউত বলেনঃ "তিনি নির্ভরযোগ্য, প্রচুর ছিক্বাহ রাবীগণ তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, ক) আবু আলী আল হায়্যানী, খ) ইমাম যাহাবীপ্রমুখ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।, গ) ইবনে হিব্বান কিতাবুছ ছিক্বাতে বলেন, কোন সমালোচনা আমার জানা নেই।" (তাহরীরঃ খ-৪, পৃ-৩৯) ৪। উতবা বিন হাম্মাদ: এর সম্পর্কে হাদীস পর্যালোচকগণ বলেছেনঃ ক) হাফেয বলেনঃ তিনি সত্যবাদী।, খ) আবু আলী নিসাপুরী এবং খতীব বাগদাদী বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ।, গ) ইবনে হিব্বান তাঁকে কিতাবুছ ছিক্বাতে উল্লেখ করেছেন।, ঘ) শুয়াইব আরনাউত তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। তাঁর থেকে অসংখ্য ছিকাহ মুহাদ্দিস হাদীস নিয়েছেন। (দেখুন তাহরীরঃ খ-২, পৃ-৪২৯) ৫। আলআওযায়ী: তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সুখ্যাত ইমাম ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। (দেখুন আল জরহু ওয়াততাদীল) ৬। আব্দুর রহমান ইবনে ছওবান।: তাঁর ব্যাপারে হাদীস পর্যালোচকদের কিছু সমালোচনা থাকলেও তাঁর ব্যাপারে শায়খ আরনাউত্ব সুস্পষ্টভাষায় বলেন, " তিনি সত্যবাদী, তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য কেননা ক) আবু হাতিম. খ) দুহাইম. গ) আব্দুর রহমান বিন সালেহ আমর বিন আলী প্রমুখ ثقه ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।. ঘ) ইবনে হিব্বান তাঁকে কিতাবুছ ছিকাতে উল্লেখ করেছেন।. ঙ) শায়খে বোখারী আলী ইবনিল মাদীনী ইমাম আবু যুরআহ.চ) ইমাম আবু দাউদ আল আজলী. ছ) ইয়াকুব ইবনে শাহীন প্রমুখ তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে " কোন অসুবিধা নেই " বলে মন্তব্য করেছেন। " (দেখুন তাহরীরঃ পৃ_ ২/ ৩১০)৭। ছাবেত ইবনে ছওবান: তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ছিক্বাহ নির্ভরযোগ্য । (দেখুন আততাকরীবঃ ৮১১) ৮। ইমাম মাকহূল: তিনি প্রসিদ্ধ ইমাম ও ছিকাহ হওয়ার মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। তাঁর ব্যাপারে ইবনু হাজার বলেনঃ " নির্ভরযোগ্য তবে ইরসাল বেশি করতেন।" (উস্তাদের নাম বিলুপ্ত করে তার উপরস্ত ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে ইরসাল বলে।) ৯। মালেক ইবনে ইখামের: তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ছিক্বাহ। মুআয বিন জাবালের সঙ্গী। তবে রসূলের ইন্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যাপারে " আল-কাশেফ "গ্রন্থে আছে, " তিনি হযরত মুআযের সঙ্গি, সাহাবী নন, নির্ভরযোগ্য ।" (দেখুন কাশিফঃ ১/২৮১) ১০। হযরত মুআয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু : রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ ফক্বীহ সাহাবী। (দেখুন আততাকরীব)

৬৮ **-হাসান হাদীস ঃ** শবে বরাতের ব্যাপারে (حسن) ' হাসান ' স্তরের এমন কিছু হাদীস তো অবশ্যই পাওয়া যায় যেসব হাদীছের সহযোগিতায় ও সমর্থনে অন্যান্য আরও হাদীস ও বিদ্যমান। আর হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি মতে ' হাসান ' স্তরের হাদীছের সমর্থনে ও সহযোগিতায় অন্য আরও রেওয়ায়েতে তথা বর্ণনা পাওয়া গেলে সেই হাদীস হাসান স্তর থেকে উন্নীত হয়ে সহীহ স্তরের মর্যাদা লাভ করে। যেমন এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ " হাসান সনদ দ্বারা বর্ণিত হাদীস হয় একটি হবে অথবা

হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের অভিমত

প্রথম অভিমতঃ হাফিয নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল হাইসামী (মৃঃ ৮০৭) তাঁর ' মাজমায়ুয যাওয়ায়িদ ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, " উক্ত হাদীসটি তাবরানী তাঁর ' আল-মুজামুল কাবীর ' এবং ' আওসাত ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উভয় গ্রন্থে রাবী ছিক্বাহ তথা বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।" (69)

দ্বিতীয় অভিমতঃ হাফিয ইবনে রজব আল হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বর্ণিত এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ (বিশুদ্ধ) আখ্যা দিয়েছেন। আর নির্ভরযোগ্যতার জন্য এটিই যথেষ্ট। (70)

হাদীস পর্যালোচক আদনান আবদুর রহমান বলেন, উক্ত হাদীসটি ফাযায়িলুল আওক্বাত অধ্যায়ে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। আর তার সনদ হাসান।

তৃতীয় অভিমতঃ আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে তাবরানী রচিত المعجم الكبير (আলমু'জামুল কবীর) গ্রন্থের মুহাক্কিক এবং বিশিষ্ট হাদীস পর্যালোচক বলেনঃ " শবে বরাতের হাদীসটি বহু সূত্রে বর্ণিত আছে। যারা সূত্রগুলো সম্পর্কে অবগত তাদের নিকট হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ বলে পরিগণিত। বিশেষ করে যখন তার কিছু সূত্র حسن لذاته (হাসান লিযাতিহী) তথা সহীহ, যেমন হযরত মুআয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সূত্রগুলো। " (71)

উপরোক্ত মন্তব্যের সারমর্ম হলো মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত শবে বরাতের হাদীসটি মতনের দিক দিয়ে সহীহ, তবে তার সনদটি হাসান লিযাতিহী।

চতুর্থ অভিমতঃ আলোচ্য হাদীসটির সূত্র পর্যালোচনা করে ওহাবী-লা-মাযহাবীদের কট্টরপন্থী হাদীস পর্যালোচক নাসিরউদ্দীন আলবানী মন্তব্য করেন এভাবেঃ"

তার সমর্থনে অন্য হাদীস ও থাকবে। যদি মর্যাদার দিক থেকে উভয়টি সমান হয় কিংবা তার চেয়ে উচ্চস্তরের হয়, তাহলে বর্ণিত উভয় হাদীস একে অপরের সমর্থনে সহীহ এর স্তরে পৌছে যায়। "

69 - মাজমায়ুয যাওয়ায়িদঃ খ-৮, পৃ-৬৫

70 - লাতাইফ আল মারিফঃ ইবনে রজব, ১/২২৪

71 - দেখুনঃ আলমু'জামুল কবীরের টিকাঃ খঃ ২০, পৃঃ ১০৮

حديث صحيح, روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و هم :معاذ ابن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة و أبي بكر الصديق و عوف ابن مالك و عائشة.

হাদীসটি মূল মতনের (মূল বক্তব্য) দিক দিয়ে সহীহ। সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় জামাআত থেকে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত। যা পরস্পরকে শক্তিশালী করে তোলে। যে সকল সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত তাঁরা হচ্ছেন: ১. মুআ'য ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২. আবু ছা'লাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৪. আবু মূসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৫. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৬. আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৭. হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। " (72)

উপরে বর্ণিত সবকটি বর্ণনাকারীর হাদীসতিনি তার কিতাবে আনার মাধ্যমে সুদীর্ঘ আলোচনার পর শেষে তিনি বলেন-

و جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب و الصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث, فما نقله الشيخ القاسمي في " إصلاح المساجد " (ص ١٠٧) عن أهل التعديل و التجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح, فليس مما ينبغي الاعتماد عليه, و لئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع و عدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك. و الله تعالى هو الموفق. (٧٣)

"সারকথা, নিশ্চয় এই হাদিসটি এই সকল সূত্র পরম্পরা দ্বারা সহীহ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সহীহ হওয়া এর থেকে কম সংখ্যক বর্ণনার দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে যায়, যতক্ষণ না মারাত্মক কোন দুর্বলতা থেকে বেঁচে যায়, যেমন এই হাদিসটি হয়েছে। আর যা বর্ণিত শায়খ কাসেমী থেকে তার প্রণিত "ইসলাহুল মাসাজিদ" গ্রন্থের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় জারাহ তা'দীল ইমামদের থেকে যে, "শাবানের অর্ধ মাসের রাতের কোন ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীসনেই মর্মে" সেই বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবেনা। আর যদি কেউ তা মেনে নেয় সে হবে

72 - সিলসিলাতুল আহাদিসা সহীহাঃ খ-৩, পৃ-১৩৮

٧٣ - السلسلة الصحيحة: 3 / 135

ঘারতেড়া স্বভাবের, আর তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণা-উদ্ভাবনের কোন যোগ্যতাই নেই এরকমভাবে যেমন আমি করলাম ।[74]

কট্টরপন্থী হাদীস পর্যালোচক নাসির উদ্দীন আলবানীর শিষ্য শুয়াইব আল আরনাউত্ব সহীহ ইবনে হিব্বান গ্রন্থের টীকায় এ হাদীস সম্পর্কে, বলেন- قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بشواهده হাদীসটি অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে সহীহ এবং তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য " বলে মন্তব্য করেছেন ।[75]

সঙ্গত কারণে আলবানী মূল হাদীসের ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণার পর এভাবে মন্তব্য করেনঃ"

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عدداً ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث [٧٦]

নির্যাস কথা হলো, এ হাদীসটি তার সকল সূত্রগুলোর বিবেচনায় নিঃসন্দেহে সহীহ বলে সাব্যস্ত হয় । এর তুলনায় কম সংখ্যক সূত্র দ্বারাও হাদীস সহীহ বলে সাব্যস্ত হয় । যদি কঠিন দুর্বলতা থেকে নিরাপদ থাকে । যেমনটি এ হাদীসের বেলায় রয়েছে ।"[77]

মোদ্দা কথাঃ মুআ'য বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীস টির মূল বক্তব্য متن (মতন) নিঃসন্দেহে সহীহ এর অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস টির বিভিন্ন সূত্র حسن لذاته হাসান লিযাতিহী যা সহীহের অন্তর্ভুক্ত বটে । যেমনটি মন্তব্য করলেনঃ ইমাম হায়ছামী, ইমাম তাবরানী, ইমাম ইবনে হিব্বান, আদনান আব্দুর রহমান প্রমূখ মনীষী ।

শবে বরাতের হাদীস সমূহকে অস্বীকারকারীদের প্রতি আমার প্রশ্ন

অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীসের তাহকীক করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন । অন্যদিকে হাদীসের তাহকিক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ওহাবী-লা-মাযহাবীরা যার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে প্রচার করে

74 - সিলসিলাতুস সাহিহাহর ৩ নং খন্ডের ১৩৫ নং পৃষ্ঠা

75 - দেখুন সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১২/৪৮১

٧٦ - السلسلة الصحيحة 3 / 135

77 - সিলসিলাতুল আহাদিসাস সহীহাঃ খ-৩, পৃ-১৩৮

থাকে, সেই নাসিরউদ্দীন আলবানীও শবে বরাতের এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন । আবার তারই শিষ্য শুয়াইব আল আরনাউত্বও এই হাদীসটিকে সহীহ এবং তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বলেছেন । তাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতের ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই? উপরন্ত আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরও বলছি, আপনাদের সবচেয়ে বড় গণ্যমান্য ইমাম আজম! ইবনে তাইমিয়্যাও শবে বরাতের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস গুলোকে তাহকীক করেছনে এবং এর ফযীলতকে স্বীকার করেছেন । ইবনে তাইমিয়্যা তার "ইক্তিদাউস-সিরাত আল মুস্তাকীম" নামক কিতাবে বলেনঃ"

"ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة... لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر" [٧٨]

এ রাতের ফযীলতে বেশ কিছু মারফু হাদীস এবং আছার বর্ণিত আছে যা প্রমাণ করে যে এ রাতটি ফযীলতপূর্ণ । পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেন ।......... যে মতের উপর আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহু সংখ্যক বরং বেশিরভাগ আলেম রয়েছেন তা হলো এই রাতটি অন্যান্য রাতের উপর ফযীলত রাখে । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটি জানা যায় । আর যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের আমল সেসকল হাদীসকে সত্যায়ন করে, এই রাতের কিছু ফযীলত সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহতে উল্লেখিত রয়েছে তবে এ রাত সম্পর্কে কিছু জাল হাদীসও রয়েছে ।"[79]

٧٨ - اقتضاء الصراط المستقيم ٢/١٣٦-١٣٧، واختيارات البعلي ٦٥

79 - ইক্তিদাউস-সিরাত আল মুস্তাকীম:০২/১৩৬-১৩৭

ইবনে তাইমিয়্যার এ উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, তাবেঈন, তবে তাবেঈন সহ সলফে সালেহীনের অনেকেই এ রাতকে ফযীলতপূর্ণ হিসেবে রায় দিয়েছেন এবং এ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করেছেন ।

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যগ্রন্থ "তুহফাতুল আহওয়াযী" তে মুবারকপূরী বলেন,

"اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا فمنه. ..

" জেনে নাও শাবান মাসের মাঝ রাত সম্পর্কে প্রচুর হাদীস এসেছে যা একত্রে প্রমাণ করে যে বিষয়টির শরয়ী ভিত্তি রয়েছে । " পরে তিনি একের পর এক বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করে শেষে বলেনঃ

"فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء والله تعالى أعلم"(٨٠)

" অতএব এই সমস্ত হাদীস একত্রে তার বিরুদ্ধে দলীল যে দাবী করে শাবান মাসের মাঝ রাতের ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি আর আল্লাহই ভাল জানেন । "(81)

আপনারা ইবনে তাইমিয়্যা, আলবানী এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন । আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হিঃ) এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (মৃ. ৭৯৫) এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীল নির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না ইবনে বায এর মত অন্তর ও বাহির উভয় দিক থেকে অন্ধ ব্যক্তির অন্ধ মত অনুসরণযোগ্য?

শেষ কথাঃ যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন হাদীস নাও থাকত, তবে এই হাদীসটিই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল । যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকত, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় ।

٨٠- تحفة الأحوذي: ج٣ ص٣٦٦.

81 - তুহফাতুল আহওয়াযী: ০৩/৩৬৬

উপরোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন । যে রাত্রে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক । তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, যিকির-আযকার ও দুরূদ শরীফ পাঠ করে দোয়া করা, ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে । সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত, যিকির, কোরআন তিলাওয়াত ও দুরূদ শরীফ পাঠ করাও প্রমাণিত হয় ।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন । যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমসহ আরও অনেকে ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মতকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখাই তাদের মূল উদ্দেশ্য । তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা ধিক্কার জানাই ।(82)

দ্বিতীয় হাদীস

'মুসনাদে বায্যার' এ হযরত আবু বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عن أبي بكر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : قال النبي -صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى- إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ لأَخِيهِ (٨٣)

---

82 - এর জন্য দেখুন: কুরআন-হাদীছের আলোকে শবে বরাত ISLAMIC SITE. AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH

٨٣- البحر الزخار المعروف بمسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار.ط: مكتبة العلوم والحكم. سنة النشر: ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه »

আল্লাহ্ তাবারক ও তা'আলা যখন শাবানের মধ্য রজনী উপস্থিত হয় তখন পৃথিবীর আকাশে রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সকল শ্রেণীর বান্দাদের ক্ষমা করেন, একমাত্র মুশরিক ও মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীকে ছাড়া। [৮৪]

হাদীস শরীফটির হুকুমঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি সহীহের অন্তর্ভুক্ত। হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী, ইমাম তাবরানী, ইমাম উকায়লী, হাফিয আল-হাইছামী প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির সহীহ বলে ঘোষনা দিয়েছেন। [৮৫]

مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما روى محمد بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر. ص٢٧٠و
مسند عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه, رقم الحديث:80 , ص١٥٨

[৮৪] -**উক্ত হাদীসটিঃ** ১। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে ২। ইমাম উকায়লী তাঁর আদ্দুয়াফা আল কাবীর ৩। বাযযার তাঁর মুসনাদে ৪। ইমাম মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব ৫। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে ৬। ইবনে খোযাইমা তাঁর তাওহীদে সংকলন করেছেন।

[৮৫] -**হাদীসটি সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের অভিমতঃ**

প্রথম অভিমতঃ হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী (মৃঃ ৬৫৭ হিঃ) বলেনঃ বাযযার ও বাইহাকী এই হাদীস টিকে لاباس به (সনদে কোন সমস্যা নেই) সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।(তারগীব ওয়াত তারহীবঃ খ-৪, পৃ-২৩৮) উল্লেখ্য মুহাদ্দিছগণ কোনো হাদীছের ক্ষেত্রে لاباس به বলার অর্থ হাদীস টি শক্তিশালী হওয়ার প্রতি নির্দেশক।

দ্বিতীয় অভিমতঃ হাফিয আল-হাইছামী বলেনঃ হাদীস টি বাযযার বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে আব্দুল মালিক ইবনে আবিদিল মালিক নামক একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছে। ইবনু আবি হাতিম যাকে جرح و تعديل জরাহ ওয়াত তাদীল (দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনা) এ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাকে দঈফ তথা দুর্বল আখ্যা দেন নি। তাছাড়া অবশিষ্ট অন্যান্য রাবী ছিক্বাহ তথা নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বলা বাহুল্য, ইবনু আবি হাতিম যদি কোন রাবী এর দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন, তখন তার অর্থ হচ্ছে, রাবী নির্ভরযোগ্য। তাই এই দৃষ্টিকোণে উক্ত হাদীস টির সকল রাবী ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য। ঠিক ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নীরবতা অবলম্বন করার মতো। " قواعد فی علوم الحديث (ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস ঃ পৃ-৩৫৮)

তৃতীয় অভিমতঃ হাফিয ইবনু আদী আল জুরজানী (মৃঃ ৩৬৫) বলেনঃ আমি ইবনু হাম্মাদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, আব্দুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক মুসআব ইবনু আবি যিব থেকে আর তার (আব্দুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক) থেকে আমর ইবনু হারিস এর বর্ণনা করার বিষয়টি বিবেচনার বিষয়। (অতঃপর হাফিয ইবনু হাদী আল জুরজানী বলেন) আবদুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক হাদীস টির সাথে মারূফ। আমর বিন হারিস ব্যতীত উক্ত হাদীস টি আবদুল মালিক থেকে আর কেউই বর্ণনা করে নি। আর হাদীস টি এই সনদের সাথে মুনকার।

উক্ত অভিমতের পর্যালোচনাঃ ১। ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীস টির ব্যাপারে যে বলেছেন وفيه نظر তথা তার মধ্যে বিবেচনার বিষয় রয়েছে - এর দ্বারা মূল হাদীস টি সহীহ প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না। উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীছের সূত্রকে وفيه نظر বলার মূল কারণ হলো " عبد الملك بن عبد الملك " নামক

রাবী তাঁর দৃষ্টিতে দুর্বল হওয়ার দরুণ, অন্যথায় এ হাদীছের সূত্রের অন্য কোন রাবীর ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই।

আর উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, عبد الملك بن عبد الملك সম্পর্কে ইমাম আবু হাকিম দুর্বল এ জাতীয় কোন মন্তব্য করেন নি। قواعد فی علوم الحديث এর বিবরণে বুঝা গেল যে ইবনে আবি হাতিম কোন রাবীর ব্যাপারে সমালোচনা থেকে নিশ্চুপ থাকার অর্থই হলো রাবীটি নির্ভরযোগ্য ও ثقة। সুতরাং ইবনে আবি হাতিমের মতানুসারে এ হাদীস টির সূত্রের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। তাই ইমাম বুখারীর মন্তব্য এখানে অগ্রহণযোগ্য। (বিস্তারিত জানতে জরাহ ওয়াত তাদীলের কিতাব সমূহ দেখা যেতে পারে)

তদুপরী যেহেতু হাদীস টির সমর্থনে আরও অনেক হাদীস পাওয়া যায় বিধায়, যেমনঃ ক) মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , খ) আবু ছালাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , গ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , ঘ) আবু মূসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , ঙ) আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , চ) হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা প্রমুখ সাহাবীদের এর সমর্থনে হাদীস পাওয়া যায়।

হাদীসটি অতএব উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী অন্য হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে শক্তিশালী হয়ে উঠে। অতএব দঈফ বলার অবকাশ নেই। তেমনিভাবে ইবনু হাদী হাদীস টিকে মুনকার আখ্যা দেয়ার দ্বারা হাদীস টি দঈফ হয়ে যায় না। কারণ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের মতে একক রাবী এর কারণে হাসান এবং সহীহ হাদীস কেও মুনকার আখ্যা দেয়া যায়। আর ইবনু আদী প্রমুখ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের দলভুক্ত। তাই তিনি নিছক একক রাবী পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতেই হাদীস টি মুনকার বলে দিয়েছেন। সুতরাং ইবনে আদীর উক্তিতে যে মুনকার বলা হয়েছে তা মূলত মুনকার দুর্বল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমনঃ الرفع والتكميل فی الجرح والتعديل নামক গ্রন্থে রয়েছেঃ " কোন রাবী এর রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে কামিল এবং মীযান প্রভৃতিতে মুনকার শব্দ পাওয়া গেলেই তাকে তাড়াহুড়া করে দঈফ বলে রায় দিয়ে ফেলো না। কারণ তারা হাসান এবং সহীহ হাদীছেও শুধুমাত্র একক রাবী পেলেই দঈফ হিসেবে রায় দিয়ে ফেলেন। আর মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তীগণের এবং মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তীগণের وهذا حديث منكر (এটি মুনকার হাদীস) বলার মাঝে পার্থক্য করা উচিত। কারণ পূর্ববর্তীগণ অধিকাংশ সময় কেবলমাত্র একক রাবী পেলেই মুনকার এর রায় দিয়ে দেন। যদিও হাদিছটি ছিকাহ রাবী থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে পরবর্তীগণ মুনকার এর রায় এমন দুর্বল রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে প্রদান করেন যে রেওয়ায়েত ছিক্বাহ রাবী এর রেওয়ায়েতের সাথে সাংঘর্ষিক।"

উল্লেখ্য, যারা ইবনু হাদীর মতানুসারে হাদীসটিকে দঈফ বলে থাকেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, শুধুমাত্র একক রাবীর জন্যই যদি হাদীসকে দঈফ বলা হয়, তাহলে তো সিহাহ সিত্তাহ থেকে শুরু করে অনেক হাদীসগ্রন্থের অনেক সহীহ ও হাসান হাদীসও আপনাদের দৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে যাবে। মূলত মুনকার বলার ক্ষেত্রে পূর্ব যুগের মুহাদ্দসিনের রায় আর পরবর্তী মুহাদ্দিসিনের রায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই উসূলে হাদীসের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তার পর মন্তব্য করা উচিত।

চতুর্থ অভিমতঃ ইমাম উকায়লী (রহঃ) আলোচ্য হাদীস টিকে তার الضعفاءالكبير গ্রন্থের বিবরণ তুলে ধরে মন্তব্য করেন যে, পঞ্চদশ শাবান রজনীতে আল্লাহতাআলা দুনিয়ার আসমানের দিকে রহমতের দৃষ্টি দান করেন মর্মে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে لين তথা কিছু কমজুরী রয়েছে। তবে প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলার অবতরণের কথা বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মধ্য শাবানের রজনীতেও মহান আল্লাহর দুনিয়ার আসমানের দিকে রহমতের দৃষ্টি দান বিষয়টি এসব সহীহ হাদীছেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। (আদ্ দোয়াফা আল কাবীরঃ খ-১, পৃ-২৯) সুতরাং নুযুলে রবের হাদীস দ্বারা আবু বকর

তৃতীয় হাদীস

'মুসনাদে আহমদ'এ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو َنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ (৮৬)

সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস টির পূর্ণ সমর্থন পাওয়ায় হাদীস টি শক্তিশালী হয়ে উঠায় মূল হাদীস কে সহীহ বলতে হবে।

পঞ্চম অভিমতঃ ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার স্বীয় المعجم الكبير গ্রন্থে হাদীস টিকে উল্লেখ করার পর এ কিতাবের মুহাক্কিক বলেনঃ এ হাদীসটি বহু সূত্রে বর্ণিত। যারা এ ব্যাপারে অবগত আছে তাদের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে এটি সহীহ বলে সাব্যস্ত। বিশেষ করে যখন এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস " حسن لذاته " তথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। যেমনঃ হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস গুলো। (মুজামুল কাবীরঃ খ-২০, পৃ-১০৮) এতে প্রমাণিত হয় যে, শবে বরাত সম্পর্কীয় হাদীস সমূহে হযরত মুয়ায ও আবু বকর থেকে বর্ণিত হাদীস গুলো সূত্রের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে সহীহ বলে সাব্যস্ত।

সার কথাঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীস টি সহীহের অন্তর্ভুক্ত। হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী, ইমাম তাবরানী, ইমাম উকায়লী, হাফিয আল-হাইছামী প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির সহীহ হওয়াতে সত্যয়ন করেছেন।

শবে বরাতের হাদীস সমূহকে অস্বীকারকারীদের প্রতি আমার প্রশ্ন:: প্রথমত, উপরে বর্ণিত হাদীসটির সনদ নিজে থেকেই হাসান বা সহীহ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত, হাদীসটির সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীসটি সহীহের পর্যায়ে চলে আসে। অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীসের তাহকীক করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন। অন্যদিকে নাসিরউদ্দীন আলবানীও শবে বরাতের হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসকে সহীহ প্রমাণের সময় উপরোক্ত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসটি নিয়ে এসে আলোচনা করেন এবং সবার শেষে সব হাদীসের সমর্থনে সহীহ বলে রায় প্রদান করেন। (সিলসিলাতুস সাহিহাহর ৩ নং খন্ডের ১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতের ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই? উপরন্ত আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরও বলছি, আপনাদের সবচেয়ে বড় গণ্যমান্য ইমাম, ইবনে তাইমিয়্যাও শবে বরাতের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস গুলোকে তাহকীক করেছেন এবং এর ফযীলতকে স্বীকার করেছেন।

৮৬- مسند أحمد: باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. رقم الحديث: ٦٦٠٤.
مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي.ط: مكتبة القدسي. سنة النشر: ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م. كتاب الأدب:٧٤. باب ما جاء في الشحناء-٣٣. رقم الحديث: ١٢٩٥٧، ١٢٩٥٨،١٢٩٥٩،١٢٩٦٠،١٢٩٦١.١٢٩٦٢ أخرجه عبد الرزاق رقم (٧٩٢٧) ٤ / ٣١٧، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (٣٧١١) ٣ 341 /، ورقم (٣٧١٣) ٣ / ٣٤٢، وفي فضائل الأوقات رقم (١٤٩) ص٣١١. وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يطلع الله عز وجل إلى خلقة ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين:

প্রিয় নবী এরশাদ করেন, সাবানের মধ্য রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশেষ করুনার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন; কিন্তু দুই শ্রেণীর মানুষকে নয়, বিদ্বেষ পোষণকারী ও অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে। (৮৭)

এ হাদীস শরীফটির হুকুমঃ শবে বরাত সম্পর্কীয় উক্ত হাদীসটিও حسن (হাসান) হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর এ ধরণের হাদীস শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অতএব ফাযাইলে আমালের ক্ষেত্রে তো গ্রহণযোগ্য হবেই। (৮৮)

مشاحن وقاتل نفس " مسند أحمد رقم (٦٦٤٢) ٢ / ١٧٦، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨ / ٦٥ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث وبقية رجاله وثقوا، وذكره ابن الجوزي في التبصرة من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو ٢ / ٦١، وصححه الألباني في ظلال السنة رقم (٥١٢)، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (١٠٢٦)، ورقم (٢٧٦٧)، ومن حديث أبي ثعلبة الخشني رقم (٢٧٧١)، ومن حديث كثير بن مرة الحضرمي رقم (٢٧٧٠)، وفي صحيح الجامع رقم (٤٢٦٨) من حديث كثير بن مرة الحضرمي، ورقم (٧٧١(، (1898)كلاهما من حديث أبي ثعلبة الخشني، وفي ظلال السنة من حديثه رقم(511) ، ومن حيث أبي بكر الصديق رقم (٥٠٩).

৮৭ -**উক্ত হাদীসটিঃ ১।** ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ২। ইমাম মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব ৩। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪। আলবানী তার সিলসিলাতুল আহাদিসাস সহীহা সংকলন করেছেন।

৮৮ -**এ হাদীস সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের উক্তিঃ প্রথম উক্তিঃ** আল মুনযিরী হাদীস টিকে আততারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীস টি ইমাম আহমদ (রহঃ) লায়্যিন (শিথীল) সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ খ-৪, পৃ-২৩৯) **দ্বিতীয় উক্তিঃ** আল হাইসামী বলেনঃ হাদীস টি ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইবনু লাহীআহ নামক জনৈক রাবী রয়েছেন, হাদীছে তার নির্ভরযোগ্য তা দুর্বল। এছাড়া উক্ত হাদীছের অবশিষ্ট রাবীগণ নির্ভরযোগ্য । (মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮, পৃ-৬৫)

হাফিয আল হাইসামী এর এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীছের সনদে ইবনু লাহীআহ ব্যতীত অন্যান্য সকল রাবী ছিক্বাহ তথা নির্ভরযোগ্য । শুধু মাত্র ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ প্রশ্ন তুলেছেন। **ইবনু লাহীআহ'র পরিচিতিঃ** নিম্নে তার পরিচয় এবং মুহাদ্দিছদের দৃষ্টিতে হাদীস শাস্ত্রে তার অবস্থানও আলোকপাত করা হলোঃ ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে হাদীস পর্যালোচকদের মন্তব্যঃ আব্দুল্লাহ ইবনু লাহীআহ ইবনে আকবাহ ইবনু ফাআন ইবনু সাওবান আল হাদরামী হাদীস শাস্ত্রের একজন রাবী।

১। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ প্রমুখও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, যারা ইবনু লাহীআহকে দুর্বল মনে করে এই হাদীসকে দুর্বল বলে রায় দেন, তাহলে তাদের মতানুসারে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে ইবনু লাহীআহ কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসও দুর্বল হয়ে যাবে। !!

২। ইবনু সালাহ বলেনঃ ইবনু লাহীআহ বাহাত্তর জন তাবিঈর সাক্ষাত লাভ করেছেন। (দেখুনঃ ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীবঃ ৫ম খঃ পৃঃ ৩২৭-৩২৮)

৩। কোন কোন কট্টরপন্থী হাদীস বিশারদ যেমনঃ ইবনু মঈন, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমূখের মতে ইবনু লাহীআহ একজন দুর্বল রাবী। যথা এ সুবাদে ইবনু মঈন এর বক্তব্য হচ্ছেঃ " ইবনু লাহীআহ একজন দঈফ রাবী। তাঁর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না।" (দেখুনঃ সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ খ-৮, পৃ-২১; তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫, পৃ-৩৩১; মীযানুল ইতিদালঃ খ-২, পৃ-৪৭৫)

৪। আর আলী ইবনুল মাদীনী তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ " আমাকে বিশ্র ইবনুস সিররী বলেছেনঃ যদি তুমি ইবনু লাহীআহকে দেখতে তাহলে তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করতে না।" (দেখুনঃ তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫, পৃ-৩৩১; মীযানুল ইতিদালঃ খ-২, পৃ-৪৭৬)

৫। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস ইবনু লাহীআহকে ছিক্বাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনঃ ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেনঃ " অধিক হাদীস বর্ণনা, সংরক্ষণ এবং নিখুঁত হাদীছের ক্ষেত্রে মিশরে ইবনু লাহীআহ এর সমকক্ষ আর কে হতে পারে? " (সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ খ-৮, পৃ-১৩; মীযানুল ইতিদালঃ খ-২, পৃ-৪৭৭; তাযকিরাতুল হুফফাজঃ খ-১, পৃ-২৩৮)

৬। ইমাম ছওরী (রহঃ) বলেনঃ " ইবনু লাহীআহ এর কাছে রয়েছে হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি আর আমাদের কাছে রয়েছে শাখা-প্রশাখা।" (তাযকিরাতুল হুফফাজঃ খ-১, পৃ-২৩৯; তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫, পৃ-৩২৬; সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ খ-৮, পৃ-১৩)

৭। ইবনু ওহাব বলেনঃ " আল্লাহর কসম, আমাকে সৎ ও সত্যবাদী আব্দুল্লাহ ইবনু লাহীআহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।" (মীযানুল ইতিদালঃ খ-২, পৃ-৪৭৭; তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫, পৃ-৩২৬)

৮। আহমদ ইবনু সালেহ বলেনঃ " ইবনু লাহীআহ ছিক্বাহ। তাঁর বর্ণিত যেসব হাদীছে মিশ্রণ রয়েছে সেই মিশ্রণকে প্রত্যাখান করা হবে।" (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫, পৃ-৩৩১)

সারকথাঃ উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন কট্টরপন্থী মুহাদ্দিছ ইবনু লাহীআহকে দুর্বল আখ্যায়িত করলেও কিন্তু তাঁর দুর্বলতা এই পর্যায়ে নয় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীস একেবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু বহু মুহাদ্দিছ তাঁর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস কে 'হাসান' স্তরের বিবেচনা করেছেন।

যেমনঃ হাফিয হাইসামী (রহঃ) বলেনঃ "এখানে ইবনু লাহীআহ নামক একজন রাবী রয়েছে। একাধিক মুহাদ্দিছ তাঁর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-১, পৃ-১৬) অন্যত্র তিনি লিখেনঃ "হাদীস টি ইবনু লাহীআহ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। তবুও তার হাদীস হাসান।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮, পৃ-১০২)

উল্লেখ্য এ দুর্বলতা, রাবী দুর্বল হওয়ার জন্য যে দুর্বলতা লাগে তা নয়, বরং যে দুর্বলতা সহীহ হাদীস ও হাসান হাদীসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা। এজন্যই অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসকে হাসান বলেছেন।

পর্যালোচনাঃ শবে বরাত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর এর উল্লেখিত হাদীসটির সনদে ইবনু লাহীআহ থাকায় যদিও কোন কোন মুহাদ্দিছ হাদীস টিকে অনির্ভরযোগ্য হাদীস হিসেবে রায় প্রদান করেছেন। কিন্তু এ রায়টি সঠিক নয়, কারণ হাফিয হাইসামী এর উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনু লাহীআহ এর বর্ণনাকৃত হাদীস হাসান পর্যায়ের। সুতরাং শবে বরাত সম্পর্কীয় উক্ত হাদীসটিও হাসান হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর এ ধরণের হাদীস শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অতএব ফাযাইলে আমালের ক্ষেত্রে তো গ্রহণযোগ্য হবেই।

তৃতীয় উক্তিঃ নাসিরুদ্দীন আলবানীও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর এর উক্ত হাদীস টিকে হাসান হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তার ভাষায়ঃ

"هذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد, قال الهيثمي: وابن لهيعة لين الحديث و بقية رجاله وثقوا. وقال الحافظ المنذري: (৩ / ২৮৩) وإسناده لين. قلت: لكن تابعه رشدين بن سعد بن حيي به. أخرجه ابن حيويه في حديثه (৩ / ১০ / ১ (فالحديث حسن.)

. " হাদীস টি সূত্রের দিক দিয়ে অগ্রহণযোগ্য নয়"। বিশেষ করে অন্য হাদীছের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার কারণে এবং হাইছামী বলেছেনঃ ইবনু লাহীআহ অগ্রহণযোগ্য। এছাড়া হাদীস টির বাকী রাবীগণ নির্ভরযোগ্য । আর মুনযিরী বলেছেনঃ তাঁর সনদ অনির্ভরযোগ্য । আর আমি বলি, রশীদ ইবনু সাদ ইবনু হাই হাদীস টিকে সমর্থন করেছেন। ইবনু হাইওয়িয়াহ স্বীয় হাদীছে এটিকে পেশ করেছেন। সুতরাং হাদীস টি হাসান।" (সিলসিলাতুল আহাদিসাস সহীহাঃ খ-৩, পৃ-১৩৬)

চতুর্থ উক্তিঃ সময়কালের হাদীস পর্যালোচক মুহাক্কিক শায়খ যাগলূল বলেনঃ " হায়ছামী আলোচ্য হাদীস টিকে মুসনাদে আহমদ হতে বর্ণনা করে বলেন, এর সূত্রে ইবনু লাহীআহ আছেন। যিনি হাদীছের ব্যাপারে দুর্বল। অন্য সকল রাবী নির্ভরযোগ্য এবং আলবানী বলেন, হাদীস টি হাসান (তথা সহীহ) এবং ইবনু লাহীআহকে হাফেজ আসকালানী সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কাজী আল মিসরী বলেন, হাদীস টি ইবনে লাহীআহ এর দুর্বলতার কারণে সহীহের স্তরে পৌঁছেনি। বরং সেটি হাসান হিসেবে সাব্যস্ত।" (দেখুনঃ শরহে আলফিয়্যাতুল ইরাক্বীঃ খ-১, পৃ-২২০)

পঞ্চম উক্তিঃ মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত উক্ত হাদীস সম্পর্কে শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত এভাবে মন্তব্য করেনঃ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بشواهده " হাদীস টি অন্যান্য হাদীছের সহযোগিতায় সহীহের স্তরে পৌঁছেছে। সহযোগী হাদীস গুলো প্রত্যেকটি সূত্রের দিক দিয়ে সমস্যা থাকলেও সবগুলোর সমষ্টি হাদীস টিকে সহীহ ও শক্তিশালী করে তুলেছে।" (মুসনাদা আহমদঃ খ-১১, পৃ-২০৭)

সার কথাঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস টি হাসানের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসটিকে হাসান হওয়ার ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন। তাই শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত এই হাদীসটিকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

শবে বরাতের হাদীস সমূহকে অস্বীকারকারীদের প্রতি আমার প্রশ্নঃ প্রথমত, উপরে বর্ণিত হাদীসটির সনদ নিজে থেকেই হাসান পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত, হাদীসটির সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীসটি হাসান বা সহীহের পর্যায়ের। অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীসের তাহকীক করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন।

অন্যদিকে নাসিরউদ্দীন আলবানীও শবে বরাতের এই হাদীসকে হাসান বলেছেন। আবার তারই শিষ্য বর্তমান যুগের খ্যাতিমান হাদীস পর্যালোচক শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্বও এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এমনকি এ হাদীসটিকে আপনাদের সবচেয়ে বড় গণ্যমান্য ইমাম, ইবনে তায়মিয়া তদীয় ৩০২ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم ص "(ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনাকারীগণকে বিশ্বস্ত বলেছেন। তাই আপনারা ইবনে তাইমিয়্যা, আলবানী এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন । আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত?

চতুর্থ হাদীস

তিরমিযী, ইবনে মা'যা ও মুসনাদ এ আহমদ শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ -[৮৯]

শেষ কথাঃ যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন ? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীস থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাত্রে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত, যিকির, কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়। এরপরও যদি কেউ বলে থাকেন যে, এই রাতে কোন ইবাদত করা যাবে না, তাহলে তা তার নিজের মনগড়া কথা বা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামহাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মতকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এরকম একটি ফযীলতপূর্ণ রাত পেয়েও যে ইবাদতে কাটাতে পারল না, সে চরম দুর্ভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়।

[৮৯]- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ط: دار الكتب العلمية. كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. رقم الحديث: ٧٣٩. ص١١٧# سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ط: المكتبة العلمية. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ورقمه:٤٤٤/ ٤٤٥. رقم الحديث: ١٣٨٨،١٣٨٩،١٣٩٠. ص١١٦# مسند الإمام أحمد:أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. ط: دار إحياء التراث العربي، سنة النشر: ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م. مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. رقم الحديث: ٢٥٤٨٧# المصنف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, دار الفكر, سنة النشر: ١٤١٤هـ/١٩٩٤م. كتاب الدعاء، باب ليله النصف من شعبان وما يغفر فيها من الذنوب، وقمه:١٥٠، رقم الحديث: ٤٣٣٥ أخرجه ابن ماجه رقم (١٣٨٩ 444 / 1 (، والترمذي رقم (٧٣٩) ٣ / ١١٦وقال:حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة لم يسمع من

তিনি বলেন, "এক রজনীতে আমি প্রিয়নবীকে বিছানায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ফলে তাঁকে খোঁজার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখি তিনি জান্নাতুল বক্বীতে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে দিয়ে দোয়ারত আছেন। আমাকে দেখে হুযূর করীম বললেন, তুমি কি এ ভয় করছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অন্যায় করবেন? আমি বললাম, এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আপনার অন্য কোন স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ করেছেন। তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শাবানের মধ্য রজনীতে প্রথমাকাশের দিকে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দান করেন এবং 'কলব' গোত্রের ভেড়া-ছাগলের পশমেরও অধিক পরিমাণ গুনাহগারকে ক্ষমা করেন।[৯০]

এ হাদীস শরীফটির হুকুম: হাদীসটি حسن صحيح لغيره (হাসান) যা সহীহ লিগায়রিহী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম সুয়ূতী তদীয় 'জামিউস সগীর' গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৯১]

يحيى بن أبي كثير، وأحمد رقم (٢٦٠٦٠) ٦ / ٢٣٨، وعبد بن حميد رقم (١٥٠٩) ١ / ٤٣٧، وإسحاق بن راهويه رقم (٨٥٠) ٢ / ٣٢٦ – ٣٢٧، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (٣٨٢٤ – 3825) 3 / 379، وفي فضائل الأوقات رقم (٢٨) ص١٣٠- ١٣٢، وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية رقم (١٧٦) ٣ / ٢٢٥- ٢٢٦، وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٩١٥) ٢ / ٥٥٦، ورقم (٩١٩) ٢ / ٥٥٩ – ٥٦٠. تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 2633 / ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (٧٦٤) ٣ / ٤٤٨، والطوسي في مختصر الأحكام رقم (٦٨٤٦١) ٣ / ٣٨٧، والفاكهي في أخبار مكة رقم (١٨٣٩85 / 3 (، ومحمد بن أحمد اللخمي في مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر رقم (٩ (ص٧٦، سنن ابن ماجه رقم (١٣٨٩) ١ / ٤٤٤، وفي ضعيف الجامع رقم (٦٥٤)، (١٥٠١)، (١٧٦١)

[৯০] -**উক্ত হাদীসটিঃ ১**। ইমাম তিরমিযী তাঁর তিরমিযী শরীফে ২। ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে ৩। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে ৪। ইমাম ইবনে আবী শাইবাহ তাঁর মুসান্নাফে ৫। ইমাম বগবী তাঁর শরহেস সুন্নাহয় ৬। ইবনে আহমদ তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন।

[৯১] -হাদীস টির সনদের অবস্থানঃ প্রথম উক্তিঃ ইমাম তিরমিযী(রহঃ)হাদীস টির সনদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ

قال الترمذي: " حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعتُ محمداً (يعني: البخاري) يُضعّفُ هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من يحيى"

" হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর হাদীস টি আমরা শুধুমাত্র হাজ্জাজ এর সূত্রে পাই। আর আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি হাদীস টিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর উরওয়া থেকে হাদীস টি শ্রবণ করেননি। আর হাজ্জাজও ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ করেননি।"

ইমাম তিরমিযীর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী(রহঃ)হাদীস টিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু হাদীসের সনদে দুই জায়গাতে ইনক্বিতা (রাবীর সাথে সাক্ষাত না হওয়া বা রেওয়ায়েত শ্রবণ না করা) পাওয়া গেছে। আর তা এভাবে যে, প্রথমত হাজ্জাজ ইবনু আরতাত ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর থেকে হাদীস টি শুনেননি। দ্বিতীয়ত, ইয়াহইয়া নিজে উরওয়াহ থেকে হাদীস টি শ্রবণ করেন নি।

উক্ত উক্তির পর্যালোচনাঃ ইমাম বুখারী (রহঃ)এর উক্ত মতামতের ব্যাপারে বক্তব্য হলো: হাজ্জাজ যে ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ করেননি এই ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই, তবে ইয়াহইয়া যে উরওয়া থেকে শ্রবণ করেননি, এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা নয়। কারণ, ইবনু মঈন প্রমূখ প্রমাণ করেছেন যে, উরওয়া থেকে ইয়াহইয়া শ্রবণ করেছেন। যেমনঃ আল্লামা যুরকানী বলেনঃ " হাজ্জাজ ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ না করার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। কিন্তু ইয়াহইয়া উরওয়া থেকে শ্রবণ করার বিষয়টিও আবু যুরআহ ও আবু হাতিম প্রত্যাখান করেছেন। আর ইবনু মঈন তা প্রমাণ করেছেন। প্রত্যাখানের চেয়ে প্রমাণই অগ্রগণ্য।" (মারিফুস সুনান, ইউসুফ বিননুরীঃ খ-৫, পৃ-৪২০)

আমরা যখন কোন কিছুর প্রমাণ পাই না, তখন তাকে ঠিক মনে করি না; কিন্তু এরপর যখন প্রমাণ পাই, তখন তা সঠিক বলে রায় দিই। এখানেও একই ঘটনা ঘটেছে, আবু যুরআহ ও আবু হাতিম প্রমাণ পান নি বলে তা গ্রহণ করেন নি; কিন্তু ইবনু মঈন প্রমাণ পেয়েছেন তাই গ্রহণ করেছেন। যেহেতু আমাদের কাছে এখন প্রমাণ আছে, অতএব আমাদেরকে প্রমাণটিই গ্রহণ করতে হবে।

অতএব উক্ত ব্যখ্যার আলোকে ইনক্বিতা কেবল এক জায়গাতে থাকে। পরন্ত হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিছীনের মতে এ ধরণের ইনক্বিতা মূল হাদীস প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। যেহেতু তার অন্য রাবীগণতো ছিক্বাহ। অন্য হাদীছের মাধ্যমে তার সমর্থনও বিদ্যমান। এই কারণেই ইবনু হিব্বান তার সহীহ নামক গ্রন্থে হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এই হাদীস টি হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যেমনঃ শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাতে এসেছেঃ " শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে। অধিকাংশরা সেগুলোকে দঈফ বিবেচনা করছেন। ইবনু হিব্বান কয়েকটিকে সহীহ বলেছেন। কিছু হাদীস কে উদারতা প্রদর্শন পূর্বক সহীহ বলেছেন। আর কিছু হাদীস হাসান হলেও সহীহ বলে দিয়েছেন এবং নিজ সহীহ নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। কেননা উভয়টি দ্বারা (সহীহ ও হাসান) দলীল পেশ করা যায়। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বর্ণিত উক্ত হাদীস টিও এ ধরনেরই।" (শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাতঃ খ-৭, পৃ-৪৪১)

এমনকি হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর এই হাদীস টি ইমাম তিরমিযী ছাড়াও ক) ইমাম ইবনু মাযাহ তাঁর সুনান-এ. খ) ইমাম ইবনু আবি শাইবাহ তাঁর মুসান্নফ-এ. গ) ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ এ. ঘ) ইমাম বায়হাকী শুআবুল ঈমান ও ফাযাইলে আওক্বাত অধ্যায়-এ এবং ঙ) ইমাম বগভী তাঁর শরহুস সুন্নাহ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এসব বড় বড় মুহাদ্দিছের মধ্য থেকে কেউই হাদীস টি জাল বলেন নি কিংবা অত্যাধিক দুর্বলও বলেননি বরং হাদীস টির সনদের সমস্ত রাবী ছিক্বাহ এবং অন্য আরও হাদীছের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীস টি শক্তিশালী হয়ে যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে হাদীস টি হাসান এবং সহীহ লিগাইরিহী এর স্তরের।

দ্বিতীয় উক্তিঃ মুসনাদে আহমদের মুহাক্কিক হামযা আহমদ আয যায়্যান উক্ত হাদীস সম্পর্কে পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন اسناده حسن হাদীছের সূত্র হাসানের স্তরের। (দেখুনঃ মুসনাদে আহমদের টীকা)

তৃতীয় উক্তিঃ ইমাম বায়হাকী (রহঃ) উক্ত হাদীস টি সংকলন করার পর বলেনঃ " এ হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে হযরত আয়শা, আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত আবু মূসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ। সুতরাং আলোচ্য হাদীস টি এসকল হাদীছের সমর্থনে সহীহ বলে সাব্যস্ত। তাই হামজা আহমদ আযযায়্যান হাদীস টিকে اسناده حسن বলে মন্তব্য করেছেন।"

পঞ্চম হাদীস

'সুনানে ইবনে মাযাতে হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. (٩٢)

তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শাবানের মধ্য রজনীতে রহমত ভরা দৃষ্টিতে

সার কথাঃ হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপরোক্ত হাদীসটিতে এক জায়গায় ইনতিক্বা পাওয়া যায় আর অনেক বড় বড় ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিসীনের কাছে এ ধরণের ইনতিক্বা মূল হাদীস প্রমাণের ক্ষেত্রে অন্তরায় নয় যদি হাদীসের অন্য রাবীগণ ছিক্বাহ হন। আলবানী নিজেও এই হাদীসের সমস্ত রাবীকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (সিলসিলাতুস আহাদিসা সহীহা) অতএব, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম সুয়ূতী তদীয় 'জামিউস সগীর' গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, এ হাদীসের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এর সমর্থনে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। যেমনঃ আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সহীহ হাদীস, হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সহীহ হাদীস, হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাসান হাদীস। এমনকি খোদ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকেই বিভিন্ন সূত্রে হাদীছের বিভিন্ন কিতাবেই এই হাদীস টি বর্ণিত আছে। তাই সবকিছু একত্রে করে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। ইমাম বায়হাকী, আল্লামা যুরকানী, ইমাম সুয়ুতী, ইমাম ইবনু হিব্বান, শায়খ হামযা আহমদ আয যায়্যান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস টির হাসান হওয়াতে সত্যায়ন করেছেন।

তৃতীয়ত, এরপরও যদি কেউ হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করতে চান, তবুও এই হাদীস টি গ্রহণ করা যাবে। কারণ ফাজায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায়, এতে ইমামগণের ইজমা রয়েছে।

[٩٢] - سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ط: المكتبة العلمية. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ورقمه:٤٤٤/ 445 . رقم الحديث:1388 ،1389،1390. ص١١٦# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني.ط: بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. من الطبقة الأولى من التابعين » مكحول الشامي » ذكر من أسند عنهم من الصحابة والأحاديث الغريبة المسندة من طريقه# المصنف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, دار الفكر, سنة النشر: ١٤١٤هـ/١٩٩٤م. كتاب الدعاء، باب ليله النصف من شعبان وما يغفر فيها من الذنوب، وقمه:150، رقم الحديث:4335 أخرجه ابن ماجة رقم (١٣٩٠) ١ / ٤٤٥، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق رقم (٢٢٣٦) ١٨ / ٣٢٦، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة من حديث أبي موسى رقم (٧٦٣) ٣ / ٤٤٧، والدارمي في الرد على الجهمية رقم (136) ص٨١ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ٣ / ٢٦٥، والهيثمي في مجمع الزوائد ٨ / ٦٥، و البوصيري في مصباح الزجاجة رقم (٤٩٤) ٢ /١٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم (١٣٩٠) ١ / ٤٤٥، وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم86 / 4 (1563) ، ورقم (١١٤٤) ٣ / ١٣٥، وفي صحيح الجامع رقم (١٨١٩(، وفي ظلال السنة رقم (٥١٠)،

গুনাহগারদের দিকে তাকান, ফলে সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন, একমাত্র মুশরিক ও অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতিরেকে।[৯৩]

এ হাদীস শরীফটির হুকুমঃ হাদীসটি حسن (হাসান)[৯৪]

---

[৯৩] -**উক্ত হাদীসটিঃ ১** । ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে ২ । ইমাম বায়হাকী তাঁর ফাযায়িলুল আওক্বাতে ৩ । ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে ৪ । বাযযার তাঁর মুসনাদে ৫ । ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ৬ । ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে ৭ । ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে ৮ । ইমাম তাবরানী তাঁর কাবীরে সংকলন করেছেন ।

[৯৪] -**উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনাঃ ১** । উক্ত হাদীস ইমাম ইবনু মাজাহ রাশিদ ইবনু সাঈদ ইবনু রাশিদ আররামালী থেকে বর্ণনা করেছেন। যাঁর সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)বলেনঃ " দশম স্তরের একজন সত্যবাদী রাবী । " (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৩, পৃ-১৯৬) ২ । ওলীদ ইবনু মুসলিম আল কারশী । যাঁর সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেনঃ " তিনি একজন ছিক্বাহ রাবী । মুদাল্লাস রেওয়ায়েত অধিক করেছেন । " (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-২, পৃ-২৮৯; খ-১১, পৃ-১৩৪) ইবনু সাআদ তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ " ওলীদ একজন নির্ভরযোগ্য অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন । " (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১১, পৃ-১৩৪) ৩ । ابن لهيعة ইবনু লাহীআহ । যার সম্পর্কে হাফিয হাইসামী এর বরাতে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর হাদীস হাসান । ৪ । ضحاك بن الايمن দাহহাক ইবনু আইমান । হাফিয ইবনু হাজার এবং হাফেজ জাহাবী বলেন তিনি মাজহুল অর্থাৎ অজ্ঞাত । (তাহযীবুত তাহযীব; মীযানুল ইতিদাল) ৫ । দাহহাক ইবনু আবদির রাহমান আরযাব । হাফিয ইবনু হাজার, হাফিয আজালী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী । (তাহজীবুত তাহজীব) ৬ । আবু মূসা আল আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিনি একজন জলীলুল ক্বদর সাহাবী ।

হাদীসটির অবস্থানঃ উল্লেখিত পর্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীছের সনদে শুধু মাত্র একজন রাবী অর্থাৎ দাহহাক ইবনু আইমান মাজহূল তথা অপরিচিত । এছাড়া অবশিষ্ট সকল রাবী নির্ভরযোগ্য । আর ইবনু লাহীআর হাদীস হাসান স্তরের । এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন রাবী এর পরিচয় জানা না থাকলে মূল হাদীস প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে না । কারণ এই হাদীছের অনুকূলে ও সমর্থনে আরও হাদীস তো অবশ্যই পাওয়া যায় । আর আমরা শুরুতে একথা বলে আসছিলাম যে, দঈফ রেওয়ায়েত যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, তাহলে 'হাসান' স্তরে উন্নীত হয় ।

এ জন্যই নাসির উদ্দীন আলবানী আবু মূসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস কে صحيح سنن ابن ماجه গ্রন্থে হাসান হিসেবে প্রমাণিত করেছেন । (দেখুনঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, আলবানীঃ খ- ১, পৃ-২৩৩)

সার কথাঃ হযরত আবু মূসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে একজন অজ্ঞাত রাবী আছেন । কিন্তু যেহেতু এই হাদীছের সমর্থনে হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শক্তিশালী সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে, তাই উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসটি দুর্বল হবে নয়, বরং হাসান । এজন্যই নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং তাঁর সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহতে উল্লেখ করে প্রমাণও করেছেন ।

ষষ্ঠ হাদীস

অনুরূপভাবে 'মুজাম আল কাবীর' এ আবু ছা'লাবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ " [৯৫]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহস্বীয় বান্দাদের প্রতি শাবানের মধ্য রজনীতে করুণা ভরা হৃদয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকান, ফলে মুমিনদের ক্ষমা করে দেন এবং কাফিরদেরকে ইমান আনার সুযোগ দেন, আর হিংসুকদেরকে তাদের হিংসার মাঝে ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা তাদের হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করে ।[৯৬]

এ হাদীস শরীফটির হুকুম:এই হাদীসের সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন, তিনি ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ ছিক্বাহ । এই দৃষ্টিকোণে যদিও হাদীসটি দুর্বল । কিন্তু তার সমর্থনে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সহীহ হাদীস সহ আরও হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসটি আর দুর্বল থাকে না । বরং হাদীসটি অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । حديث ضعيف صحيح بشواهده [৯৭]

---

[৯৫] - المعجم الكبير: باب اللام ألف، لاشومة بن جرثوم أبو ثعلبة الخشني، ما أسند أبو ثعلبة، حبيب بن المهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة. رقم الحديث: ٢٢٣. ص٥٩٠

[৯৬] -**উক্ত হাদীসটিঃ ১** । ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান ২ । ইমাম তাবরানী তাঁর কাবীর ৩ । ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে সংকলন করেছেন ।

[৯৭] -**উক্ত হাদীছের সনদ পর্যালোচনাঃ প্রথম উক্তিঃ** হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী হাদীস টিকে বর্ণনা করার পর বলেনঃ " ইমাম বায়হাকী(রহঃ)বলেছেনঃ এই হাদীছের সনদে মাকহূল এবং আবু ছা'লাবাহ এর মাঝখানে ইরসাল (রাবী এর বিলুপ্তি) রয়েছে । " আর হানাফী ও মালেকী মুহাদ্দিছদের মতে মুরসাল হাদীস সহীহ এবং প্রমাণ পেশ করার যোগ্য । এ হাদীছের সূত্রে একজন রাবী রয়েছেন, আল আহওয়াজ ইবনু হাকীম ।

দ্বিতীয় উক্তিঃ তাঁর ব্যাপারে হাফেজ হায়ছামী মন্তব্য করেন এভাবেঃ হাফিয হাইছামী বলেনঃ উক্ত হাদীস তাবরানী বর্ণনা করেছেন । তার সনদে আহওয়াস ইবনু হাকীম নামক একজন রাবী আছেন । তিনি দুর্বল । (মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮, পৃ-৬৫)

তৃতীয় উক্তিঃ অন্য দিকে তার ব্যাপারে শায়খে বুখারী আলী ইবনু মাদীনী বলেনঃ والاحوص ثقة আহওয়াস নির্ভরযোগ্য । (তাহযীবুল কামাল)

সপ্তম হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামইরশাদ করেছেন,

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا كان ليلة النصف من شعبان، يغفر الله لعباده، إلا لمشرك أو مشاحن] (٩٨)

শাবানের পনের তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা মুশরিক এবং বিদ্বেষী ছাড়া সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।(৯৯)

চতুর্থ উক্তিঃ সর্বাধিক উত্তম মন্তব্য করলেন ইমাম দারাকুতনী (রহঃ)। তিনি বলেনঃ والاحوص يعتبر اذا حدث عنه ثقة আহওয়াস হতে যখন নির্ভরযোগ্য রাবী রেওয়ায়েত নিবেন তখন সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং এখানে আহওয়াস থেকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান আল মোহারেবী নামক রাবী যিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। কাজেই আহওয়াসের কারণে আলোচ্য হাদীছের সূত্রকে দুর্বল বলার কোন অবকাশ নেই। সূত্রের অন্যান্য রাবীগণ ছিক্বাহ। তবে এ সূত্রের মধ্যে মাকহূল রাবী এবং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী উভয়ের মাঝে একজন রাবী বিলুপ্ত। অথাৎ রেওয়াতটি মুরসাল। এছাড়া অন্য কোন সমস্যা এ সূত্রে নেই। এ ধরণের হাদীছের সমর্থনে আরও হাদীস বিদ্যমান থাকায় হাদীস টি সহীহ বলে বিবেচ্য। নূন্যতম হাদীস টি মুরসাল যা হানাফী ও মালেকী মুহাদ্দিছদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত।

সারকথাঃ হাফিয হাইছামী এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এই হাদীছের সনদে একজন দুর্বল রাবী আছে, তিনি ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ ছিক্বাহ। এই দৃষ্টিকোণে যদিও হাদীস টি দুর্বল। কিন্তু তার সমর্থনে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সহীহ হাদীস সহ আরও হাদীস থাকায় উসূলে হাদীছের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীস টি আর দুর্বল থাকে না।

শবে বরাতের হাদীস সমূহকে অস্বীকারকারীদের প্রতি আমার প্রশ্নঃ প্রথমত, উপরে বর্ণিত তিনটি হাদীসের প্রথমটির সনদ হাসান পর্যায়ের, আর বাকী দুইটি কিছুটা দুর্বল। দ্বিতীয়ত, হাদীস গুলোর সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীস গুলো হাসান বা সহীহের পর্যায়ে চলে আসে। তৃতীয়ত, হাদীসগুলো কিছুটা দুর্বল হলেও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য।

এটি উসূলে হাদীসের অন্যতম একটি নীতিমালা। অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীসগুলোর তাহকীক করেছেন এবং এগুলোকে সামষ্টিকভাবে হাসান বলে রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে নাসিরউদ্দীন আলবানীও উপরে বর্ণিত শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ক হাদীসগুলোর একটিকে হাসান বলেছেন।

৯৮- مسند البزار: ج١ص١٥٧، قال الهيثمي: رواه البزار وفيه هشام بن عبدالرحمن ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ينظر مجمع الزوائد: (٨/ ١٢٦), كشف الأستار ٢/٤٣٥-٣٣٦)

৯৯ -উক্ত হাদীসটিঃ ১। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২। বাযযার তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন।

এ হাদীস শরীফটির হুকুমঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটিকে একজন রাবীর দুর্বলতার জন্য অনেক মুহাদ্দিসীনগণ একক ভাবে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী কোন দুর্বল হাদীসের সমর্থনে জন্য অন্য হাদীস থাকে, তাহলে ঐ হাদীসটি আর দুর্বল থাকে না। তখন দুর্বল হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়, আর তা বর্ণনাও করা যায়। তাই এ হাদীস শরীফটিঃ অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে صحيح بشواهده এর পর্যায়ের।(১০০)

---

১০০ -প্রথম মন্তব্যঃ এই হাদীস সম্পর্কে হাফিয হাইছামী বলেনঃ قال الهيثمي ١٢٦/٨: رواه البزار وفيه هشام بن عبد الرحمن ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. " বাযযার তাঁর মুসনাদে এই হাদীস টি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে হিশাম ইবনু আবদির রহমান নামক একজন রাবী আছেন। তাঁর পরিচয় আমি জানি না। এছাড়া অন্যান্য সকল রাবী ছিক্বাহ।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮, পৃ-৬৫) **দ্বিতীয় মন্তব্যঃ** মাজমাউয যাওয়াদের মুহাক্কিক উক্ত হাদীছে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ " এই হাদীস টিকে হিশামের সমর্থন যোগায় মত কেউ বর্ণনা করেন নি এবং হিশাম থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে গালিব হাদীস টি নিয়েছেন। ইবনু গালিব একজন নিভুরশীল রাবী।" **তৃতীয় মন্তব্যঃ** হাদীস পর্যালোচক শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্ব এ হাদীছের ব্যাপারে মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের টীকায় আব্দুল্লাহ বিন আমরের সূত্রে হাদীস টিকে উদ্ধৃত করার পর বলেনঃ حديث صحيح بشواهده অর্থাৎ অন্যান্য হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় এ হাদীস টি সহীহ বলে সাব্যস্ত।

অতঃপর তিনি হাদীস টির সমর্থনে আরও সাতটি হাদীস পেশ করেন। এর মধ্যে ষষ্ঠ হাদীস টি হলো আলোচ্য হাদীস টি। অবশেষে তিনি আবু হোরায়রার উক্ত হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ " এসব সমর্থিত হাদীস গুলোর প্রত্যেকটির সূত্রে কিছুটা অসুবিধা থাকলেও সব হাদীছের সমষ্টি দ্বারা মূল হাদীস টি সহীহ ও শক্তিশালী হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। অতএব আলোচ্য আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আলোচ্য হাদীস অন্যান্য হাদীছের সমর্থন পাওয়ায় সহীহ বলে সাব্যস্ত।" (মুসনাদে আহমদঃ খ-১১, পৃ-৩১৬)

সার কথাঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটিকে একজন রাবীর দুর্বলতার জন্য অনেক মুহাদ্দিসীনগণ একক ভাবে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী কোন দুর্বল হাদীসের সমর্থনে জন্য অন্য হাদীস থাকে, তাহলে ঐ হাদীসটি আর দুর্বল থাকে না। তখন দুর্বল হাদীসটি হাসান পর্যায়ে চলে যায় আর তা বর্ণনাও করা যায়।

আর এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীসটির সমর্থনে আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সহীহ হাদীস, হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সহীহ হাদীস, হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাসান হাদীস সহ মোট ৮ টি হাদীস পাওয়া যায়। তাই হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী এটি আর দুর্বল থাকবে না, বরং সমষ্টিগত ভাবে সহীহ বা হাসান হয়ে যাবে। তাই তো নাসিরুদ্দীন আলবানী এর বিশিষ্ট শিষ্য শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্ব উক্ত হাদীসটিকে সহীহ ও শক্তিশালী বলেছেন। উপরন্তু ফাযায়েলে আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য, এতে ইমামদের ইজমা রয়েছে। তাই এ হাদীসকে বাতিল বলার কোন অবকাশ নেই।

অষ্টম হাদীস

হযরত আউফ ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

عَنْ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ] (١٠١)

আল্লাহ তাতালা শা'বান মাসের পনের তারিখ দিবাগত রজনীতে নিজ সৃষ্টিজীবের উপর বিশেষ রহমত প্রকাশ করেন। তাই মুশরিক ও হিংসাকাতর লোক ব্যতীত সকলকে তিনি ক্ষমা করে দেন।(১০২)

এ হাদীস শরীফটির হুকুমঃ যেহেতু হাদীসটি আরও অন্যান্য হাদীসের সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছে, সুতরাং হাদীসটি প্রমাণিত বলা যায়। এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য থাকলেও সবগুলো হাদীস পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে সহীহ ও শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত।(১০৩)

١٠١- حديث عوف بن مالك، فيرويه ابن لهيعة عن عبدالرحمن ابن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عنه. أخرجه أبو محمد الجوهري في المجلس السابع والبزار في مسنده (ص٢٤٥) وقال: (إسناده ضعيف). قلت: وعلته عبدالرحمن هذا، وبه أعله الهيثمي فقال: (وثقه أحمد بن صالح، وضعفه جمهور الأئمة، وابن لهيعة لين، وبقية رجاله ثقات). قلت: وخالفه مكحول فرواه عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً. رواه البيهقي وقال: (وهذا مرسل جيد). كما قال المنذري. وأخرجه اللالكائي (١/١٠٢/١) عن عطاء بن يسار ومكحول والفضل بن فضالة بأسانيد مختلفة عنهم موقوفاً عليهم، ومثل ذلك في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي. وقد قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف (ص١٤٣): (وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة، وقد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في صحيحه، ومن أمثلها حديث عائشة قالت: [فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم...] الحديث.

১০২ -**উক্ত হাদীসটিঃ** ১। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২। বাযযার তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন।

১০৩ -**হাদীস টির অবস্থান পর্যালোচনাঃ** উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে হাফিয হাইছামী বলেনঃ

أخرجه البزار في مسنده (ص২৪৫) وقال: (إسناده ضعيف). قلت: وعلته عبدالرحمن هذا، وبه أعله الهيثمي فقال: (وثقه أحمد بن صالح، وضعفه جمهور الأئمة، وابن لهيعة لين، وبقية رجاله ثقات.

" বাযযার হাদীস টি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আনআম রয়েছে। যাকে আহমদ ইবনু সালিহ ছিক্বাহ বলেছেন। অথচ অধিকাংশ ইমাম তাকে দুর্বল বলেছেন। আর ইবনু লাহীআহ অনির্ভরযোগ্য। অন্যরা সব ছিক্বাহ তথা নির্ভরযোগ্য।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮, পৃ-৬৫)

নবম হাদীস

কাসীর ইবনু মুররাহ আল হাযরামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى خَلْقِهِ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُشْرِكًا أَوْ مُصَارِمًا . (١٠٤)

আল্লাহ তা'আলা শাবানের পনের তারিখ রাত্রি নিজ সৃষ্টির উপর বিশেষ রহমত প্রকাশ করতঃ মুশরিক এবং হিংসাপরায়ণ লোক ছাড়া অন্যান্য সকলের গুনাহ মাফ করে দেন।(১০৫)

সারকথাঃ উপরোক্ত পর্যালোচকদের মন্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে, উক্ত হাদীছে কেবল মাত্র একজন রাবী দুর্বল। আর ইবনু লাহী'আহ অনির্ভরযোগ্য হলেও অগ্রহণযোগ্য নয় কারণ তাঁর হাদীস তো হাসান। এছাড়া অবশিষ্ট সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। উল্লেখ্য, ইবনু লাহী'আহ সম্পর্কে যে দুর্বলতার কথা উল্লেখ রয়েছে, তা সহীহ ও হাসান হাদীছের মধ্যে পার্থক্যকারী দুর্বলতা, দুর্বল হাদীস হওয়ার জন্য যে দুর্বলতা, তা নয়। যা আগেই প্রমাণ করা এহয়েছে।

যেহেতু হাদীস টি আরও অন্যান্য হাদীছের সহযোগিতা ও সমর্থন পাচ্ছে, সুতরাং হাদীস টি প্রমাণিত বলা যায়। উপরন্ত শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্ব মুসনাদে আহমদের টীকায় শবেবরাত সম্পর্কিত হাদীস এর সমর্থনকারী হাদীস আখ্যা দিয়ে মোট সাতটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীস টি সপ্তম নম্বরে এনেছেন। অতঃপর তিনি হাদীস গুলোর উপর যে মন্তব্য করেছেন তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এসব হাদীছের সনদের ব্যাপারে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য থাকলেও সবগুলো হাদীস পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে সহীহ ও শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত।

শবে বরাতের হাদীস সমূহকে অস্বীকারকারীদের প্রতি আমার প্রশ্নঃ উপরে বর্ণিত দুটি হাদীসেরই সনদের দিক থেকে কিছুটা দুর্বলতা দেখা যায়। কিন্তু হাদীস গুলোর সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীস গুলো হাসান বা সহীহের পর্যায়ে চলে আসে। তৃতীয়ত, হাদীসগুলো কিছুটা দুর্বল হলেও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এটি উসূলে হাদীসের অন্যতম একটি নীতিমালা।

অন্যদিকে নাসিরউদ্দীন আলবানীও হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীছের পৃষ্টপোষকতায় হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং একে অপরের সমর্থনে হাদীসকে সহীহ বলেছেন। পাশাপাশি তার অন্যতম শিষ্য শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্বও উপরে বর্ণিত শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ক হাদীসগুলোকে একটিকে সহীহ বা হাসান বলেছেন।

١٠٤- رواه ابن أبي شيبة ١٠٨/٦ بلفظ: (إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها الذنوب إلا لمشرك او مشاحن) اه ورواه عبد الرزاق موقوفا ٣١٦/٤. قال المنذري: رواه البيهقي وقال هذا مرسل جيد. مسند الحارث ١/ ٤٢٣:) على أن كثير بن مرة قيل عنه إنه صحابي

এ হাদীস শরীফটির হুকুমঃ হাদীসটি মুরসাল, তবে গ্রহণযোগ্য, উত্তম মুরসাল। মুরসাল হানাফী ও মালেকীদের নিকট এমনিতেই গ্রহণযোগ্য, جيد (উত্তম) হলে তো আরও ভাল কথা। তাছাড়া এ হাদীসটি বহু হাদীসের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও আমলের ক্ষেত্রে সঠিক বলে সাব্যস্ত।

حديث صحيح بشواهده و اسناده مرسل جيد [১০৬]

---

[১০৫] -উক্ত হাদীস টি ১। ইবনে আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ ২। হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ ৩। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান ৪। হাফেয মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীবে সংকলন করেছেন।

[১০৬] -**মুরসাল হাদীস** ঃ মুরসাল হাদীস হল সেসব রেওয়ায়েত যেখানে একজন তাবেঈ সরাসরি রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকোন কর্ম বা উক্তির বর্ণনা দেন, অর্থাৎ কোন সাহাবা থেকে তিনি শুনেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি। শবেবরাত সম্পর্কে কোন কোন হাদীস মুরসাল (مرسل) পাওয়া যায়। আর হানাফী মাযহাবসহ বহু ইমামগনের মতে মুরসাল হাদীস সহীহ এবং শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এখানে আমরা সংক্ষেপে মুরসাল হাদীস দলীল হওয়ার পক্ষে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করব।

ইমাম মালিক (রহঃ) এবং মালিকি মাযহাবের সকল প্রসিদ্ধ ফকীহগণের মত হল, নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুরসাল হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর আমল করা যাবে। (তাজরীদ আল তামহীদ লিমা ফি আল মুয়াত্তা মিনাল আসানিদ, ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল বার, কায়রো, ১৩৫০, ১:২) তাদের কেউ কেউ আবার মুরসাল হাদীসকে মুসনাদ হাদীসের চেয়ে উত্তমও বলেছেন। **ইমাম আবু হানিফা**(রহঃ)ও ইমাম মালিকের মতই মুরসাল হাদীসকে সহীহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, চাই এর সমর্থনে অন্য কোন সহীহ হাদীস থাকুক বা না থাকুক।(ইমাম সুয়ূতী) **ইমাম শাফিঈ** (রহঃ) মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাঁর কিতাব " আল রিসালাহ " তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং কিছু শর্ত দিয়েছেন। সেগুলো হলঃ ক.) এর সমর্থনে অন্য সনদে মুসনাদ হাদীস থাকতে হবে অথবা মুরসাল হাদীসের বক্তব্যের সাথে অধিকাংশ স্কলারদের মতের মিল থাকতে হবে। খ.) আর যে রাবী মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে উত্তম তাবেঈ হতে হবে। (আল রিসালাহ, ইমাম শাফী, আহমদ শাখির এর সংস্করণ, কায়রো, ১৩৫৮/১৯৪০, পৃঃ৪৬১-৪৭০) **ইমাম আহমদ বিন হাম্বল** (রহঃ) মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেছেন যদি তার বিপরীতে কোন কিছুই পাওয়া না যায় এবং তিনি কিয়াসের চেয়ে মুরসাল হাদীসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। (ইলাম আল মুয়াক্কিন, -اعلام الموقعين- ইবনুল কায়্যিম, দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুল ফিকর, বায়রুত, ১৩৯৭/১৯৭৭, ১/৩১) এজন্যই আল্লামা ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ " মুরসাল হাদীস কে ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহীহ্ এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন।" (তাকরীবু লিন নববীঃ খ-১, পৃ-১৯৮) **আল্লামা সাইফুদ্দীন আল আমেদী** (রহঃ)বলেনঃ " মুরসাল হাদীস এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী উক্ত হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।"(আল আহকাম ফি উসূলিল আহকামঃ খ-২, পৃ-১৭৭) **আবু দাউদ** (রহঃ) এর মতেও মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য, শর্ত হল, ঐ বিষয়ে কোন মুসনাদ হাদীস পাওয়া যাবে না, আর যদি যাই তাহলে তা মুরসাল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। (সুরুত আল আইম্মাহ আল খামসাহ, আল হাজিমি, আল কাউসারী সংস্করণ, কায়রো, পৃ - ৪৫) **খতীব আল বাগদাদী** (রহঃ)ও মুরসাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন যদি তা উত্তম তাবেঈ থেকে বর্ণিত হয়

অথবা তার সমর্থনে মুসনাদ হাদীস পাওয়া যায়।(আল কিফায়া ফি ইলম আল রিওয়ায়াহ, খতীব বাগদাদী, হায়দারাবাদ, ১৩৫৭, পৃ - ৩৮৭) **ইবনে তাইমিয়্যা**ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে ইরসাল করা হলে সেই মুরসাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। (মিনহাজ আল সুন্নাহ আন নববীয়াহ ফী নকদ কালাম আল শিয়া ওয়াল ক্বাদারিয়াহ, ইবনে তাইমিয়্যা, মাকতাবাহ আল আমিরীয়াহ, বুলাক, ১৩২২, ৪:১১৭)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) মুরসাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য ও সহীহ বলে রায় দিয়েছেন। আর ইমাম শাফিঈ (রহঃ) গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, শবে বরাতের মুরসাল হাদীস গুলো শর্তগুলো পূরণ করে।

হাদীসটির সূত্রের অবস্থানঃ শুয়াবুল ঈমানে বর্ণিত সূত্রে রাবীগণের ব্যাপারে হাদীস পর্যালোচকদের মন্তব্য নিম্নরূপঃ ১। রাবী আবুল হাসান বিন ফযল আলকাত্তান: তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য হল- খতীব বাগদাদী ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী এবং হাফিয যাহাবীসহ অনেকেই তাকে নির্ভরযোগ্য ও বহু হাদীছের বর্ণনাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। (তারীখে বাগদাদ) ২। আবু সাহাল বিন যায়াদ আল কাত্তান: তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য হলো- হাফেয যাহাবী এবং খতীব বাগদাদী তাঁর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী বলে মন্তব্য করেছেন। (তারীখে বাগদাদ; সিয়ারু আলামিন নুবালা) ৩। ইসহাক ইবনে হাসান আল হারবী: তাঁর সম্পর্কে হাফেয যাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন হাম্বল এবং ইবনু হাজার আসকালানী সকলেই বলেছেন- ثقة حجة অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ও দলীলরূপে সাব্যস্ত। (দেখুনঃ মীযানুল ইতেদালঃ ১/১৯০) ৪। আফফান বিন মুসলিম আল বাসারী। তাঁর সম্পর্কে ইবনে মুঈন আবু হাতিম এবং ইবনু হাজার মন্তব্য করেনঃ اصحاب الحديث ثقة ثبت متقن অর্থাৎ বড় মাপের মুহাদ্দিছ, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, অতি মজবুত। ৫। আব্দুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ। তাঁর সম্পর্কে ইবনে সাআদ আবু হাতিম, আবু যুরআ এবং ইবনে হাজার বলেনঃ ثقة অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য । ৬। হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব। তাঁর সম্পর্কে আবু যুরআ বলেনঃ صدوق يدلس অর্থাৎ সত্যবাদী তবে তাদলীস করেন। আবু হাতিম বলেনঃ صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه অর্থাৎ সত্যবাদী, তাদলীস করেন তবে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত্ব ইমাম মাকহূল থেকে হাদীস শুনেছেন। বহুক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে سمعت مكحولا বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুনঃ তারীখে বাগদাদ) ইমাম নাসাঈ মন্তব্য করেছেনঃ তিনি তেমন মজবুত নন। ইবনে হাজার বলেনঃ সত্যবাদী তবে অনেক বেশি ভুল করেছেন। শায়খ আল আরনাউত্ব তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করেনঃ তিনি সত্যবাদী, হাদীস বর্ণনায় উত্তম ব্যক্তি, তাদলীস করেন, سمعت বা حدثنا না বললে সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না, তাঁর ব্যাপারে বেশি ভুল করার মন্তব্য অতিরঞ্জিত। (তাহরীর তাকরীবুত তাহযীবঃ ১১১৯) ৭। মাকহূল (রহঃ): প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিছ। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ثقة فقيه تابعى كثير الارسال নির্ভরযোগ্য, ফিক্বহের ইমাম, তাবেয়ী ও তার ইরসাল করা প্রসিদ্ধ।

হাদীস টির অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনাঃ হাফিয মুনযিরী হাদীস টিকে আততারগীব ওয়াত-তারহীব এ এনেছেন, তিনি বলেনঃ قال المنذري: رواه البيهقي وقال هذا مرسل جيد " বাইহাকী হাদীস টি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি একটি চমৎকার মুরসাল হাদীস । হাদীস টি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। মাকহূল তা বর্ণনা করেছেন। আবু ছা'লাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সেটিও চমৎকার মুরসাল হাদীস ।"

সারকথাঃ হাদীস টি মুরসাল, তবে গ্রহণযোগ্য, উত্তম মুরসাল। মুরসাল হানাফী ও মালেকীদের নিকট এমনিতেই গ্রহণযোগ্য। جيد (উত্তম) হলে তো আরও ভাল কথা। তাছাড়া এ হাদীস টি বহু হাদীছের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও আমলের ক্ষেত্রে সঠিক বলে সাব্যস্ত।

দশম হাদীস

উছমান ইবনু আবিল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ ؟ فَلا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلا أُعْطِي ، إِلا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا ، أَوْ مُشْرِكٌ. " (١٠٧)

যখন শা'বান মাসের পনের তারিখ রাত আগমণ করে তখন জনৈক আহবানকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান করতে থাকেন যে, আছো কি কোন ক্ষমার ভিখারী তাকে আমি ক্ষমা করে দিবো? আছো কি কোন যাচনাকারী যাকে আমি দান করবো? অতঃপর যে কেউ চায় আল্লাহ তাআলা তাকে তাই দান করেন। কিন্তু ব্যভিচারিনী এবং মুশরিক ছাড়া। [১০৮]

এ হাদীস শরীফটির হুকুম: হাদীসটির সনদের মাত্র একজন রাবী আছেন, যিনি বিতর্কিত হেতু কেউ কেউ ضعيف (দঈফ) বলেছেন। ইবনু আবি হাতিম চুপ থেকে তার নির্ভরযোগ্য তা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই হাদীসের সমর্থনেও যেহেতু আরও হাদীস বিদ্যমান, বিধায় হাদীসটি উন্নীত হয়ে হাসান স্তরে পৌছে যায়।[১০৯]

শবে বরাতের হাদীস সমূহকে অস্বীকারকারীদের প্রতি আমার প্রশ্ন: উপরে বর্ণিত হাদীসটিই মুরসাল হাদীস এবং উত্তম মুরসাল। যা হানাফী ও মালেকী ইমামদের নিকট এমনিতেই গ্রহণযোগ্য, উপরন্তু শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মুরসাল হাদীস মানার পিছনে যে শর্ত আছে, তাও পূরণ করে। তাছাড়া হাদীসটার সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীস গুলো হাসান বা সহীহের পর্যায়ে চলে আসে।অন্যদিকে নাসিরউদ্দীন আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٨ في صحيح الجامع.

١٠٧- فضائل الأوقات للبيهقي ١٢٤/١ والشعب ٣٨٣/٣. انظر حديث رقم: ٦٥٣

১০৮ -উক্ত হাদীস টি ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে সংকলন করেছেন।

১০৯ -**দঈফ বা দুর্বল হাদীসঃ** যে হাদীছের রাবী হাসান হাদীছের রাবীর গুণ সম্পন্ন নন তাকে দঈফ হাদীস বলা হয়। হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন কথাই দঈফ নয় বরং রাবীর দুর্বলতার কারণে হাদীস কে দঈফ বলা হয়। শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ে কিছু দঈফ তথা দুর্বল হাদীস ও রয়েছে। হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা মতে দঈফ ضعيف হাদীস যদি বিভিন্ন সূত্রে (সনদে) বর্ণিত হয়ে তখন ওই হাদীস টি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করার কারণে সমষ্টিগতভাবে হাসান - حسن - এর স্তরে পৌঁছে যায়। আর তখন সর্ব সম্মতিক্রমে ওই হাদীস টি শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং সকলের আমলযোগ্য হাদীস হিসেবে বিবেচিত হয়। যফর আহমদ উছমানী নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ

থেকে চয়ন করে সংক্ষিপ্ত আকারে উক্ত কথাটি এভাবে তুলে ধরেনঃ " দঈফ হাদীছের বর্ণনারীতি যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় এমনকি এক সূত্রেও যদি বর্ণিত হয় পরিণামে তা হাসান স্তরে উপনীত হয় এবং তার দ্বারা দলীলও পেশ করা যায়।"(ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস)

ফাযাইলের ক্ষেত্রে দঈফ হাদীসঃ উপরন্ত হাদীস বিশারদগণের মতে দঈফ তথা দুর্বল হাদীস অত্যধিক দুর্বল না হলে ফাযাইলে আমাল এর ক্ষেত্রে তার উপর আমল করা যায়, এর ভিত্তিতে সওয়াবও পাওয়া যায় এবং উলামা মুহাদ্দিসদের এই বিষয়ে ইজমা পরিলক্খিত হয়। বড় বড় ইমাম এবং মুহাদ্দিসীনরা তাদের বিভিন্ন কিতাবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অথচ শবে বরাত সম্পর্কীয় সকল হাদীস দঈফ নয়। **ইমাম বুখারী (রহঃ):**আমীরুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসের উস্তাদ ছিলেন এবং স্পষ্টভাবেই সহীহ ও দুর্বল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য জানতেন। কিন্তু তবুও তিনি তার একটি ফাযাইলের কিতাবে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন।তার বিখ্যাত কিতাব " الأدب المفرد আল আদাব আল মুফরাদ " এ প্রচুর দঈফ হাদীস রয়েছে, কিন্তু এটি জানার পরও কিতাবটি যুগ যুগ ধরে উম্মতরা পড়ে আসছে এবং অনুসরণ করে আসছে, কারণ এই কিতাবটিতে ফাযাইলের বর্ণনা আছে। আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ আদাব আল মুফরাদ এর সনদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করছেন তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ " ফাদলুল্লাহ আস সামাদ " এ। **ইমাম নববী** (রহঃ) ইমাম নববী (৬৭৬ হিঃ) তার আল আযকারে দঈফ হাদীসের উপর আমল করার বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে (শর্তসাপেক্ষে) দঈফ হাদীসের উপর আমল করা যায়।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বিহ হযরত **মোল্লা আলী ক্বারী** রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সকলেই একমত যে দঈফ হাদীস ফযীলত হাসিল করার জন্য আমল করা জায়েজ আছে।"(আল মওজদুআতুল কবীর, ১০৮ পৃষ্ঠা) এ প্রসঙ্গে হযরত **ইমাম ইবনে হুমাম** রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, " দঈফ হাদীস যা মওদু নয় তা ফজিলতের আমল সমূহে গ্রহণযোগ্য" (ফতহুল ক্বাদীর) **ইমাম মুসলিম (রহঃ)ও ইমাম আহমদ** এবং অন্যান্য ইমামদের ন্যায় দুর্বল হাদীসকে প্রত্যাখান করেন নি। (নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (ভূমিকা); ইবনুল কায়্যিম, ইলাম আল মুওয়াক্কিন ১/৩১; সাখাবী, আল ক্বওল আল বাদী, পৃ-৪৭৪, ইবনে রজব, শরহে ইলাল আল তিরমিযী ১/৭৫-৭৬) **ইমাম ইবনে আরাবী** (রহঃ)ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন।(ইবনে আল আরাবী, আরিদাত আল আহওয়াযী ১০/২০৫); ফাতহুল বারী ১০/৬০৬) যা মুহাম্মদ আওয়ামা আল কওল আল বাদী পৃ - ৪৭২ এ উল্লেখ করেন) **ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন** (রহঃ)) ইমাম বুখারীর উস্তাদ) তিনিও ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। (তাবীয়ুনাল আসার; ফাতহুল মাগহীত) **ইমাম আবু শামা মাকদীসী** (রহঃ)তিনিও ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং এটি মুহাদ্দিসীনদের সিদ্ধান্ত বলেও মত প্রকাশ করেছেন।(তাওযীয়ুন নাদার)

ইমাম শাওকানী (রহঃ)তাঁর মতে ফাযাইলের ক্ষেত্রে অনেক গুলো দুর্বল হাদীস এক করলে তা শক্তিশালী হয় এবং তার উপর আমল করা যায়।(নায়লুল আওতার ৩/৬০)তাঁর বিখ্যাত কিতাব " তুহফাতুয যাকিরীন " এ প্রচুর পরিমাণে দঈফ হাদীস পাওয়া যায়। **ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক** (রহঃ) (১৮১ হিঃ) তাঁর মতে ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা যায়। (সুয়ুতীর তাদরীব আল রাবী) এ প্রসঙ্গে **আল্লামা যফর আহমদ ওছমানী** রচিত গ্রন্থ " ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস " এর ভাষ্য নিম্নরূপঃ " দুররে মুখতার এ রয়েছে, ফাযাইলে আমাল এর ক্ষেত্রে দঈফ হাদীস এর উপর আমল করা যাবে। ব্যাখ্যাকার ইবনুল আবেদীন বলেনঃ যে ফযীলত আমলের মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেই ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে দঈফ হাদীস এর উপর আ'মল করা যাবে (ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস ঃ পৃ - ৯২)

উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনাঃ ১। উক্ত হাদীস টি ইমাম বাইহাকী আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু বিশর থেকে বর্ণনা করেন। যার সম্পর্কে খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ " তিনি

সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।" (তারীখে বাগদাদঃ খ-১২, পৃ-৯৯) **২**। আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু আমর আর রাযযায (মৃঃ ৩৩৯ হিঃ) যার সম্পর্কে হাকেম বলেনঃ " তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।" (সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ খ-১৫, পৃ-৩৮৬) খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ " তিনি নির্ভরযোগ্য ও আস্থাযোগ্য ছিলেন।" (তারীখে বাগদাদঃ খ-৩, পৃ-১৩২) **৩**। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আর রিয়াহী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) যাঁর সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনী বলেনঃ " তিনি সত্যবাদী। "খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ " আমি তাঁর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেনঃ মুহাম্মদ সত্যবাদী।" (তারীখে বাগদাদঃ খ-১, পৃ-৩৭২) **৪**। জামি ইবনুস সবীহ আর রমলী হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ " তাঁর সম্পর্কে আব্দুল গণী ইবনু সাঈদ মুশতাবিহ এর মধ্যে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন তিনি একজন দুর্বল রাবী। এবং ইবনে আবী হাতিম স্বীয় গ্রন্থ আল জরহি ওয়াততাদীলে যাকে উল্লেখ করে কোন আলোচনা ও সমালোচনা করেন নি এবং বলেছেন যে তাঁর থেকে ইমাম আবু যুরআ ও ইবনে মাঈন হাদীস গ্রহণ করেছেন।" (খ-১, পৃ-৫৩০) উল্লেখ্য যে, ইবনু আবী হাতীম কারো ব্যাপারে চুপ থাকলে ঐ রাবী নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়। **৫**। মারহূম ইবনু আবদিল আজীজ হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেছেনঃ " তিনি অষ্টম স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।" (তাক্বরীবুত তাহযীবঃ খ-২, পৃ-১৬৯) ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইবনু মাঈন প্রমুখও তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। হাফিয যাহাবী, ইবনু হিব্বানও তাঁকে ছিকাহ এর মধ্য থেকে বিবেচনা করেছেন। **৬**। দাউদ ইবনু আবদির রহমান আল আততার তাঁর সম্পর্কে আবু হাতিম বলেছেনঃ " তিনি গ্রহণযোগ্য। একজন নেককার ছিলেন।" (তাহযীবুল কামালঃ খ-৮, পৃ-৪১৫. যাহাবী (রহঃ) বলেনঃ ثقة তিনি নির্ভরযোগ্য । ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বর্ণনা করেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ তিনি ছিকাহ রাবী। **৭**। হিশাম ইবনু হাসসান আল আযদী তাঁর সম্পর্কে হাদীস পর্যালোচকদের মন্তব্য সমষ্টিগতভাবে নিম্নে পেশ করা হলঃ হাফিজ ইবনু হাজার, উছমান বিন আবী শায়বা, ইবনে হিব্বান, ইমাম আবু হাতিম, ইবনু মঈন, আল আজালী, ইবনু সাআদ, ইবনু আদী প্রমূখ ইমামদের দৃষ্টিতে তিনি নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী বহু হাদীছের বর্ণনাকারী ছিলেন। (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১১, পৃ-৩৩; জরাহ ওয়াত তাদীলঃ খ-৯, পৃ-৫৪) তবে **ইমাম আবু দাউদ(**রহঃ)তার সম্পর্কে বলেনঃ " হিশাম হাসান বসরী এবং আতা থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ হিশাম হাদীছের মধ্যে ইরসাল (রাবী এর নাম উল্লেখ না করা) করতেন। তাই মুহাদ্দিছগণ মনে করেন, হিশাম এসব হাদীস হাওশাব এর কিতাব থেকে নিয়েছেন। (সরাসরি আতা ও হাসান থেকে নেননি।) " (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১১, পৃ-৩৫) ইবনু আদী বলেনঃ " আরআরা বলেনঃ আমাকে জারীর বলেছেনঃ আমি সাত বছর যাবৎ হাসান বসরী (রহঃ)এর দরসে বসেছি। কিন্তু হিশামকে কখনো তাঁর সাথে দেখিনি। আমি(আরআরা) বললামঃ হে আবু নাসর (জারীর)! হিশাম তো আমাদেরকে হাসান বসরী(রহঃ)এর সূত্রে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমরা হিশাম থেকে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আপনার ধারণা মতে হিশাম এসব হাদীস কার নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন? জারীর প্রতি উত্তরে বললেনঃ আমার ধারণা মতে তিনি হাওশাব থেকে গ্রহণ করেছেন।" (সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ খ-৬, পৃ-৩৫৫; মীযানুল ইতিদালঃ খ-৪, পৃ-২৯৫)

পর্যালোচনাঃ অতএব, ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)এবং আরআরা (রহঃ) কর্তৃক উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, হিশাম ইবনু হাসসান সরাসরি হাসান বসরী(রহঃ)থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। বরং মাঝখানে আরও একজন রাবী আছেন, হিশাম যাঁর নাম তাঁর সনদে উল্লেখ করেন নি। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় এটাকে তাদলীস বলা হয়। আর মুহাদ্দিছীনে কেরামের কাছে সিকাহ (ثقة) রাবী এর তাদলীছ গ্রহণযোগ্য। যথা তাদরীবুর রাবী ও কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস গ্রন্থে এ নীতিমালা উদ্ধৃত হয়েছে যে, " বাযযার এর ভাষ্যমতে ছিকাহ রাবীগণের মধ্য থেকে কেউ তাদলীস করলে তাঁর তাদলীস উলামাদের

একাদশ হাদীস

নিকট গ্রহণযোগ্য।" (তাদরীবুর রাবীঃ খ-১, পৃ-২২৯; ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস ঃ পৃ-১৫৯) **৮**। হাসান ইবনু আবিল হাসান আল বাসরী তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। সওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু , উসমান ইবনু আবিল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং মা'কাল ইবনু সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমূখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের থেকে শ্রবণের মর্যাদা লাভ করেন নি। আজলী তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য এরকমঃ " আল আদাভী বলেন, সকলেই এই শায়খ অর্থাৎ হাসানের নিকট যাও, হাদীস গ্রহণ কর, তিনি সবচেয়ে বড় আলেম। তিনি বসরাবাসীদের শায়খ -ইমাম, তিনি তাবেঈ, নির্ভরযোগ্য বুজুর্গ, হাদীছের বাহক। (জরাহ ওয়াত তাদীলঃ খ- ৩, পৃ-৪০; তাবকাত; তাহযীবুত তাহযীব)

এসব দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি কত বড় আলেম ও ছিক্বাহ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ। তবে তাঁর ব্যাপারে দুটি মন্তব্য ব্যতিক্রম যা নিম্নে পেশ করা হলোঃ ১। বাযযার তাঁর মুসনাদে এ বলেনঃ " হাসান বসরী তিনি ইবনু আব্বাস, আসওয়াদ, উবাদা এবং উছমান থেকে শ্রবণমর্যাদা লাভ করেন নি।" (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-২, পৃ-২৩৫) ২। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ " হাসান বসরী একজন ছিক্বাহ রাবী, প্রসিদ্ধ ফক্বীহ। তিনি ইরসাল ও তাদলীস করতেন।" (তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১, পৃ-২০২)

পর্যালোচনাঃ বাযযার এবং হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) এর উক্ত মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম হাসান বসরী(রহঃ)উছমান উবনু আবিল আস থেকে হাদীস টি সরাসরি বর্ণনা করেন নি। বরং তিনি তাদলীস করেছেন। তবে হাসান বসরী (রহঃ) যেহেতু একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী, ফিক্বহ-হাদীছের ইমাম এবং একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবিঈ, তাই তাঁর কৃত তাদলীস গ্রহণযোগ্য হবে। হাদীস টির প্রমাণে কোন অন্তরায় হবে না তা তাদরীব ও কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস -এ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৯। উছমান আবিল আস আস সাক্বাফী তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। হযরত মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খেলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাদীস টির অবস্থানঃ উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত হাদীস টির সনদে জামী ইবনুস সাবীহ আর রামালী ব্যতীত সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য ও আস্থাযোগ্য। হাদীসটির সনদের মাত্র একজন রাবী আছেন, যিনি বিতর্কিত হেতু কেউ কেউ দঈফ বলেছেন। ইবনু আবি হাতিম চুপ থেকে তার নির্ভরযোগ্য তা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই হাদীছের সমর্থনেও যেহেতু আরও হাদীস বিদ্যমান, বিধায় হাদীস টি উন্নীত হয়ে হাসান স্তরে পৌছে যায়।

একারণেই শুয়াবুল ঈমানের মুহাক্কিক আদনান আব্দুর রহমান اسناده حسن বলে সূত্রের দিক থেকে হাদীস টিকে হাসান বলে রায় প্রদান করেছেন। (দেখুন শুয়াবুল ঈমানঃ খঃ ৩, পৃ ৩৮৩) তবে শুআবুল ঈমানে মুহাক্কিক শাইখ যাগলুল এর মন্তব্য হলোঃ " হাদীস টির সনদ দুর্বল। হাসান বসরী তাবেঈ এর সাক্ষাত উসমান বিন আবিল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবীর সাথে হয়নি, (মাঝখানে রাবীর উল্লেখ নেই।) " (হাশিয়াহ শুয়াবুল ঈমান)

এ ব্যাপারে تدريب الراوى এবং قواعد فى علوم الحديث এর উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাসান বসরীর মত বিখ্যাত তাবেঈ ও মুহাদ্দিছ এর এধরণের তাদলীস সূত্র বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় নয় বরং তা সকল উলামার নিকট গ্রহণযোগ্য বিধায় এ হাদীস কে হাসান বা সহীহ বলে যে মন্তব্য আদনান আব্দুর রহমান করেছেন তা যথাযথ এবং সঠিক বলে সাব্যস্ত।

সুনানে ইবনে মাযা শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামএরশাদ করেন-

عَنْ عَلِيِّ بْن أَ بِـي طَالِبٍ قَالَ : قَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَـةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَـيْلَـهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْس إِلَـى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَ لَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِيَفَأَ غْفِرَ لَـهُ أَ لَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَ رْزُقَهُ أَ لَا مُبْتَلًـى فَأُ عَافِيَهُ أَ لَا كَذَا أَ لَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. (١١٠)

যখন শাবানের মধ্য রজনী উপস্থিত হবে, তখন তোমরা এ রাতটিকে (ইবাদতের মাধ্যমে) উদ্‌যাপন কর এবং আগত দিনটিকে রোযার মাধ্যমে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ওই রাতের সূর্যাস্তের পরক্ষণ থেকেই পৃথিবীবাসীর প্রতি বিশেষ করুনার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং এ ঘোষণা দেন- আছ কি কেউ ক্ষমা চাওয়ার? তাকে ক্ষমা করবো। আছ কি কেউ রিয্ক প্রার্থনা করার? আমি তাকে রিয্ক দ্বারা ধন্য করবো। আছ কি কেউ অসুস্থ? তাকে আরওগ্য দান করবো। আছ কি এমন কেউ? আছে কি এমন কেউ? সুবহে সাদেক হওয়া পর্যন্ত এভাবে বলা হবে। (১১১)

এ হাদীস শরীফটির হুকুমঃ হাদীসটি একজন রাবীর কারণে দুর্বল তবে তার ভিত্তি রয়েছে। অন্যান্য হাদীসের সমর্থন পাওয়া যাওয়ায় তার উপর আমল করা যাবে (اسناده ضعيف لكن ليس فيه كذاب)।(১১২)

---

١١٠ - (سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ط: المكتبة العلمية. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ورقمه:٤٤٤/ ٤٤٥. رقم الحديث: ١٣٨٨،١٣٨٩،١٣٩٠. ص١١٦(أخرجه ابن ماجه رقم (١٣٨٨) ١ / ٤٤٤، والفاكهي في أخبار مكة رقم (١٨٣٧) ٣ / ٨٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٩٢٣) ٢ / ٥٦١ – ٥٦٢، وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١ 203 / العراقي في المغني عن حمل الأسفار رقم157 / 1 (634) ، والبوصيري في مصباح الزجاجة رقم (٤٩١) ٢ / ١٠، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه رقم (١٣٨٨ 444 / 1 (، وفي ضعيف الجامع رقم (٦٥٢ – ٦٥٣)

১১১ -**উক্ত হাদীস টি** ১। ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে ২। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে ৩। মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীবে সংকলন করেছেন।

১১২ -**উক্ত হাদীছের সনদ পর্যালোচনাঃ** হাদীস টির সনদে নিম্নোক্ত রাবীগণ রয়েছেনঃ ১। হাসান ইবনু আলী আল খিলাল (মৃঃ ২৪২ হিঃ) ইমাম নাসাঈ(রহঃ)ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর প্রত্যেকেই তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ ثقة حافظ, তিনি নির্ভরযোগ্য এবং হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইয়াকুব ইবনু শাইবাহ বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ও আস্থাযোগ্য রাবী। ইবনু হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য দের মধ্যে পরিগণিত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজারও তাঁকে নির্ভরযোগ্য এবং হাফিযুল

হাদীস সাব্যস্ত করেছেন। ২। আব্দুর রাজ্জাক ইবনু হুমাম ইবনু নাফি (মৃঃ ২১১ হিঃ) আসহাবে সিত্তাহর প্রত্যেকেই তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি ইবনু জুরাই আওযায়ী, মালিক, সুফিয়ান সওরী প্রমূখের ন্যায় বড় বড় ইমামদের শাগরিদ। আলী ইবনুল মাদীনী থেকে কথিত আছে যে, হিশাম ইবনু ইউসুফ বলেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং হাফিযে হাদীস। আহমদ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণিত যে, তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। ৩। ইবনু আবি সাবুরাহ (মৃঃ ১৬২ হিঃ) তাঁর সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৪। ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ। ইমাম বুখারী আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে এবং ইমাম যাহাবী মীজানুল ইতিদাল গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উভয়ের কেউই তাঁকে দুর্বল বলেন নি। হাফিয ইবনু হাজার তাঁর ব্যাপারে বলেনঃ صدوق من السادسة " তিনি ষষ্ঠ স্তরের একজন সৎ রাবী। " (তাক্বরীবুত তাহযীবঃ খ-১, পৃ-৬৫; তাহযীবুল কামালঃ খ-২, পৃ-১৯৩) ইবনে হিব্বান তাকে কিতাবুছছিক্বাতে উল্লেখ করে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। (দেখুনঃ كتاب الثقات পৃ ১৯, খু ১) ৫। মুআবিয়া ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু জাফর। ইমাম নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। হাফিয আজালী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনু হিব্বানও তাঁকে নির্ভরযোগ্য দের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি চতুর্থ স্তরের একজন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। হাফিয যাহাবী বলেনঃ " ثقة " নির্ভরযোগ্য। (দেখুনঃ আল কাশেফ ২/২৭৬) ৬। আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর। আল ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা গ্রন্থে (২য় খন্ড পৃঃ ২৮৯) রয়েছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি সাধারণ স্তরের সাহাবাদের মধ্যে পরিগণিত। ইতিহাসের কিতাবসমূহে তাঁর অনেক ফযীলত ও গুণাগুণ উল্লেখ রয়েছে। ৭। আলী ইবনু আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। একজন জলীলুল ক্বদর সাহাবী, খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন।

রাবী ইবনু আবি সাবুরাহ (মৃঃ ১৬২ হিঃ) সম্পর্কে অস্পষ্ট সমালোচনাঃ ইমাম নাসাঈ বলেনঃ তাঁর বর্ণিত হাদীস মাতরূক তথা পরিত্যাজ্য। আব্দুল্লাহ এবং সালিহ স্বীয় পিতা ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাদীস জাল করতেন। তবে একথাগুলো অতিশয়োক্তি থেকে মুক্ত নয়, কারণ হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট সর্বজনবিদিত একটি মূলনীতি এও আছে যে, একজন বর্ণনাকারী দোষ-ত্রুটির কারণ ও বিবরণ উল্লেখ ব্যতীত কেবল দোষ ত্রুটি বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু উক্ত কারণ ও বিবরণ এর উপর প্রমাণও থাকতে হবে। (দেখুনঃ الرفع والتكميل পৃ-৪১)

এমনকি, ইমাম বুখারী, উলূমিল হাদীস শাস্ত্রে তার সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং গভীর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, ইবনে আবি সবুরাহ সম্পর্কে কোন ধরণের ব্যাখ্যা ছাড়াই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি ইবনে আবি সবুরাহকে শুধুমাত্র দঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। এটা তাই আরও ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এটা হতে পারে যে, ইবনে আবি সবুরাহ কিছুটা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন, যার ফলে তিনি ইমাম বুখারীর কাছে রাবীর যোগ্যতার যে মানদ- আছে, সেটা পূর্ণ করতে পারেন নি। তাই, তাঁর এ মতটি রাবীর পদমর্যাদা এবং ন্যায়পরায়ণতা বা পূর্ণতার ক্ষেত্রে নয়; বরং ইমাম বুখারীর নিজের কঠোর মানদ- অনুযায়ী রাবীর যে যোগ্যতা দরকার ছিল, শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম বাযযার এই হাদীসকে "লীন হাদীস" বলে যে মন্তব্য প্রদান করেছেন, তাও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। হাদীস তালিকাভুক্ত (কোন হাদীস কোন তালিকায় পড়বে) করার ক্ষেত্রে, হাদীস শাস্ত্রে "লীন হাদীস" এবং "ইয়াদা উল হাদীস" এই ২ টি গ্রুপের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। (দেখুনঃ কাশফুল আসতার আন জাওয়াইদিল বাযযার)

কোন ভাবেই এই দাবী করা সঠিক হবে না যে, ইবনে আবি সবুরাহ জাল হাদীস রচনাকারী ছিলেন। যদি তাই হত, তাহলে ইমাম মালিক এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রসিদ্ধ ফকীহর উপস্থিতিতে ইবনে আবি সবুরাহকে

কখনোই মদীনা মুনাওয়ারাতে ইফতা তথা কাযীর পদের দায়িত্ব ও সুবিধা দেয়া হত না, এক কথায় সম্ভবও নয়। ঠিক একই ভাবে, ইমাম মালিকের পক্ষে এটাও কখনও সম্ভব হত না যে, ঐ সময়ের পবিত্র নগরীর ৩ জন বুজুর্গ এবং প্রসিদ্ধ স্বীকৃত ব্যক্তির একজন হিসেবে তিনি ইবনে আবি সবুরাহর নাম উল্লেখ এবং প্রস্তাব করেছিলেন। খলিফা মনসুর যখন মদীনা মুনাওয়ারাতে কাযী পদের জন্য লোক খুঁজছিলেন, তখন ইমাম মালিক এই প্রস্তাব করেছিলেন অন্য ২ জনের সাথে ইবনু আবি সবুরাহকে কাযী পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য। (দেখুনঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা এবং তাহযীবুত তাহযীব)

তাছাড়াও, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে আদী বাদে, অন্য কোন মুহাদ্দিসীন তাদের আগে ইবনে আবি সবুরাহর সত্যবাদীতা বা মর্যাদার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নি। শুধুমাত্র ইমাম বুখারীর মন্তব্য পাওয়া যায় এবং তাঁর কঠোর মূলনীতি ও মানদ-ের আলোকে তিনি শুধুমাত্র এই মন্তব্যটিই করেছেন যে, ইবনে আবি সবুরাহ দঈফ। (হাদীসের মতন সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে আবি সবুরাহ আহলুল মদীনার (মদীনাবাসীর) কাছে গ্রহণযোগ্য মুফতি ছিলেন। হযরত মা'আন উল্লেখ করেন যে, আবু জাফর আল মনসুর ইমাম মালিকের কাছে জানতে চান, " বড় বড় প্রসিদ্ধ মাশায়েখদের মধ্যে এখন কারা কারা বেঁচে আছেন? " তিনি তাঁদের নাম পরপর উল্লেখ করে উত্তর দেন, বলেনঃ " ইবনে আবি তাঈব, ইবনে আবি সবুরাহ এবং ইবনে আবি সুলামাহ আল মাজিশুন বেঁচে আছেন এখন। "

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মদীনা মুনাওয়ারাহ ইসলাম এবং খাইরুল কুরুনের জমানার মুসলিমদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইবনে আবি সবুরাহ প্রথমে ইরাকের একজন মুফতী এবং কাযী ছিলেন। এটা ছিল ইমাম আবু ইউসুফের নিয়োগের আগের কথা। অতঃপর, তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারাহর মুফতী এবং কাযী পদে নিয়োগদেওয়া হয়। এরকম একজন প্রসিদ্ধ, নামকরা, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি কি কখনো সাদিক এবং আদিল) সত্যবাদী এবং নির্ভরযোগ্য) না হয়ে পারে ?? তিনি কি হাদীস জাল কারী হতে পারেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর উপর মিথ্যা আরওপ করতে পারেন ??

যদি তাই হয়, তাহলে কাযীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে ইমাম মালিকের মত বুজুর্গ ও মুজতাহিদের উপস্থিতিতে এরকম ব্যক্তি কি কখনো নিয়োগ পেতে পারে ?? স্বয়ং ইমাম মালিক কি এই রকম ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ ৩ জন বুজুগের্র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ??

তাছাড়াও সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, এই রকম পদে কি একজন মিথ্যুক বা হাদীস জালকারী থাকতে পারেন, অথচ যেখানে প্রধান নীতি হচ্ছে একজন মুফতিকে আবশ্যকীয়ভাবে আদিল (নির্ভরযোগ্য), সাদিক (সত্যবাদী) হতে হবে। এরকম মুফতিকে তো অভিজ্ঞ হতে হবে এবং কোরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞানও থাকতে হবে। সাথে সাথে, দ্বীনের মাসয়ালা মাসায়েল সঠিক ও পর্যাপ্তভাবেও তাকে বুঝতে হবে, পরিবেশের ভিন্নতার প্রেক্ষিতেও দ্বীন ও মাসায়েলের পরিপূর্ণ ও সঠিক বুঝ থাকতে হবে। এগুলো হল ইফতা বা বিচারকাযের্র প্রাথমিক মূলনীতি এবং আবশ্যকতা। আহলুল মদীনা এত অশিক্ষিত, অবুঝ, বিবেকহীন, বোকা, অবিবেচক, অপরিণামদর্শী ছিলেন না যে, ইমামুল মাতহুব এবং বড় বড় যুগবিখ্যাত ধার্মিক বুজুর্গানে দ্বীন যেমন মুজতাহিদ ইমাম মালিকের উপস্থিতিতে, তারা এমন এক ব্যক্তিকে কাযী এবং মুফতি হিসেবে পছন্দ করবেন বা নিয়োগ দিবেন যে কিনা হাদীস জাল করত বা মিথ্যুক ছিল !! তারা কি দ্বীনের মাসয়ালা মাসায়েলগত বিষয়াদির ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় বিধি বিধানের ক্ষেত্রে এমন একজনকে পছন্দ করতে পারেন যে হাদীস জালকারী ছিল?

ইবনে আবি সবুরাহ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের নিছক একজন রাবী মাত্র। তাছাড়া, এই মন্তব্যগুলো আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসের মতন (বক্তব্য) এর উপর করা হয় নি। "দঈফ" শুধুমাত্র ইবনে আবি সবুরাহকেই বলা হয়েছে।

ইবনে আবি সবুরাহ প্রসিদ্ধ, বুজুর্গ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যেমনঃ হযরত আতা ইবনে আবি রুবাহ, ইমাম আরুজ এবং হিশাম ইবনে আবি ওরওয়াহ প্রভৃতি বুজুর্গদের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাছাড়াও, ইবনে আবি সবুরাহ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং হাদীসের উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনুল হুম্মাম এর উস্তাদ ছিলেন। আবার ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন ইমাম বুখারীর উস্তাদ। পাশাপাশি ইমাম ইবনে জুওরাযী, ইমাম আবু আসিয়াম আন নাবিলেরও উস্তাদ ছিলেন। (দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল)

যাই হোক না কেন, যারা ইবনু আবি সবুরাহকে "জাল হাদীস রচনাকারী বা দঈফ" বলেছেন, তাদের মধ্যে কেউই এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে যাননি, কিংবা কোন স্পষ্ট দলীল বা প্রমাণও দিয়ে যান নি। এমনকি আমাদের জ্ঞানের আওতায় ঐসব মুহাদ্দিসীনগণ ইবনে আবি সবুরাহ কর্তৃক সম্পৃক্ত এমন কোন হাদীসকেও মওযু (জাল) বলেন নি। অথচ ইবনে আদী, ইবনে আবি সবুরাহর অনেক হাদীস নিয়েই আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার একটি হাদিসও তিনি মওযু বলে চিহ্নিত করেন নি, কিংবা তার ঐসব কিতাব যেখানে তিনি মওযু হাদীসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানেও স্থান পায়নি। বাস্তব সত্য হল, ইবনে আদী যেসব হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার প্রত্যেকটি হাদীসই অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকেও বর্ণিত। যার ফলে, সেসব হাদীসগুলোও প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকেই বর্ণিত। আর ইবনে আদী নিজেই ইবনে আবি সবুরাহর অনেক হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তথাপি, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসটি সিহাহ সিত্তার একটি বিখ্যাত কিতাব সুনানে ইবনে মাজাহতে উল্লেখ আছে এবং ইমাম বায়হাকীর বিখ্যাত কিতাব শুয়াবুল ঈমানেও উল্লেখ আছে। তাদের উভয়েই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর বিশুদ্ধতা নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি।

ইবনে আবি সবুরাহ নামক একজন রাবী থাকায় হাদিসের স্কলাররা তথা মুহাদ্দিসীনগণ এই হাদীসকে দুর্বল বা দঈফ বলেছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তিনি হাদীস জাল করতেন, তা সঠিক নয়। বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে, তিনি মদীনার মুফতী ছিলেন; মনসুরের আমলে ইরাকের কাযী (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, তিনি ইমাম আবু ইউসুফের সাথে অত্যন্ত সফলও ছিলেন। তিনি ইমাম মালিকের সহযোগী ছিলেন।

পূর্ব যুগের মুহাদ্দিসীনদের মওযু হাদীস নিয়ে বিশাল বিশাল অনেক কিতাবই রয়েছে, কিন্তু এই হাদীসটি সেসব কিতাবের কোনটিতেই স্থান পায়নি। এমনকি এটা সবার জানা কথা যে, ইবনে মাজাহ নিজেই প্রায় ২০ টি হাদীসকে মওযু বা জাল হিসেবে সনাক্ত করেছেন। এই হাদীসের তালিকাগুলো এখনও বিদ্যমান, কিন্তু সেখানেও ইবনে মাজাহ তার সুনানে উল্লেখিত এই হাদীসটিকে স্থান দেন নি। অতএব, এই হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসটি মওযু বা জাল নয়, শুধুমাত্র দুর্বল।

মোদ্দা কথা হল, যারা ইবনু আবি সবুরাহকে জাল হাদীস রচনাকারী বলেছেন তারা কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন নি। الرفع والتكميل পৃ-৪১ কিতাবে কথাটি এভাবে বলা হয়েছেঃ " ইবনু আবি সবুরাহ মাতরূকুল হাদীস কিংবা জাল হাদীস রচনাকারী হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরামের কেউই বিস্তারিত কারণসহ বিবরণ দেন নি। তাছাড়া হাফিয যাহাবী তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এভাবে শুরু করেনঃ মহান ফক্বীহ, ইরাকের কাজী, আবু বকর ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবি সাবুরাহ। ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ তিনি মদীনাবাসীর মুফতী ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)তাকে দঈফ ছাড়া অধিক কিছু

দ্বাদশ হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

عن ابن عمر قال: " خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين " [١١٣]

পাঁচটি রজনীতে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাঃ জুমার রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শাবানের মধ্য রজনী এবং দুই ঈদের রাত। [১১৪]

বলেন নি। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল বিধায় তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। মূলত এটাই বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত রায়।

হাদীস টির অবস্থানঃ উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত হাদীস টিতে " ابن أبى سبره " ইবনু আবি সবুরাহ নামে জনৈক রাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল রাবী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। সুতরাং হাদীসটিকে বড় জোর দঈফ বলা যেতে পারে। কোন কোন মুহাদ্দিছ ইবনু আবি সবুরাহকে জাল হাদীস রচনাকারী বলেছেন বিধায় হাদীস টিকে জাল বলা যাবে না। কারণ তিনি জাল হাদীস রচনাকারী কথাটি সঠিক নয়। তাঁর সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত রায় সেটাই যা হাফিয যাহাবী সূত্রে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, স্মৃতি শক্তির দুর্বলতার কারণে তিনি দঈফ রাবী ছিলেন। এই কারণেই ইমাম যুরকানী হাদীস টি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, যদিও তার সনদ দুর্বল কিন্তু তার রাবীগণ মিথ্যুক নন, কিংবা জাল রচনাকারী নন। সর্বোপরি তার সমর্থনে আরও হাদিছ পাওয়া যায় বিধায় হাদীস টির ভিত্তি রয়েছে।

যেমন শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া (৭/৩১২) তে এসেছেঃ সুনানে ইবনু মাজাতে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে মারুফ হিসেবে দঈফ সনদ দ্বারা হাদীস টি উল্লেখ হয়েছে। তেমনিভাবে আল মুনযিরী ও হাফিয আল ইরাকী তাঁর দুর্বলতার কারণ উল্লেখ করতঃ নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন। কিন্তু হাদীস টির মধ্যে কোন মিথ্যুক ও জাল হাদীস রচনাকারী নেই এবং তার সমর্থনে আরও হাদীস আছে যা তার ভিত্তি আছে বলে প্রমাণ করে। অনুরূপ ভাবে আল্লামা ইরাকীও হাদীস টিকে দুর্বল বলেছেন ঠিক কিন্তু জাল বলেন নি। তাঁর ভাষায়ঃ " শবে বরাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কীয় যে হাদীস আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে ইবনু মাজাহতে রয়েছে তার সনদ দুর্বল। "

মোট কথা, হাদীস টি একজন রাবীর কারণে দুর্বল তবে তার ভিত্তি রয়েছে অন্যান্য হাদীছের সমর্থন পাওয়া যাওয়ায় তার উপর আমল করা যাবে।

সার কথাঃ ইবনু আবি সবারাহ নামক একজন রাবী থাকায় কিছু আলেম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এই হাদীসটিকে জাল বলার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু কথাটি সঠিক নয়। হাদীসটি শুধুমাত্র দুর্বল। এ কারণেই আল্লামা ইরাকী, ইমাম আল মুনযিরী, ইমাম যুরকানীর মত বিজ্ঞ মুহাদ্দিসরা এই হাদীসটি জাল বলেন নি, শুধুমাত্র দুর্বল বলেছেন। অনেক বড় বড় বুজুর্গরা এই হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর আমল করা যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী কোন রাবীর সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শুধুমাত্র দুর্বল, এতটুকু উল্লেখ থাকলেই হয় না, বরং এর স্বপক্ষে কারণসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল-প্রামাণাদি থাকা আবশ্যক।

[١١٣]- مسند البزار: كتاب الصيام، باب النصف من شعبان. رقم الحديث: ٧٩٢٧

[১১৪] -উক্ত হাদিছটি ১। হাফেয আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসনাদ ২। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস শরীফটির হুকুমঃ সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি ضعيف (দুর্বল)। দুর্বল হলেও ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। [১১৫]

এ ছাড়া 'লাতায়েফুল মা'রেফ' নামক কিতাবে কা'ব থেকে বর্ণিত:

وروي عن كعب قال: إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين ويقول: إن الله تعالى قد اعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال. [١١٦]

তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা শাবানের মধ্য রজনীতে জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে বেহেশতের প্রতি এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, বেহেশত যেন নিজেকে নানা সাজে সজ্জিত করে এবং জিব্রাঈল যেন বেহেশতকে উদ্দেশ্য করে এ সুসংবাদ শুনায়: নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার এ রাত্রিতে মুক্ত করে দিয়েছেন আকাশের তারকারাজির সমপরিমাণ, পৃথিবীর রাত-দিনের সংখ্যা পরিমাণ, বৃক্ষের পত্র-পল্লবের সমপরিমাণ, পাহাড় সমূহের ওজনের সমপরিমাণ এবং বালুরাশির সমপরিমাণ অসংখ্য অগণিত মানুষকে। [117]

অনুরূপ 'মুসনদে বাযযায' এ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত:

[১১৫] -**রাবী পর্যালোচনা ও হাদীস টির অবস্থানঃ** হাফিয আব্দুর রাজ্জাক উক্ত হাদীস টি একজন অজ্ঞাত উস্তাদ থেকে তিনি ইবনুল বীলমানী এবং তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। **১**। তাঁর সরাসরি উস্তাদ অজ্ঞাত, অপরিচিত। ইবনু বীলমানী এবং তাঁর পিতা সম্পর্কে মুহাদ্দিছদের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো। ২। মুহাম্মদ ইবনু আবদির রহমান আল বীলমানী:তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেনঃ তিনি একজন দুর্বল রাবী। হাফিয যাহাবী বলেনঃ মুহাদ্দিছগণ তাঁকে দঈফ বলেছেন।হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি সপ্তম স্তরের একজন দঈফ রাবী। (দেখুনঃ تقريب التهذيب খ-২, পৃ-১০৩) ৩। আব্দুর রহমান আল বীলমানী।ইমাম দারাকুতনী বলেনঃ**ضعيف لاتقوم به حجة** তিনি একজন দুর্বল রাবী। তাঁর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। (তাক্বরীবুত তাহযীবঃ খ-১, পৃ-৫৬৩) ইমাম আবু হাতিম বলেনঃ তিনি " لين " অনির্ভরযোগ্য রাবী। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি তৃতীয় স্তরের একজন দুর্বল রাবী। **সুতরাং** সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি দুর্বল হলেও ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই।

[١١٦]- الكتاب: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ). الناشر: دار ابن حزم للطبتعة والنشر. الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م. ص١٣٨

[117] - ইবন রজব হাম্বলী: লাতায়েফুল মা'রেফ, পৃ-১৩৮

عن عطاء بن يسار قال: " تنسخ في النصف من شعبان الآجال، حتى إن الرجل ليخرج مسافرا، وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات، ويتزوج وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات" . [١١٨]

তিনি বলেন- 'শাবানের মধ্য রজনীতে আয়ূ নির্ধারণ করা হয়। ফলে দেখা যায় কেউ সফরে বের হয়েছে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আবার কেউ বিয়ে করছে অথচ তার নাম জীবিতের খাতা থেকে মৃতের খাতায় লিখা হয়ে গেছে। (119)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

عن ابن عمر قال: " خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين[١٢٠] "

পাঁচটি রজনীতে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাঃ জুমার রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শাবানের মধ্য রজনী এবং দুই ঈদের রাত। [١٢١]

উপরোক্ত হাদীসগুলো সম্পর্কে আলোচনার সারসংক্ষেপঃ

এ সকল হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শবে বরাত সম্পর্কীয় হাদীস গুলো সূত্রের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরের। কিছু হাদীস হাসান (حسن) কিছু হাদীস মুরসাল (مرسل) এবং কিছু হাদীস দঈফ (ضعيف) স্তরের। কিন্তু এসব হাদীস কে সমষ্টিগত মিলালে হাদীস শাস্ত্রের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী হাদীস গুলো সহীহ কিংবা হাসান-এর (যা সহীহ'ই বটে) স্তরে উন্নীত হয়। আর এর দ্বারাই শবে বরাতের ভিত্তি ও ফযীলতের প্রমাণ মিলে। যা হঠকারিতা ছাড়া অন্য কোনভাবে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মুহাদ্দিছগণ যদিও কোন কোন হাদীসের দোষ ত্রুটি আলোকপাত করেছেন কিন্তু কেউ সেগুলোকে ভিত্তিহীন, জাল হাদীস বা অগ্রহণযোগ্য হাদীস বলেন নি। যেহেতু প্রতিটি হাদীস পরস্পর পরস্পরের জন্য সহযোগী স্বরুপ, সেহেতু মুহাদ্দিছীনে কেরামের সমালোচনামূলক এজাতীয় হাদীস প্রমাণের জন্য কখনো অন্তরায় হতে পারে না। সর্বোপরি হাদীসগুলো যেহেতু ফাযাইলে আমাল এর সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতির দৃষ্টিকোণে এ বিষয়ে উদারতা

---

[١١٨] - مسند البزار: كتاب الصيام، باب النصف من شعبان. رقم الحديث:7925

[119] - মুসনাদ আল বায্যার, হা-৭৯২৫

[١٢٠] - مسند البزار: كتاب الصيام، باب النصف من شعبان. رقم الحديث:7927

[121] - মুসনাদ আল বায্যার, হা-৭৯২৭

প্রদর্শনের অবকাশ আছে এবং এর উপর আমল করার ক্ষেত্রে অমান্য করার কোন সুযোগ নেই।

অতএব উল্লেখিত বিস্তারিত পর্যালোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শবে বরাতের সংশ্লিষ্ট এসব হাদীস সহীহ। কিংবা অন্তত হাসান যা দলীল হিসেবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এর পরেও কেউ যদি চোখ বন্ধ করে বলে দেয় যে, শবে বরাতের হাদীসগুলো মওদু বা জাল কিংবা নিতান্তই দুর্বল অথবা এ উক্তি করে বসে যে, শবে বরাতের ফযীলতের কোন ভিত্তি নেই। তাহলে সে ব্যক্তি হাদীস ও হাদীসের মূলনীতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, সরাসরি স্পষ্ট ভুলে লিপ্ত এবং এ ধরণের উক্তি সহীহ ও হাসান হাদীস কে নয় শুধু বরং পুরো হাদীস শাস্ত্রকে অস্বীকার করারই নামান্তর।(122)

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে শবে বরাত

সাহাবায়ে কেরামের যুগে শবে বরাত কীভাবে উদযাপিত হতো তার সঠিক কোনও তথ্য আমাদের নিকট নেই, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে শবে বরাত উদযাপিত হতোনা, বরং তাঁদের সময়েও শবে বরাত উদযাপিত হতো তার সবচেয়ে বড় প্রমান হলো শবে বরাত সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস শরীফ সমূহ, শবে বরাত সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের নিকট যে শবে বরাতের গুরুত্ব ছিল এবং তাঁদের যুগেও শবে বরাত উদযাপিত হতো তা সুস্পষ্ঠভাবে প্রতিয়মান হয়, কারন শবে বরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের বর্ণনাকারীদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেনঃ ১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৩. হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'মর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ৬. হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৭. হযরত আউফ ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৮. হযরত মুআয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৯. হযরত আবু ছালাবাহ আল খুসানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১০. কাছীর ইবনে

---

[122] - এর জন্য দেখুন: কুরআন-হাদীছের আলোকে শবে বরাত ISLAMIC SITE. AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH

মুররা আল হাদরমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ বিশিষ্ঠ সাহায়ে কেরাম। যদি তাঁদের যুগে শবে বরাত উদযাপিত না হতো অথবা তাঁদের নিকট শবে বরাতের কোন গুরুত্ব না থাকত তাহলে তাঁরা শবে বরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের বর্ণনা পেশ করতেন না।

এ ছাড়া 'লাতায়েফুল মা'রেফ' নামক কিতাবে কা'ব থেকে বর্ণিত:

وروي عن كعب قال: إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين ويقول: إن الله تعالى قد اعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال. (١٢٣)

তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা শাবানের মধ্য রজনীতে জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে বেহেশতের প্রতি এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, বেহেশত যেন নিজেকে নানা সাজে সজ্জিত করে এবং জিব্রাঈল যেন বেহেশতকে উদ্দেশ্য করে এ সুসংবাদ শুনায়: নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার এ রাত্রিতে মুক্ত করে দিয়েছেন আকাশের তারকারাজির সমপরিমাণ, পৃথিবীর রাত-দিনের সংখ্যা পরিমাণ, বৃক্ষের পত্র-পল্লবের সমপরিমাণ, পাহাড় সমূহের ওজনের সমপরিমাণ এবং বালুরাশির সমপরিমাণ অসংখ্য অগণিত মানুষকে।(124)

অনুরূপ 'মুসনদে বাযযায' এ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত:

عن عطاء بن يسار قال: " تنسخ في النصف من شعبان الآجال، حتى إن الرجل ليخرج مسافرا، وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات، ويتزوج وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات". (١٢٥)

তিনি বলেন- 'শাবানের মধ্য রজনীতে আয়ূ নির্ধারণ করা হয়। ফলে দেখা যায় কেউ সফরে বের হয়েছে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আবার কেউ বিয়ে করছে অথচ তার নাম জীবিতের খাতা থেকে মৃতের খাতায় লিখা হয়ে গেছে।(126)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আরা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

عن ابن عمر قال: " خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين(١٢٧) "

পাঁচটি রজনীতে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাঃ জুমার রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, (১২৮)শাবানের মধ্য রজনী এবং দুই ঈদের রাত।

١٢٣- الكتاب: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ). الناشر: دار ابن حزم للطبتعة والنشر. الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م. ص١٣٨

124 - ইবন রজব হাম্বলী: লাতায়েফুল মা'রেফ, পৃ-১৩৮

١٢٥- مسند البزار: كتاب الصيام، باب النصف من شعبان. رقم الحديث:7925

126 - মুসনাদ আল বায্যার, হা-৭৯২৫

١٢٧- مسند البزار: كتاب الصيام، باب النصف من شعبان. رقم الحديث:7927

তাবেয়ীন কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট শবে বরাতের গুরুত্ব

শামের বিশিষ্ট তাবেয়ী যেমনঃ ১. হযরত খালেদ ইবনে মা'দান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২. ইমাম মাকহূল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩. লোকমান ইবনে আমের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমূখ উচ্চমর্যাদাশীল তাবেয়ীগণ শা'বানের পনেরতম রজনীকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এতে খুব বেশী বেশী ইবাদত ও বান্দেগীতে মগ্ন থাকতেন বলে গ্রহণযোগ্য মত পাওয়া যায়।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'লাতায়েফুল মা'রেফ' নামক কিতাবে তাবেয়ীনগণের যুগে কীভাবে শবে বরাত উদযাপিত হতো তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة, وكان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما من تابعي الشام يقومون في المسجد ليلة النصف, ووافقهم الإمام إسحاق ابن راهويه على ذلك, وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة. (انتهى باختصار وتصرف) (١٢٩)

শাবানের মধ্যরাতকে শামবাসী তাবেয়ীগণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকতেন। খালেদ বিন মা'দান, লোকমান বিন আমেরসহ শামদেশীয় তাবেয়ীগণও মসজিদে গিয়ে শবে বরাত পালন করতেন এবং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাভীয়াও এতে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন ''মসজিদে সমবেত হয়ে জামাতসহকারে এ রাত উদ্‌যাপন করা বিদ'আত নয়। (বরং সুন্নাত)

তিনি আরও বলেন:

---

128 - মুসনাদ আল বায্যার, হা-৭৯২৭

١٢٩- (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ). الناشر: دار ابن حزم للطبتعة والنشر. الطبعة: الأولى،١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م: ص ٢٦٣)

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها...

"সিরিয়াবাসী তাবেয়ীনদের কাছ থেকে মানুষ এ রাতের ফযীলত এবং মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছেন।

তিনি আরও বলেন:

ثم قال: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله.

এ রাত জামাত সহকারে মসজিদে উদ্‌যাপন করা মুস্তাহাব। হযরত খালিদ ইবনে মা'দান এবং লোকমান ইবনে আমেরসহ অন্যান্য তাবেয়ীগণ এ রাতে উন্নতমানের পোশাক পরিধান করতেন, খুশবু লাগাতেন, সুরমা দিতেন এবং এ রাতটি সম্পূর্ণরূপে মসজিদে কাটাতেন। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাভিয়াও এটার সমর্থনে বলেছেন- 'জমাত সহকারে এ রাতটি মসজিদে উদ্‌যাপন করা বিদ'আত নয়[130]

তিনি আরও বলেন:

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله إلى البصرة عليك بأربع ليال من السنة فإن الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغا أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى

"বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীয বসরায় নিযুক্ত গভর্ণরের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, বছরের চারটি রাতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এ রাতগুলোতে রহমতের অঢেল প্রবাহ দান করেন। এগুলো হলো- রজবের প্রথম রাত, শাবানের মধ্য রাত এবং উভয় ঈদের দুই রাত।"

وقال الشافعي رضي الله عنه: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان قال: وأستحب كل ما حكيت في

[130] - হারব আল কেরমানী তাঁর 'আল্ মাসায়েল' নামক কিতাবে তা বর্ণনা করেছেন

هذه الليالي ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان ويتخرج في استحباب.

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ বলেন: "আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, বলা হয়ে থাকে, পাঁচটি রহমতময় রজনীতে দো'আ কবুল হয়। জুমার রাতে, ঈদুল আযহার রাতে, ঈদুল ফিতরের রাতে, রজব মাসের প্রথম রাতে এবং শাবানের মধ্যরাতে।"

হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসার বলেন:

وروى سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن عطاء بن يسار قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحن او قاطع رحم

ক্বদরের রাতের পর বরাতের রাতের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রাত আর কোনটি হতে পারে না। এ রাতে আল্লাহ্ সর্বশ্রেণীর লোকদের ক্ষমা করে দেন। একমাত্র মুশরিক, ঝগড়াটে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে ব্যতিরেকে।

তিনি আরও বলেন:

وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة فإن العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وأن اسمه قد نسخ في الموتى ما ينتظر به ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه.

"যখন শাবানের মধ্য রাত উপস্থিত হয়, তখন মালাকুল মাওত এর কাছে একটি রেকর্ডবুক অর্পণ করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, এ বইয়ে যাদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের প্রাণ কবজ কর। দেখা যায় মানুষ গাছ লাগাচ্ছে, বিবাহ করছে, ঘর নির্মাণ করছে, অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। আর মালাকুল মাওত একমাত্র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই জান কবয করে নেয়।"[১৩১]

[১৩১] -দেখনু: ابن رحب الحنبلي (৭৩৬- :লিখক لطاءف المعارف فيما المواسم العام من الوضائف (৭৯০ প্রকাশ: القاهرة ,دار الفجر للتراث সন-............. পৃ. ১৭৭-২০৩)

বিশ্ব নন্দিত চার মাযহাবের ইমামগন ও মুজতাহিদগণ আলাইহিমুর রাহমার নিকট শবে বরাতের গুরুত্ব

চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগন এবং তাঁদের অনুসারী সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম প্রত্যেকে এ রাতের ফযীলতকে স্বীকার করেছেন এবং এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করাকে মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের অভিমত পেশ করা গেল।

- **প্রথমত: হানাফী মাযহাবের অভিমত:**

শবে বরাত উদযাপন প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সরাসরি কোন অভিমত পাওয়া না গেলেও তাঁর অনুসারী প্রখ্যাত ওলামাগণের অভিমত থেকে এ মাযহাবের অবস্থান আমাদের নিকট সুস্পষ্ঠভাবে প্রমানিত হয়।

১. ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী (মৃঃ ৯৭০ হিঃ) البحر الرائق এ বলেনঃ

ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة, والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه.

" রমযানের শেষ দশ রাতে দুই ঈদের রাতে, পহেলা যিলহজ্ব রাতে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুসতাহাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হাদীস সমূহে এসেছে। (132)

২. মোল্লা খসরু: (ইন্তিকাল:৮৮৫ হি:) তিনি 'দুরারুল হুক্কাম' এ বলেন:

ومن المندوبات إحياء ليال العشر الأخير من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان(١٣٣)

132 - "বাহরুর রায়েক খ-০২, পৃ-৫৬

١٣٣- (درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمُلا - أو مُنْلا أو المولى – خسرو. دار إحياء الكتب العربية ١١٧/١)

" রমযানের শেষ দশ রাতে দুই ঈদের রাতে, যিলহজ্বের প্রথম দশ রাতে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুসতাহাবের অন্তর্ভুক্ত। (১৩৪)

৩. ফিক্বহে হানাফীর ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আলী আল হাসকফী (মৃঃ ১০৮৮ হিঃ) বলেনঃ

وإحياء ليلة العيدين والنصف من شعبان والعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره (اهـ

দুই ঈদের রাতে, শাবানের পনের তারিখে, রমযানের শেষ দশ রাতে এবং যিলহজ্বের প্রথম তারিখে জাগ্রত থেকে ইবাদত কতা মুসতাহাব।"(135)

৪. ইমাম ইবনু আবেদীন শামী (১১৯৮ হি:-১২৫২হি) বলেন:

مَطْلَبٌ فِي إحْيَاءِ لَيَالِي الْعِيدَيْنِ وَالنِّصْفِ وَعَشْرِ الْحِجَّةِ وَرَمَضَانَ(قَوْلُهُ وَإِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ)الْأَوْلَى لَيْلَتَيْ بِالتَّثْنِيَةِ: أَيْ لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ عِيدِ الْأَضْحَى. (قَوْلُهُ وَالنِّصْفِ)أَيْ وَإِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ(١٣٦)

"রমযানের শেষ দশ রাতে দুই ঈদের রাতে, যিলহজ্বের প্রথম দশ রাতে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুসতাহাবের অন্তর্ভুক্ত। (137)

৫. আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার ইবনু আলী আশ-শারাম্বলালী আল হানাফী (মৃঃ ১০৬৯ হিঃ) বলেনঃ

وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان (١٣٨)

" শাবানের পনের তারিখ রাত জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব। (১৩৯)

134 - দুরারুল হুক্কাম ১/১১৭

135 - শারহুল হাসকফী- ০২/২৫

١٣٦-.. رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) محمد أمين بن عمر عابدين ,عالم الكتب, سنة النشر: ١٤٢٣ – ٢٠٠٣

137 - রদ্দুল মুহতার: ০২/২৫

١٣٨- نور الإيضاح لحسن الشرنبلالي ص٦٣." نهاية المحتاج للرملي ٣٩٧/٢: مغني المحتاج للشربيني ٥٩١/١, الشرنبلالي في الإمداد ما جاء في فضل هذه الليالي كلها

১৩৯(- নুরুল ইদাহ ৬৩, নিহায়াতুল মুহতাজ ২/৩৯৭, মুগনাল মুহতাজ ১/৫৯১)

- **দ্বিতীয়ত:মালেকী মাযহাবের অভিমত:**

১. **আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মালিকী (৭৩৭ হি:)** আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মালিকী উক্ত রাত সম্পর্কে সলফে সালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের আমল উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

وبالجملة فهذه الليلة وإن لم تكن ليلة القدر فلها فضل عظيم وخير جسم، وكان السلف رضي الله عنهم يعظّمونها ويشمّرون لها قبل إتيانها، فما تأتيهم إلا وهم متأهّبون للقائها والقيام بحرمتها، على ما قد عُلم من احترامهم للشعائر... انتهى(১৪০)

"মোটকথা, রাতটি যদিও ক্বদরের রাত নয়, তবুও তার মহান ফযীলত, গুরুত্ব ও তাতে উম্মতের বিশাল কল্যাণ রয়েছে। সলফে-সালেহীন রাতটির যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং তার আগমনের পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রাতটির যখন আগমন ঘটতো তখন তারা তাকে বরণ করে নেয়ার জন্য এবং তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। এটাই এ রজনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।" (১৪১)

২. **ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল আবদরী আল মালেকী(৮৯৭ হি:) বলেন:**

(وندب إحياء ليلته) روى أبو أمامة: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) اهـ(১৪২)

হযরত আবু উমামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও শাবানের মধ্য রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্বলবকে জীবিত রাখবেন ওই দিনও, যে দিন অনেক ক্বলব মৃত্যুবরণ করবে।

৩. **শামসুদ্দিন মাগরিবী আল মালেকী (৯৫৪ হি) বলেন:**

١٤٠- أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوفى: ٧٣٧هـ(المدخل: دار التراث

141 - দেখুন - আল মাদখালঃ খ-২, পৃ-২৫৭

١٤٢- التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧هـ(دار الكتب العلمية, الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م, ٥٧٤/٢

(وندب إحياء ليلته): قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب قال: رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه (١٤٣)

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রাহ.) "জামউল জাওয়ামে' " নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও শাবানের মধ্য রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্বলবকে জীবিত রাখবেন ওই দিনও, যে দিন অনেক ক্বলব মৃত্যুবরণ করবে।(144)

৪. **ইমাম আহমদ ইবন গানেম আল আযহারী আল মালেকী(১১২৬ হি:) বলেন:**

وإنما استحب إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لقوله: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب (١٤٥)

"যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও শাবানের মধ্য রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্বলবকে জীবিত রাখবেন ওই দিনও, যে দিন অনেক ক্বলব মৃত্যুবরণ করবে।" (146)

৫. **ইমাম মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দাসূকী আল মালেকী(১২৩০ হি:) বলেন;**

(قوله وندب إحياء ليلته) أي لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامة بل يكون قلبه عند النزع مطمئنا, وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير(147) "এ রাতটি জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব, কেননা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও শাবানের মধ্য রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্বলবকে জীবিত রাখবেন ওই দিনও, যে দিন অনেক ক্বলব মৃত্যুবরণ করবে।" (148)

١٤٣- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ(دار الفكر. الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م/ ١٩٣/٢

144 - মাওয়াহিবুল জালীল ০২/১৯৩

١٤٥- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين (النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ(دار الفكر1415 ,هـ - ١٩٩٥م)

146 - আল ফাওয়াকিহ আদ দাওয়ানী: ১/২৭৫

١٤٧-(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ) دار الفكر

148 - হাশিয়াতুদ দাসূকী: ১/৩৯৯

◆ তৃতীয়ত: শাফেয়ী মাযহাবের অভিমত:

১. ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'আল্ উম্ম' নামক কিতাবে বলেন-

قال الشافعي : وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان. قال الشافعي : وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا. [١٤٩]

'আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, বলা হয়ে থাকে, পাঁচটি রহমতময় রজনীতে দো'আ কবুল হয়। জুমার রাতে, ঈদুল আযহার রাতে, ঈদুল ফিতরের রাতে, রজব মাসের প্রথম রাতে এবং শাবানের মধ্যরাতে। তিনি (শাফে'ঈ) আরও বলেন, 'আমি উপরোক্ত রাতগুলোকে উদ্‌যাপন করা মুসতাহাব মনে করি, যদি ফরয মনে করা না হয় (150)

২. ইমাম ইবনু শামা (৬৬৫ হি:) বলেন:

قال الإمام ابن الصلاح في فتوى له: ...وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيله واحياؤها بالعبادة مستحب [١٥١]

"ইমাম ইবনুস সালাহ তাঁর ফাতওয়াতে লিখেছেন, নিশ্চয় শবে বরাতের ফযীলত প্রমানিত" (152)

৩. আল্লামা খতীব শারবিনী শাফেয়ী (৯৭৭ হি:) বলেন:

والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب [١٥٣]

" শাবনের মধ্য রজনীতে দোয়া কবূল হয়, তাই এ রাতে দোয়- ইবাদত করা মুস্তাহাব" । (154)

---

[١٤٩]- الأم:محمد بن إدريس الشافعي، ط: دار المعرفة, سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م. كتاب الصلاة, كتاب صلاة العيدين » العبادة ليلة العيدين

150 - আল উম্ম, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল ঈদাইন, আল ইবাদাহ ফী লাইলাতিল ঈদাইন

[١٥١]- الباعث على إنكار البدع والحوادث: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: ٦٦٥هـ) دار الهدى – القاهرة. الأولى، ١٣٩٨ – ١٩٧٨. ص ٤٤)

152 - আল বা'য়েস আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেস:88

[١٥٣]- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) دار الكتب العلمية. الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

154 - মুগনাল মুহতাজ: ১/৫৯১

◆ চতুর্থত: হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের অভিমত:

১. মনসুর আল বাহুতী (১০০০ হি:-১০৫১ হি:) 'কাশ্‌শাফুল কান্না' নামক কিতাবে লিখেন-

وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلي فيها، ويعضده حديث: من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب [١٥٥]

'নিশ্চয় শাবানের মধ্য রাতের অনেক ফযীলত বিদ্যমান। সালফে সালেহীনদের মাঝে অনেকেই এ রাতে নফল নামায আদায় করতেন। প্রিয় নবীর এ হাদীসতাদের সমর্থন করে। প্রিয়নবী এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও শাবানের মধ্য রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্বলবকে জীবিত রাখবেন ওই দিনও, যে দিন অনেক ক্বলব মৃত্যুবরণ করবে। (তারীখে মুনযেরীতে তা বর্ণিত হয়েছে)। আরেক দল ওলামা বলেছেন- অনুরূপভাবে আশুরা (মহররম মাসের নয় তারিখ দিবাগত রাত)'র রাতে, রজব মাসের প্রথম রাতে ও শবে বরাতও। (156)

২. ইবনে তাইমিয়াহ্ (মৃত্যু ৭২৮ হি:): হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে প্রশিদ্ধ, সালাফী ও ওহাবী মতবাদের অনুসারীদের ইমামে আজম! জনাব ইবনে তাইমিয়া বলেন: -

وقد سئل ابن تيمية عن صلاة ليلة النصف من شعبان فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو حسن., وقال في موضع آخر: "وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا ". انتهى [١٥٧]

---

[١٥٥]- رواه المنذري في تاريخه بسنده عن ابن كردوس عن أبيه قال جماعة وليلة عاشوراء وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان. (كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي. ط: دار الفكر، سنة النشر: ١١٤٠٢هـ/١٩٨٢م. » كتاب الصلاة » باب صلاة التطوع » فصل صلاة الضحى)

156 - মনসুর আল বাহুতী:'কাশ্‌শাফুল কান্না' ১/৪৬৭

[١٥٧]- مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٣ / ص١٣١-١٣٢

"ইবনে তাইমিয়াহকে শবে বরাতের রাতে নফল নামায আদায় বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি মানুষ শবে বরাত রাতে একাকী অথবা বিশেষ জামাত সহকারে নফল নামাজ আদায় করে, যেমনিভাবে সালফে ছালেহীনগণের অনেকেই করতেন, তাহলে তা খুবই ভাল কাজ"। তিনি অন্যত্র বলেন, শবে বরাতের ফজিলতে অনেক হাদীসও রিওয়ায়েত বিদ্যমান এবং এটাও প্রমাণিত যে, সালফে সালেহীনগণ এ রাতে বিশেষ নফল নামায আদায় করতেন। সুতরাং একাকীভাবে এ রাতে ইবাদতের ক্ষেত্রে সালফে ছালেহীনগণ অগ্রগামী এবং এতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণও মিলে। সুতরাং এ ধরনের বিষয়ে অস্বীকার করা যায় না।

ইবনে তাইমিয়্যা আরও বলেনঃ

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٠٢: (ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها... لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر) اهـ"এ রাতের ফযীলতে বেশ কিছু মরফূ হাদীস এবং আছার বর্ণিত আছে যে প্রমাণ করে যে এ রাতটি ফযীলতপূর্ণ। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেন।... যে মতের উপর আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহু সংখ্যক বরং বেশিরভাগ আলেম রয়েছেন তা হলো এই রাতটি অন্যান্য রাতের উপর ফযীলত রাখে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটিই জানা যায়। আর যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের আমল সেসকল হাদীসকে সত্যয়ন করে। এই রাতের কিছু ফযীলত সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহতে উল্লেখিত রয়েছে তবে এ রাত সম্পর্কে কিছু জাল হাদীসও রয়েছে। "[158]

ইবনে তাইমিয়্যার এ উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন সহ সলফে সালেহীনরা অনেকেই এ রাতকে ফযীলতপূর্ণ হিসেবে রায় দিয়েছেন এবং এ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করেছেন।

[158] - ইক্তিদাউস সিরাত আল মুস্তাকি-৩০২

ইবনে তাইমিয়্যা তার ফাতওয়াতে লিখেনঃ সাহাবারা, তাবেঈনরা, সালাফরা এ রাত অনেক গুরুত্বের সাথে পালন করে এসেছেন। [159]"

পূর্ববর্তী যুগের অনেক উলামাই এ রাতের ফযীলতকে গ্রহণ করেছেন। যেসব বুজুর্গানে দ্বীনরা এই রাতের ফযীলত সম্পর্কে একমত হয়েছেন, তাদের মধ্যে উমর বিন আব্দুল আযীয, ইমাম আল শাফী, ইমাম আল আওযায়ী, আতা ইবনে ইয়াসার, ইবনে রজব আল হাম্বলী এবং হাফিয যয়নুদ্দীন আল ইরাকীরাহমাতুল্লাহি আলায়হিঅন্যতম। [160]

নাসির উদ্দীন আলবানী: হাম্বলী মাযহাবের আরেক দাবীদার, লা-মাযহাবীদের ইমাম, নাসিরুদ্দীন আলবানী শবে বরাত সম্পর্কীয় সকল হাদীস এক সাথে করে সেগুলোর সনদ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন এবং পর্যালোচনার শেষে তার সার নির্যাস পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছেন এভাবেঃ "

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد ؛ كما في الشأن في هذا الحديث ؛ فما نقله الشيخ القاسمي في إصلاح المساجد(ص ١٠٧) عن أهل التعديل والجرح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح ؛ فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول ؛ فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك، و الله تعالى هو الموفق." [١٦١].

"সারকথা হলো এ সকল সূত্রের সমষ্টির কারণে)শবে বরাত সম্পর্কীয়) হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ। কোন হাদীস অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ হলে এর চেয়ে কম সূত্রের মাধ্যমে সহীহ প্রমাণিত হয়। যেমনটি আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বর্ণিত হাদীস টি যা অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ। সুতরাং কাসেমী সাহেব হাদীস পর্যালোচক ও সমালোচকদের থেকে নকল করে শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই বলে 'ইসলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন, তার এ কথার উপর আস্থা রাখা উচিত নয়। "[162]

[159] - ২৩ খ, ১৩২ পৃ

[160] - লাতাইফুল মারিফ, হাফিজ ইবনে রজবঃ পৃ-২৬৩,২৬৪; ফাতহুল ক্বাদীরঃ খ-২, পৃ-৩১৭

[١٦١] - السلسلة الصحيحة ١١٤٤

[162] - সিলসিলাতুল আহাদিসা সহীহাঃ খ-৩, পৃ- ১৮৩

শুয়াইব আল আরনাউত: সময়কালীন নজদী হাদীস পর্যালোচক শাইখ শুয়াইব আল আর নাউত মুসনাদে আহমদের টীকায় আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক শবে বরাতের হাদীস টির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ " হাদীস টি তার সহযোগী হাদীস গুলো দ্বারা সহীহ বলে বিবেচিত। সহযোগী হাদীস গুলো হচ্ছে: ১। আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস. ২। মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস. ৩। আবু মূসা আল আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৪। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৫। আবু ছালাবাহ আল খুশানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৬। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৭। আউফ বিন মালিক এর হাদীস.

এ সকল সহায়ক বা সমর্থক হাদীসের প্রত্যেকটির সূত্রের মধ্যে যদিও কিছু অসুবিধা আছে তবে এসব হাদীসের সমষ্টি দ্বারা মূল হাদীস সহীহ ও শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কাসেমী হাদীস পর্যালোচক ও সমালোচকদের থেকে ইসলাহুল মাসাজিদ গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন যে, মধ্য শা'বানের রাতের ফযীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীস নেই এর অর্থ হলো এ ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নেই। কিন্তু সবগুলো হাদীসের সমষ্টিগত সূত্রের দ্বারা হাদীস গুলো পরস্পরে শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে বিষয়টি প্রমাণিত এতে কোন সন্দেহ নেই।" (163)

163 - মুসনাদে আহমদঃ খ-১১, পৃ-১৬, ৬৬৪২

মুহাদ্দিসীনে কেরাম আলাইহিমুর রাহমার নিকট শবে বরাতের গুরুত্ব

শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে মুহাদ্দিসীনে কেরামেরা বরাবরই সনদসহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার মধ্যে কিছু হাদীসকে সহীহ, কিছুকে হাসান (সহীহের অন্তর্ভুক্ত), আর কিছুকে দুর্বল (কম মাত্রাসম্পন্ন) বলে রায় দিয়েছেন। মুহাদ্দিছগণ যদিও কোন কোন হাদীসের দোষ-ত্রুটি আলোকপাত করেছেন কিন্তু কেউ সেগুলোকে ভিত্তিহীন জাল হাদীস বা অগ্রহণযোগ্য হাদীস বলেন নি, এমনকি তারা কোন হাদীসের মতনকেও দঈফ বলেননি। উপরন্তু তাঁরা উসূলে হাদিসের নীতি অনুযায়ী শবে বরাতের ফযীলত আছে বলে মত প্রদান করেছেন এবং এ রাতে সাহাবায়ে কেরাম, সলফে সালেহীনগন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এসব মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ ১। হাফিয নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২। হাফিয ইবনে রজব আল হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩। ইবনু হিব্বান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৪। আদনান আবদুর রহমান ৫। ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬। হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭। ইমাম বাযযার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৮। ইমাম উকায়লীরাহমাতুল্লাহি আলায়হি ৯। ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০। হামযা আহমাদ আয যায়্যান ১১। ইমাম যুরকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২। আল্লামা ইরাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ। যাঁদের অভিমত উপরে পেশ করা হয়েছে।

শেষকথাঃ আলবানী তার السلسلة الصحيحة (সিলসিলাতুল আহাদীসসহীহা) কিতাবের (যে কিতাবটিতে তার নিজের ভাষ্যমতে শুধু সহীহ হাদীসগুলোই স্থান পেয়েছে) ৩য় খ-ের ১৩৫ থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত কিছু হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা করে সমাপ্তি টানতে গিয়ে বলেনঃ

و جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب و الصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث, فما نقله الشيخ القاسمي في إصلاح المساجد (ص ١٠٧) عن

أهل التعديل و التجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح, فليس مما ينبغي الاعتماد عليه, و لئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع و عدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك. و الله تعالى هو الموفق. (١٦٤)

"সারকথা হল এই যে, নিশ্চয় এই হাদিসটি এই সকল সূত্র পরম্পরা দ্বারা সহীহ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সহীহ হওয়া এর থেকে কম সংখ্যক বর্ণনার দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে যায়, যতক্ষণ না মারাত্মক কোন দুর্বলতা থেকে বেঁচে যায়, যেমন এই হাদিসটি হয়েছে। আর যা বর্ণিত শায়খ কাসেমী থেকে তার প্রণিত "ইসলাহুল মাসাজিদ" গ্রন্থের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় জারাহ তা'দীলের ইমামদের থেকে যে, "শাবানের অর্ধ মাসের রাতের কোন ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীসনেই মর্মে" সেই বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবেনা। আর যদি কেউ তা মেনে নেয় সে হবে ঘারতেড়া স্বভাবের, আর তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণা-উদ্ভাবনের কোন যোগ্যতাই নেই এরকমভাবে যেমন আমি করলাম। (165)

বিশ্বনন্দিত ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে শবে বরাত

পূর্বে উল্লেখিত দলীলসমূহের আলোকে অধিকাংশ সলফে সালেহীন তথা মুহাদ্দিসীন, মুফাস্‌সিরীন, ওলামা, আওলিয়া ও বুজুর্গানে দ্বীন শবে বরাতের তাৎপর্য ও ফযীলতের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা রাতটিকে খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করতেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন, যেন রাতটি ইবাদতে কাটে এবং তার মাহাত্ম্য ও ফযীলত অর্জন করা যায়। তাঁদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. ইমাম শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হি:) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'আল্ উম্ম' নামক কিতাবে বলেন-

قال الشافعي : وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من

١٦٤- الألباني: السلسلة الصحيحة,جـ ٣ صـ ١٣٥)

165 - সিলসিলাতুস সাহিহাহর ৩ নং খন্ডের ১৩৫ নং পৃষ্ঠা

شعبان. قال الشافعي : وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا. (١٦٦)

'আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, বলা হয়ে থাকে, পাঁচটি রহমতময় রজনীতে দো'আ কবুল হয়। জুমার রাতে, ঈদুল আযহার রাতে, ঈদুল ফিতরের রাতে, রজব মাসের প্রথম রাতে এবং শাবানের মধ্যরাতে। তিনি (শাফে'ঈ) আরও বলেন, 'আমি উপরোক্ত রাতগুলোকে উদ্‌যাপন করা মুসতাহাব মনে করি, যদি ফরজ মনে করা না হয়। (167)

তিনি আরও বলেন,

قال الشافعي : وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان. قال: وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة جمع. وليلة جمع هي ليلة العيد ؛ لأن في صبحها النحر. (١٦٨)

'আমাদের নিকট প্রমাণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর জুমার রাত উদ্‌যাপন করতেন।

وهي: ليلة البراءة، ولعل وجه تخصيصها ; لأنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ويدبر كل خطب عظيم مما يقع في السنة كلها من الإحياء والإماتة وغيرها، حتى يكتب الحجاج وغيرهم(١٦٩)

২. ইমাম আন নববী বলেনঃ (জন্ম ৬৩১ হি, ১২৩৩ খৃ, ওফাত ৬৭৬ হি, ১২৭৭ খৃ)

ذكر ايضاً الامام شيخ الاسلام النووي في كتاب المجموع شرح المهذب: "قال الشافعي في «الأم»: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستحاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب،

١٦٦-الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ204-150) هـ820-767 / م (هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسيروعلم الحديث،، ط: دار المعرفة, سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م. كتاب الصلاة, كتاب صلاة العيدين » العبادة ليلة العيدين

167 - আল উম্ম, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল ঈদাইন, আল ইবাদাহ ফী লাইলাতিল ঈদাইন

١٦٨- كتاب السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.ط: دار المعرفة. كتاب صلاة العيدين » باب عبادة ليلة العيدين)

١٦٩- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري.ط: دار الفكر. سنة النشر: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م. كتاب الصلاة. باب قيام شهر رمضان)

وليلة النصف من شعبان. قال الشافعي: وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال: رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله تعالى، حتى تذهب ساعة من الليل، قال الشافعي: وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة النحر، قال الشافعي: وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن تكون فرضاً. [١٧٠]

"ইমাম শাফেঈ তাঁর কিতাব 'আল-উম' এ বলেন, আমি জানতে পেরেছি পাঁচটি রজনীতে দোয়া কবুল করা হয়, জুমআর রাত, ঈদুল আযহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, রজব মাসের প্রথম রাত ও শাবান মাসের মাঝ রাত।" এর পর তিনি উক্ত রাতসমূহতে পূর্ববর্তীদের কে কি আমল করতেন তা বর্ণনা করেন, পরে বলেনঃ " ইমাম শাফেঈ বলেছেন, আমি এসব রাতে পূর্ববর্তীরা যা কিছু আমল করতো বলে বর্ণনা করেছি তা সবই মুস্তাহাব মনে করি, ফরজ নয়। " (171)

৩. আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মালিকী:(ওফাত-৭৩৭হি:) আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মালিকী উক্ত রাত সম্পর্কে সলফে সালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের আমল উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

قال الإمام ابن الحاج رحمه الله في كتابه ((المدخل)) ج١ص٢٥٧، في "فصل" ليلة نصف شعبان: وبالجملة فهذه الليلة وإن لم تكن ليلة القدر فلها فضل عظيم وخير جسم، وكان السلف رضي الله عنهم يعظّمونها ويشمّرون لها قبل إتيانها، فما تأتيهم إلا وهم متأهبون للقائها والقيام بحرمتها، على ما قد عُلم من احترامهم للشعائر... انتهى[١٧٢]

"সন্দেহ নেই, রাতটি একটি মুবারক রাত। মহান আল্লাহর নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। মোটকথা, রাতটি যদিও ক্বদরের রাত নয়, তবুও তার মহান ফযীলত, গুরুত্ব ও তাতে উম্মতের বিশাল কল্যাণ রয়েছে। সলফে-সালেহীন রাতটির যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং তার আগমনের পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রাতটির যখন আগমন ঘটতো তখন তারা তাকে বরণ করে নেয়ার জন্য এবং তার যথাযোগ্য

[١٧٠]-أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي631) هـ1233-م676 / هـ1277-م (المشهور باسم" النووي" المجموع للنووي ٥ / ٤٧.)

[١٧١]- আল মাজমু ৫/৪৭

[١٧٢]- أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج، أحد جهابذة المتصوفين وأعلام السنةالراسخين، كان عالما بالمذهب المالكي،:(المدخل) ج١ص٢٥٧)

মর্যাদা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। এটাই এ রজনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।"(173) তিনি আরও বলেন:... তবে রাতটির ফযীলত অনেক। তার এই মহান ফযীলতের দাবী হচ্ছে, ইবাদত প্রভৃতির মাধ্যমে তার যথাযথ শোকর আদায় করা।।"(174)

৪. আল্লামা ইসহাক ইবনুল মুফলিহ (মৃঃ ৮৮৪ হিঃ) বলেনঃ

وفي الفروع لابن مفلح ١/٥٠٩:) روى ابن ماجة عن أبي أحمد المزار بن حمويه عن محمد بن مصفى عن بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة مرفوعا من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواية بقية عن أهل بلده جيدة وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى اهـ

প্রিয়নবী এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও শাবানের মধ্য রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্বলবকে জীবিত রাখবেন ওই দিনও, যে দিন অনেক ক্বলব মৃত্যুবরণ করবে।" হাদীসের কারণে মাগরিব এবং ইশার মাঝখানে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব। অনেকেই বলেছেন, আশূরার রাত, রজবের প্রথম তারিখ রাত এবং শা'বানের পনের তারিখ রাতেও জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব।(175)

৫. ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী (মৃঃ ৯৭০ হিঃ) البحر الرائق এ বলেনঃ

قال ابن نجيم في البحر الرائق ٢/٥٦: " ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة, والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه "[١٧٦]

"রমযানের শেষ দশ রাতে দুই ঈদের রাতে, পহেলা যিলহজ্ব রাতে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুসতাহাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হাদীস সমূহে এসেছে।(177)

173 -দেখুন - আল মাদখালঃ খ-২, পৃ-২৫৭

174 - দেখুন - আল মাদখালঃ খ-২, পৃ-২৫৭

[١٧٥]- " الفروع لابن مفلح ١/٥٠٩

[١٧٦]- العلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (المتوفى: ٩٧٠هـ:البحر الرائق ٥٦/٢)

177 - বাহরুর রায়েক খ-০২, পৃ-৫৬

তিনি 'আল আশ্বাহ্ ওয়ান নাজায়ের' নামক কিতাবে উল্লেখ করেন-

قال بعض الفضلاء: ولو وافق ليلة الجمعة ليلة النصف من شعبان المستحب إحياؤها وهل يندب قيامها نظرا إلى كونها ليلة النصف أو يكره نظرا إلى كراهية إفراد ليلة الجمعة، فيه تردد، والمنع خشية من الوقوع في الحرام اللهم إلا أن يقال أن نية مريد العبادة دافعة له حيث حلت ليلة شعبان. [١٧٨]

কিছু সংখ্যক ওলামা বলেছেন, যদি জুমার রাত ও শাবানের মধ্য রাত একত্রিত হয়ে যায় তাহলে এ রাতটি উদ্‌যাপন করা মুসতাহাব। হ্যাঁ, তবে যদি এটিকে শুধু শবে বরাতের রাত ধরা হয়, তাহলে উদ্‌যাপন করা মুসতাহাব হবে, নাকি জুমার রাত হওয়াতে তা মাকরূহ হবে? তা নিয়ে কিছু সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। আর যারা মাকরূহ বলেছেন তারা হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে। কিন্তু তা হারাম হবে না, কেননা ইবাদতকারীর নিয়ত হলো- শবে বরাত।(179)

৬. **ইমাম সুয়ূতী** (৮৪৯-৯১১ হি: ১৪৪৫-১৫০৫ খৃ) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'হাকীকত আল সুন্নাহ ওয়াল বিদাহ' তে বলেনঃ وما روي فيه من الأحاديث المرفوعة والآثار يقتضي أنها ليلة مفضلة [١٨٠] " শাবান মাসের মাঝ রাত সম্পর্কে, এর অনেক ফযীলত রয়েছে এবং এর কিছু অংশ অতিরিক্ত ইবাদতে কাটানো মুস্তাহাব।"(181)

৭. **মোল্লা আলী আলক্বারী** (ওফাত-১০১৪ হি:-১৬০৬ খৃ) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, মিশকাত শরীফ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাত' এ বলেন-

وفي المرقاة شرح المشكاة قال جماعة من السلف: إن المراد في الآية هي ليلة النصف من شعبان....، ولا نزاع في أن ليلة نصف شعبان يقع فيها فرق كما صرح به الحديث، وإنما النزاع في أنها المرادة من الآية والصواب أنها ليست

---

[١٧٨]-الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجم. ط: دار الكتب العلمية. سنة النشر: ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م. وراجع:غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق ، القول في أحكام يوم الجمعة

179 -'আল আশ্বাহ্ ওয়ান নাজায়ের'

[١٨٠]- حقيقه السنة والبدعة = الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع, الوقيد ليلة النصف من شعبان: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خن الخضيري الأسيوطي المشهور باسم جلال الدين السيوطي، القاهرة 849 هـ 1445/م- القاهرة 911 هـ 1505/م

181 - হাকীকত আল সুন্নাহ ওয়াল বিদাহ আও আল আমর বি আল ইত্তিবা ওয়া আল নাহি আনাল ইবতিদা: ১৪০৫/১৯৮৫ সংস্করণ, পৃ-৫৮

مرادة منها، وحينئذ يستفاد من الحديث والآية وقوع ذلك الفرق في كل من الليلتين إعلاما لمزيد شرفها، ويحتمل أن يكون الفرق في أحدهما إجمالا وفي الأخرى تفصيلا أو تخص إحداهما بالأمور الدنيوية والأخرى بالأمور الأخروية، وغير ذلك من الاحتمالات العقلية، انتهى. [١٨٢]

'সালফে ছালেহীনদের বড় একটি অংশ বলেন, 'আয়াত (সূরা দুখান-১-8) দ্বারা শাবানের মধ্য রাতকে বুঝানো হয়েছে। এতে কোন বিরোধ নেই যে, শবে বরাতের রাত্রিতে বণ্টন কাজ সম্পন্ন হয়। বিরোধ হলো- এ আয়াত দ্বারা এ রাতকে বুঝানো হয়েছে কিনা। যদি তা দ্বারা শবে ক্বদর বুঝানো হয়, তাহলে হাদীসও আয়াত উভয়ের সমন্বয়ে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ বণ্টনটি উভয় রাতে (শবে বরাত ও শবে ক্বদর) সম্পন্ন হয়েছে। যাতে এর গুরূত্ব আরও অধিকভাবে প্রমাণিত হয়। আবার এটাও হতে পারে যে, বণ্টন কাজটি এক রাতে সংক্ষেপে এবং অন্য রাতে বিস্তারিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অথবা এক রাতে পার্থিব বিষয়াদি এবং অন্য রাতে পরকালীন বিষয়াদির বণ্টন সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও নানা সম্ভাবনাও থাকতে পারে।

৮. **হাম্বলী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফক্বীহ আল্লামা শায়খ মানসূর ইবনু ইউনুস (১০০০ হি-১০৫১ হি) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'কাশ্‌শাফুল কান্না' নামক কিতাবে লিখেন:**

وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلي فيها، ويعضده حديث: من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب { رواه المنذري في تاريخه بسنده عن ابن كردوس عن أبيه قال جماعة وليلة عاشوراء وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان[١٨٣]

'নিশ্চয় শাবানের মধ্য রাতের অনেক ফযীলত বিদ্যমান। সালফে সালেহীনদের মাঝে অনেকেই এ রাতে নফল নামায আদায় করতেন। প্রিয় নবীর এ হাদীসতাদের সমর্থন করে। প্রিয়নবী এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও শাবানের মধ্য রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার

---

[١٨٢]- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري، دار الفكر, سنة النشر: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م » كتاب الصلاة » باب قيام شهر رمضان إلمُلاَّ القاري الهروي) ت. ١٠١٤ هـ / ١٦٠٦ م

[١٨٣]- (كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي. ط: دار الفكر، سنة النشر: ١١٤٠٢هـ/١٩٨٢م. » كتاب الصلاة » باب صلاة التطوع » فصل صلاة الضحى)

ক্বলবকে জীবিত রাখবেন ওই দিনও, যে দিন অনেক ক্বলব মৃত্যুবরণ করবে। (তারীখে মুনজেরীতে তা বর্ণিত হয়েছে)। আরেক দল ওলামা বলেছেন- অনুরূপভাবে আশুরা (মহররম মাসের নয় তারিখ দিবাগত রাত)'র রাতে, রজব মাসের প্রথম রাতে ও শবে বরাতও।[184]

তিনি আরও বলেন:

قال منصور البهوتى الحنبلى في كشاف القناع عن متن الإقناع: وفي استحباب قيامها(أي ليلة النصف من شعبان)ما في) إحياء (ليلة العيد هذا معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) كتابه المسمى (اللطائف) في الوظائف.اهـ

"হ্যাঁ, শাবানের পনের তারিখের রাত সম্বন্ধে ফযীলতের কথা বিদ্যমান। সলফে সালেহীন এই রাতে নামায পড়তেন।.... এ রাতে জাগরণ থেকে ইবাদত করার ফযীলত ঠিক দুই ঈদের রাতে জাগরণ থেকে ইবাদত করার ফযীলতের মতই।[১৮৫]

৯. **শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিছে দেহলভী** (৯৫৯-১০৫২হি: ১৫৫২-১৬৪২ খৃ) স্বীয় গ্রন্থ " ماثبت بالسنة فی أيام السنة " তে কিছু হাদীস এবং তাবিঈনদের কিছু বক্তব্য ও আমল নকল করার পর বলেনঃ "... সুতরাং উল্লেখিত হাদীস সমুহের ভিত্তিতে এই রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব। ফাজাইলে আ'মালের ক্ষেত্রে এ ধরনের হাদীসের উপর আমল করা যায়।"[186]

১০. আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার ইবনু আলী আশ-শারাম্বলালী আল হানাফী (মৃঃ ১০৬৯ হিঃ) বলেনঃ

وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان[١٨٧]

---

[184] - মনসুর আল বাহুতী:'কাশ্‌শাফুল কান্না' ১/৪৬৭

[١٨٥]- "(أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي المصري القاهري.: كشاف القناع عن الإقناع, كتاب الصلاة « باب صلاة التطوع «فصل صلاة الضحى الجزء 3 :رقم الصفحة الطبعة :الأولى -سنة الطبع1423 :هـ112 :)

[186] - মা- সাবাতা বিস সুন্নাহ ৩৬০

[١٨٧]- (نور الإيضاح لحسن الشرنبلالي ص٦٣." مغني المحتاج للشربيني ٥٩١/١, (الشرنبلالي في الإمداد ما جاء في فضل هذه الليالي كلها))

"রমযানের শেষ দশক, দুই ঈদের রাত, যিলহজ্বের প্রথম দশ রাত ও শাবানের পনের তারিখ রাত জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব।[188]

১১. ফিক্বহে হানাফীর ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আলী আল হাসকফী (মৃঃ ১০৮৮ হিঃ) বলেনঃ

وإحياء ليلة العيدين والنصف من شعبان والعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره

"সফরের পূর্বে দু'রাকআত, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে দু'রাকআত, দুই ঈদের রাতে, শাবানের পনের তারিখে, রমযানের শেষ দশ রাতে এবং যিলহজ্বের প্রথম তারিখে সম্পূর্ণরাত অথবা রাতের অধিকাংশ সময় জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুসতাহাব।"[189]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম শবে বরাত উদ্‌যাপন করেন এবং তাঁরই অনুসরণে যুগে যুগে মুসলমানগণ এ রাতকে বরকতময় রজনী হিসেবে পালন করে আসছেন।

বিশেষ করে তাবেয়ীনদের যুগে এ রাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদে সমবেত হয়ে জামাত সহকারে আদায়ের প্রচলন শুরু হয়। আর তাঁরা হলেন خير القرون (সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ) এর দলভুক্ত। তাই প্রিয়নবী প্রবর্তিত এ ইবাদতকে বিদ'আত বলা প্রিয়নবীর বিরোধীতারই শামিল।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, শবে বরাতের বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ খুবই নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য। এমনকি সালাফী দাবীদারদের গুরু আলবানী সাহেবও এ হাদিসগুলো সহীহ ও নির্ভুল হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এর জন্য দেখুনঃ[১৯০]

---

[188] - নুরুল ইদাহ ৬৩, নিহায়াতুল মুহতাজ ২/৩৯৭, মুগনাল মুহতাজ ১/৫৯১

[189] - শারহুল হাসকফী- ০২/২৫

[١٩٠]- وفى التعليق (1144) السلسلة الصحيحة (512,511,510,509) على السنة لابن أبى عاصم

নজদী-ওহাবী ও দেওবন্দীদের দৃষ্টিতে শবে বরাত

১. ইবনে তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৬ হি: ১২৬৩-১৩২৮খৃ:): সালাফী ও ওহাবী মতবাদের অনুসারীদের ইমামে আজম! জনাব ইবনে তাইমিয়াহর মতে-

وقد سئل ابن تيمية عن صلاة ليلة النصف من شعبان فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو حسن., وقال في موضع آخر: "وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا ". انتهى[١٩١]

"ইবনে তাইমিয়াহকে শবে বরাতের রাতে নফল নামায আদায় বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি মানুষ শবে বরাত রাতে একাকী অথবা বিশেষ জামাত সহকারে নফল নামাজ আদায় করে, যেমনিভাবে সালফে ছালেহীনগণের অনেকেই করতেন, তাহলে তা খুবই ভাল কাজ"। তিনি অন্যত্র বলেন, শবে বরাতের ফযিলতে অনেক হাদীসও রিওয়ায়েত বিদ্যমান এবং এটাও প্রমাণিত যে, সালফে সালেহীনগণ এ রাতে বিশেষ নফল নামায আদায় করতেন। সুতরাং একাকীভাবে এ রাতে ইবাদতের ক্ষেত্রে সালফে ছালেহীনগণ অগ্রগামী এবং এতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণও মিলে। সুতরাং এ ধরনের বিষয়ে অস্বীকার করা যায় না। (192)

ইবনে তাইমিয়্যা আরও বলেনঃ

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٠٢: (ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها... لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على

---

[١٩١]- (تقي الدين أحمد ابن تيمية) حران1263 م - دمشق1328 م(مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٣ / ص١٣١-١٣٢)

[192] - ইবনে তাইমিয়্যা তার ফাতওয়াতে (২৩ খ, ১৩২ পৃ)

تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر

"এ রাতের ফযীলতে বেশ কিছু মরফূ হাদীস এবং আছার বর্ণিত আছে যে প্রমাণ করে যে এ রাতটি ফযীলতপূর্ণ। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেন।... যে মতের উপর আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহু সংখ্যক বরং বেশিরভাগ আলেম রয়েছেন তা হলো এই রাতটি অন্যান্য রাতের উপর ফযীলত রাখে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটিই জানা যায়। আর যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের আমল সেসকল হাদীসকে সত্যয়ন করে। এই রাতের কিছু ফযীলত সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহতে উল্লেখিত রয়েছে তবে এ রাত সম্পর্কে কিছু জাল হাদীসও রয়েছে। " (193)

ইবনে তাইমিয়্যার এ উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন সহ সলফে সালেহীনরা অনেকেই এ রাতকে ফযীলতপূর্ণ হিসেবে রায় দিয়েছেন এবং এ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করেছেন।

ইবনে তাইমিয়্যা তার ফাতওয়াতে লিখেনঃ সাহাবারা, তাবেঈনরা, সালাফরা এ রাত অনেক গুরুত্বের সাথে পালন করে এসেছেন। (194) "পূর্ববর্তী যুগের অনেক উলামাই এ রাতের ফযীলতকে গ্রহণ করেছেন। যেসব বুজুর্গানে দ্বীনরা এই রাতের ফযীলত সম্পর্কে একমত হয়েছেন, তাদের মধ্যে উমর বিন আব্দুল আযীয, ইমাম আল শাফী, ইমাম আল আওযায়ী, আতা ইবনে ইয়াসার, ইবনে রজব আল হাম্বলী এবং হাফিয যয়নুদ্দীন আল ইরাকীরাহমাতুল্লাহি আলায়হিঅন্যতম। (195)

২. নাসির উদ্দীন আলবানী (মৃ-১৯৯৯খৃ:) নাসিরুদ্দীন আলবানী শবে বরাত সম্পর্কীয় সকল হাদীস এক সাথে করে সেগুলোর সনদ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন এবং পর্যালোচনার শেষে তার সার নির্যাস পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছেন এভাবেঃ "

---

[193] - ইক্তিদাউস সিরাত আল মুস্তাকি-৩০২

[194] - ইক্তিদাউস সিরাত আল মুস্তাকি- ২৩ খ, ১৩২ পৃ

[195] - লাতাইফুল মারিফ, হাফিজ ইবনে রজবঃ পৃ-২৬৩,২৬৪; ফাতহুল ক্বাদীরঃ খ-২, পৃ-৩১৭

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد ؛ كما في الشأن في هذا الحديث ؛ فما نقله الشيخ القاسمي في إصلاح المساجد) ص ١٠٧) عن أهل التعديل والجرح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح ؛ فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول ؛ فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك، و الله تعالى هو الموفق." [١٩٦]

"সারকথা হলো এ সকল সূত্রের সমষ্টির কারণে(শবে বরাত সম্পর্কীয়) হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ। কোন হাদীস অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ হলে এর চেয়ে কম সূত্রের মাধ্যমে সহীহ প্রমাণিত হয়। যেমনটি আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বর্ণিত হাদীসটি যা অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ। সুতরাং কাসেমী সাহেব হাদীস পর্যালোচক ও সমালোচকদের থেকে নকল করে শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই বলে 'ইসলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন, তার এ কথার উপর আস্থা রাখা উচিত নয়। "[197]

৩. **শুয়াইব আল আরনাউত:** সময়কালীন নজদী হাদীস পর্যালোচক শাইখ শুয়াইব আল আর নাউত মুসনাদে আহমদের টীকায় আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক শবে বরাতের হাদীস টির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ " হাদীস টি তার সহযোগী হাদীস গুলো দ্বারা সহীহ বলে বিবেচিত। সহযোগী হাদীস গুলো হচ্ছে: ১। আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস. ২। মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস. ৩। আবু মূসা আল আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৪। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৫। আবু ছালাবাহ আল খুশানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৬। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস. ৭। আউফ বিন মালিক এর হাদীস.

---

[١٩٦]-أبو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني الأرنؤوطي المعروف باسممحمد ناصر الدين الألباني(1999) :السلسلة الصحيحة ١١٤٤.

[197] - সিলসিলাতুল আহাদিসা সহীহাঃ খ-৩, পৃ- ১৮৩

এ সকল সহায়ক বা সমর্থক হাদীসের প্রত্যেকটির সূত্রের মধ্যে যদিও কিছু অসুবিধা আছে তবে এসব হাদীসের সমষ্টি দ্বারা মূল হাদীস সহীহ ও শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কাসেমী হাদীস পর্যালোচক ও সমালোচকদের থেকে ইসলাহুল মাসাজিদ গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন যে, মধ্য শা'বানের রাতের ফযীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীস নেই এর অর্থ হলো এ ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নেই। কিন্তু সবগুলো হাদীসের সমষ্টিগত সূত্রের দ্বারা হাদীস গুলো পরস্পরে শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে বিষয়টি প্রমাণিত এতে কোন সন্দেহ নেই। "[198]

৪. **আশরাফ আলী থানবী** (১৮৬৩-১৯৪৩খৃ:) লিখেছেনঃ " শবে বরাতের এতটুকু ভিত্তি আছে যে, এ মাসের পনের তারিখ দিবা-রাত্রি মহা সম্মানিত ও বরকতময়। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাতে জেগে ইবাদত করার এবং দিনে রোযা রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আর এ রাতে তিনি মদীনার কবরস্থানে গিয়ে মানুষদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করেছেন।"

৫. **মুবারকপুরী:** তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুবারকপুরী তাঁর তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তোহফাতুল আহ্ওয়াজী'তে বলেন-

اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا... فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء، والله تعالى أعلم[١٩٩].

জেনে রেখো, শাবানের মধ্যরাতের (শবে বরাতের) ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীসবর্ণিত হয়েছে, সব হাদীসএকত্রিত করলে প্রমাণিত হয় যে, এ রাতের ফযীলতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। অনুরূপভাবে এ হাদিসগুলো সম্মিলিতভাবে তাদের বিপক্ষে প্রমাণ বহন করে যারা ধারণা করে যে, শবে বরাতের ফযীলতের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণ মেলে না।"[200]

৬. **আব্দুল হাই লখনভী** (১২৬৪-১৩০৪ হি:) লিখেনঃ " শবে বরাতে জাগ্রত থেকে বিভিন্ন প্রকার নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা যে মুস্তাহাব তাতে কোন

---

[198] - মুসনাদে আহমদঃ খ-১১, পৃ-১৬, ৬৬৪২

[١٩٩]- تحفة الأحوذي: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري, ط: دار الكتب العلمية، كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان

[200] - তুহফাতুল আহওয়াজীঃ খ-৩, পৃ-৪৪২, ১৩৫৩, দারুল ফিকির

মতভেদ নেই। কেননা এর প্রমাণ ইবনে মাজাহ এবং বাইহাকীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে মারফূ সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য আর্ও অনেক হাদীস রয়েছে যা বাইহাকী সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনে হাজার মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি "আল ঈদাহ ওয়াল বায়ান" নামক গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রজনীতে অধিক পরিমাণে ইবাদত ও দুআ করতেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাত্রে কবর যিয়ারতও করতেন এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়াও করতেন সুতরাং (قولى فعلى) বাচনিক ও কর্মবাচক হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ রজনীতে অধিক হতে অধিকতর ইবাদত করা মুস্তাহাব। প্রত্যেকের ইচ্ছা মাফিক (নফল ইবাদত করুক) চাই নামায পড়ুক অথবা অন্য কোন ইবাদত করুক। যদি কেউ নফল নামায পড়তে চায় তবে কত রাকাত ও কি পদ্ধতিতে পড়বে, কোন সময় পড়বে, সে ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনক্রমেই এই রজনীতে কেউ এমন কাজ ও আমল করা বৈধ না যা হতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট অথবা ইঙ্গিতে নিষেধ করেছেন। " (201)

৭. **আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী** (মৃত্যু-১৩৫৩ হিঃ) বলেনঃ"

هذه الليلة ليلة البراءة وصح الروايات في فضل ليلة البراءة، وأما ما ذكر أرباب الكتب من الضعاف والمنكرات فلا أصل لها (٢٠٢)

এ রাতটি বরাতের রাত। রাতটির ফযীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীস সমূহ বিদ্যমান, আর যারা হাদীসগুলোকে দূর্বল ও অনির্ভযোগ্য বলেছেন তাদেও দাবী ভিত্তিহীন। (203)

201 - দেখুন - নুরুল ঈজাহ মা শরহে হাশিয়াতি তাহতাভী

٢٠٢- محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (المتوفى: ١٣٥٣هـ)العرف الشذي شرح سنن الترمذي: 2/172

203 - আল আরফুশ শযীঃ পৃ-১৫৬

বিশ্বখ্যাত লেখক ও তাঁদের কিতাবে শবে বরাত

মুসলিম বিশ্বের মহামনীষীগণ কুরআন করীমের নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং প্রায় বড় বড় আলেম নিজেদের রচিত কিতাবাদীতে কেউ সংক্ষেপিত আকারে, কেউ বা সবিস্তারে শবেবরাতের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা আপন আপন গ্রন্থে লেখেছেন এবং বাস্তব জীবনে রাতটিকে কিভাবে চর্চায় আনা হবে তার নমুনা দেখিয়ে গেছেন। যেমনঃ

১. পাঁচশত হিজরীর ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত (এহইয়াউ উলুমিদ্দীন) إحياء علوم الدين

২. ৬০০ হিজরীর প্রারম্ভে হযরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জ্বীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর (গুনিয়াতুত তালেবীন) غنية الطالبين

৩. ৭০০ হিজরীর ইমাম মুহাম্মদ আল জাযারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর (আদদোয়াউ ওয়াস সালাত ফী দওইল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ) الدعاء والصلاة في ضوء القرآن والسنة

৪. ৭০০ হিজরীর ইমাম আবু জাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর (রিয়াজুস সালেহীন) رياض الصالحين

৫. এগারশত হিজরীর শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর (মা ছাবাতা বিস সিন্নাহ) ما ثبت بالسنة সহ অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থে লাইলাতুল বারাআত এবং মাহে শাবান প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শবেবরাতের তাৎপর্য, মাহাত্ম ও মর্যাদার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

মক্কা মুকার্‌রমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় শবে বরাত উদযাপনের ইতিহাস

অনেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বলে থাকে যে, মক্কা থেকে দ্বীন এসেছে। মদীনা থেকে দ্বীন এসেছে। মক্কা মদীনায় তো শবে বরাত পালন হয় না, তোমরা কোথা থেকে তা পেলে?

প্রথমত: তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, কোরআন, হাদীস, ফোকাহা ও ওলামাগণের অভিমত ব্যক্ত করার পর কে পালন করছে আর কে পালন করছেনা সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়।

দ্বিতীয়ত: মক্কা মুকার্‌রমা ও মদীনা মুনাওয়ারা আমাদের মূল আদর্শ নয় বরং কোরআন-সুন্নাহই আমাদের মূল আদর্শ। আল্লাহর প্রিয় নবী ইরশাদ করেছেন, وعن مالك بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ " "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে গেলাম, তোমরা ভ্রষ্ট হবেনা যদি এ দু'টি আকড়ে ধরে রাখ। কিতাবুল্লাহ ও নবীর সুন্নত।"(204)

তৃতীয়ত: কোরআন হাদীসে কোথাও কোন উল্লেখ নেই যে পবিত্র মক্কা মদীনায় সবসময় নবীর সুন্নাত জিন্দা থাকবে, এটা কিন্তু তাদের নিজেদের আমলের দ্বারাও প্রমাণিত। যেমনঃ হারাম শরীফ ও মসজিদে নববীতে এখনো রমযানে তারাবীহ নামায পড়ানো হয় ২০ রাকাআত, অথচ তারা বলে থাকে ৮ রাকাআত তারাবীহ পড়া সুন্নাত!! তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা কেন মক্কা মদীনাকে অনুসরণ করে না? তখন আবার তাদের বক্তব্য হয়, আমরা কোরআন হাদীস মেনে চলি !! আবার তাদের এই বক্তব্যকে যদি ঠিক ধরে নি যে, তারাবীহ ৮ রাকাআত সুন্নাহ, তাহলে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী মক্কা মদীনার ইমামরা এ ক্ষেত্রে সুন্নাহ মানেন না !!

আবার বর্তমান আরবের আমলই যদি শরীয়ত হয়, তাহলে আরবের অনেক শায়খ এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখছে। যা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও জিনার শামিল, আর তাদের শাস্তি হলো- পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদন্ড প্রদান। আপনারা কি তাহলে এটাকে অনুসরণ করবেন এবং বলবেন যে, এক সাথে চারের অধিক

---

204 - মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং-১৫৯৪

স্ত্রী রাখা যায়? কারণ সেখানেতো দ্বীন এসেছে মক্কা-মদীনা থেকে তাই ওখানের লোকেরা যা করে সেটাই শরীয়ত? তাদের অনেকেই যে পানির মত মদ পান করে তা দিবালোকের মত স্পষ্ঠ তাহলে এ বলে ফতোয়া দেবেন যে, মদ পান করা বৈধ?

মোটকথা, ইসলামের বিধান, কোন জাতি পালন করল কি করল না, তা দিয়ে জায়েয-নাজায়েয নির্ধারিত করা যায় না। শরীয়তের দলিল থাকলে তা যে কেউ পালন করতে পারবে।

উপরন্তু মক্কা- মদীনায় যে শবে বরাত কখনো পালন হত না, তাও কিন্তু ঠিক নয়। যেমনঃ আল্লামা ফাকিহী (ওফাত ২৭২-২৭৯ হি;) তদীয় আখবারে মক্কা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

"وأهل مكة فيما مضى إلى اليوم إذا كان ليلة النصف من شعبان، خرج عامة الرجال والنساء إلى المسجد، فصلوا، وطافوا، وأحيوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام، حتى يختموا القرآن كله، ويصلوا، ومن صلى منهم تلك الليلة مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بـ الحمد، و قل هو الله أحد عشر مرات، وأخذوا من ماء زمزم تلك الليلة، فشربوه، واغتسلوا به، وخبؤوه عندهم للمرضى، يبتغون بذلك البركة في هذه الليلة، ويروى فيه أحاديث كثيرة" (٢٠٥)

অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মক্কাবাসী নারী পুরুষগণ শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে মসজিদে গমন করেন অতঃপর নামায আদায় করেন, তাওয়াফ করেন, মসজিদে হারামে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সারা রাত জেগে থাকেন, এমনকি তারা পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করেন। আর যারা একশ রাকাআত নামায আদায় করেন তারা প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে দশবার সূরা এখলাস তিলাওয়াত করেন। যমযমের পানি পান করেন, এর দ্বারা গোসল করেন এবং অসুস্থদের জন্য তা জমা করে রাখেন। এসব আমলের মাধ্যমে তারা উক্ত রাতের বরকত অন্বেষণ করে থাকেন। (206)

٢٠٥- أخبار مكة للفاكهي: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي الكناني (272 هـ) مؤرخ عربي مكي مسلم من مؤرخي وأعلام القرن الثالث الهجري في مكة المكرمة. دار خضر – بيروت 6 ,أجزاء في ٣ مجلدات, الثانية، ١٤١٤ ,جـ٣ ,ص٨٣

206 - আখবারে মক্কা:৩/৮৩

শবে বরাত অস্বীকারকারীদের মতামতের পর্যালোচনা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, নজদী ও লা-মাযহাবী ওহাবীদের সবচেয়ে গণ্যমান্য ইমাম, ইবনে তাইমিয়্যা শবে বরাতের ফযীলতকে স্বীকার করেছেন এবং এ রাতে সলফে সালেহীনরা ইবাদত করেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে হাদীসের তাহকিক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নজদী ও লা-মাযহাবী ওহাবীরা যার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, সময়কালের বিশিষ্ট ওহাবী নেতা নাসিরউদ্দীন আলবানীও শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত সহীহ হাদীস আছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং যারা বলে থাকেন শবে বরাত সম্পর্কিত কোন সহীহ হাদীস নেই, তাদের মতকে ভুলও বলেছেন।

নাসিরউদ্দীন আলবানীর অন্যতম শিষ্য শুয়াইব আল আরনাউত এবং নজদী ও লা-মাযহাবী ওহাবীদেরও অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম মুবারকপুরীও শবে বরাতের ফযীলতের ভিত্তি আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতের ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বা হাসান হাদীসও বর্ণিত নেই?

আহলের হাদীসের দাবীদার লা-মাযহাবীদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা ইবনে তাইমিয়্যা, আলবানী এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরয করতে চাই যে, আপনারা যদি ইবনে বাযের অনুসরণে বা নিজেদের তাহ্‌কীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভূল এবং হক্ব থেকে অনেক দূরে, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং

বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজবরাহমাতুল্লাহি আলায়হি [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না বিতর্কিত ও গোমরাহ ইবনে বায এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? (207)

শবেবরাতের মহিমা, বিশেষত্ব, ফযীলত ও আমলসমূহ

এ রাতে হায়াত-মউত ও বার্ষিক বাজেটের ফয়সালা হয়ঃ

عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كانت ليلة النصف من شعبان قالت فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا حتى أصبح فقال يا عائشة: هل تدرين ما في هذه الليلة قالت ما فيها يا رسول الله فقال فيها يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم (٢٠٨)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনঃ শবে বরাতে কি ঘটে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জানতে চাইলে তিনি এরশাদ করেন, এই রাতের কার্যক্রম হলো এই বছর যত (সন্তান) জন্মগ্রহণ করবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এই বছর যত (লোক) ইন্তেকাল করবে তা লিখা হয়। আর এই রাতেই বান্দাদের (সারা বছরের) কার্যাবলী (আসমানে) উঠানো হয় আর এই রাতেই নির্ধারিত রিয্‌ক অবতীর্ণ হয়। (209)

---

[207] - এর জন্য দেখুন: কুরআন-হাদীছের আলোকে শবে বরাত ISLAMIC SITE. AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH

[٢٠٨] - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح « كتاب الصلاة « باب قيام شهر رمضان, رقم الحديث- ١٣٠٥)

[209] - মিশকাত শরীফ, হা-১৩০৫

হযরত আতা বিন ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিতঃ

وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة فإن العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وأن اسمه قد نسخ في الموتى ما ينتظر به ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه.[٢١٠]

"যখন শাবানের মধ্য রাত উপস্থিত হয়, তখন মালাকুল মাওত এর কাছে একটি রেকর্ডবুক অর্পণ করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, এ বইয়ে যাদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের প্রাণ কবয কর। দেখা যায় মানুষ গাছ লাগাচ্ছে, বিবাহ করছে, ঘর নির্মাণ করছে, অথচ তার নাম মৃতদের তালিকাভূক্ত। আর মালাকুল মাওত একমাত্র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই জান কবয করে নেন।"[২১১]

শবে বরাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আমর বিন আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আবু মূসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আউফ বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, কাছীর বিন মুররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইতিপূর্বে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে প্রায় সবগুলোর সারাংশ হলোঃ

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن [٢١٢]

[٢١٠] - مصنف عبد الرزاق ٣١٧/٤

[২১১] -দেখনু: ابن رحب الحنبلي (৭৩৬- :লিখক لطائف المعارف فيما المواسم العام من الوضائف (৭৯০ প্রকাশ: القاهرة ,دار الفجر للتراث -সন............. পৃ. ১৭৭-২০৩) দেখুনঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকঃ খ - 8, পৃ - ৩২৭)

[٢١٢] - (سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ط: المكتبة العلمية. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ورقمه:٤٤٤/ ٤٤٥. رقم الحديث: ١٣٨٨،١٣٨٩،١٣٩٠. ص١١٦# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني.ط: بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. من الطبقة الأولى من التابعين » مكحول الشامي » ذكر من أسند عنهم من الصحابة والأحاديث الغريبة المسندة من طريقه# المصنف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, دار الفكر, سنة النشر: ١٤١٤هـ/١٩٩٤م. كتاب الدعاء، باب ليله النصف من شعبان وما يغفر فيها من الذنوب، وقمه: ١٥٠، رقم الحديث: ٤٣٣٥)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা শাবানের পনেরতম রাত্রে প্রথম আসমানের দিকে বিশেষ রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এই রজনীতে সকলকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন কেবল মাত্র মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।[213]

ইবনুল হিব্বান-এ হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত:

عن معاذ: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ فلا يسأل احد شيئا إلا أعطيه إلا زانية بفرجها أو مشركا

ছহীহ্ ইবনুল হিব্বান-এ হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, 'যখন শাবানের মধ্য রজনী (শবে বরাত) উপস্থিত হয় তখন এক আহ্বানকারী এ আহবান করতে থাকে, "কোনও ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছো কি? আমি তাকে ক্ষমা করবো কোন প্রার্থী বা ফরিয়াদী আছো কি? আমি তার প্রার্থনা ও ফরিয়াদ কবুল করব? ফলে যে যা প্রার্থনা করবে তাকে তা দেয়া হবে। একমাত্র যেনাকারী ও মুশরিককে নয়।[214]

সুনানে ইবনে মাযা শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামএরশাদ করেন-

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر[٢١٥]

যখন শাবানের মধ্য রজনী উপস্থিত হবে, তখন তোমরা এ রাতটিকে (ইবাদতের মাধ্যমে) উদ্‌যাপন কর এবং আগত দিনটিকে রোজার মাধ্যমে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ওই রাতের সূর্যাস্তের পরক্ষণ থেকেই পৃথিবীবাসীর প্রতি বিশেষ করুণার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং এ ঘোষণা দেন- আছ কি কেউ ক্ষমা চাওয়ার? তাকে ক্ষমা করবো। আছ কি কেউ রিয্ক প্রার্থনা করার? রিয্ক দ্বারা ধন্য করবো।

[213] - দেখুন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহ

[214] - দেখুন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহ

[٢١٥] -.(سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ط: المكتبة العلمية. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ورقمه:٤٤٤/ ٤٤٥. رقم الحديث: ١٣٨٨،١٣٨٩،١٣٩٠. ص١١٦)

আছ কি কেউ অসুস্থ ? তাকে আরোগ্য দান করবো। আছ কি এমন কেউ? আছে কি এমন কেউ? সুবহে সাদেক হওয়া পর্যন্ত এভাবে বলা হবে।[216]

'সুনানে ইবনে মাযাতে হযরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত:

عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ [٢١٧]

তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শাবানের মধ্য রজনীতে রহমত ভরা দৃষ্টিতে গুনাহগারদের দিকে তাকান, ফলে সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন, একমাত্র মুশরিক ও অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতিরেকে।[218]

'মুসনাদে আহমদ'এ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত- প্রিয় নবী এরশাদ করেন,

عن عبد الله بن عَمْرٍو انَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يَطَّلِعُ الله عز وجل إلى خلقة لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ الا لاِثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ[٢١٩]

[216] -সুনানে ইবনু মাযা, হা-১৩৮৮-১৩৯০

[٢١٧] - (سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ط: المكتبة العلمية. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ورقمه:٤٤٤/ ٤٤٥. رقم الحديث: ١٣٨٨،١٣٨٩،١٣٩٠. ص١١٦# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني.ط: بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. من الطبقة الأولى من التابعين » مكحول الشامي » ذكر من أسند عنهم من الصحابة والأحاديث الغريبة المسندة من طريقه# المصنف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, دار الفكر, سنة النشر: ١٤١٤هـ/١٩٩٤م. كتاب الدعاء، باب ليله النصف من شعبان وما يغفر فيها من الذنوب، وقمه:١٥٠، رقم الحديث: ٤٣٣٥)

[218] - সুনানে ইবনু মাযা, হা-১৩৮৮-১৩৯০

[٢١٩] - مسند أحمد: باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. رقم الحديث: ٦٦٠٤. # مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي.ط: مكتبة القدسي. سنة النشر: ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م. كتاب الأدب:٧٤. باب ما جاء في الشحناء-٣٣. رقم الحديث: ١٢٩٥٧، ١٢٩٦٢.١٢٩٦١،١٢٩٦٠،١٢٩٥٩،١٢٩٥٨مسند أحمد بن حنبل: ج٢/ص١٧٦، رقم: ٦٦٤٢، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، ومسند البزار ج١/ص١٥٧، قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث وبقية رجاله وثقوا. ينظر مجمع الزوائد: (٨/ ١٢٦(.

সাবানের মধ্য রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশেষ করুনার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন; কিন্তু দুই শ্রেণীর মানুষকে নয়, বিদ্বেষ পোষণকারী ও আত্মহত্যাকারীকে।[220]

'মুসনাদে বাজ্জার' এ হযরত আবু বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামএরশাদ করেন-

عن أبي بكر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه [٢٢١]

আল্লাহ্ তাবারক ও তা'আলা যখন শাবানের মধ্য রজনী উপস্হিত হয় তখন পৃথিবীর আকাশে রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সকল শ্রেণীর বান্দাদের ক্ষমা করেন, একমাত্র মুশরিক ও মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীকে ছাড়া।

অগণিত মুসলমানকে ক্ষমা করা হয় এ রাতে

ইতিপূর্বে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেছেন যার একাংশ হলোঃ

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعٌ رأسه إلى السماء وقال «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله.. فقلت يارسول الله ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقال: «إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب» [٢٢٢]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তাআলা শা'বানের পনেরতম রজনীতে প্রথম আসমানের দিকে রহমতের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং কালব গোত্রের বকরীগুলোর পশম পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন। ([223]

[220] - মুসনাদ এ আহমদ ২/১৭৬, হা-৬৬৪২, বায্যার ১/১৫৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা-১২৯৫৭

[٢٢١] - البحر الزخار المعروف بمسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار.ط: مكتبة العلوم والحكم. سنة النشر: ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه » مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما روى محمد بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر. ص٢٧٠و مسند عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه, رقم الحديث: ٨٠, ص١٥٨)

[٢٢٢] - خرَّجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه رحمهم الله.

[223] - তিরমিযী

সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীছে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে দেখা যায় যে, অন্যান্য রজনীতে রাতের শেষাংশে গুনাহ মাফের আহবান করা হয় কিন্তু শবে বরাতের বৈশিষ্ট্য যে, সূর্যাস্ত থেকে সারারাতব্যাপী এ আহবান বলবৎ থাকেঃ

فقد روى عن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. قال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلٍ فأعافيه ألا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى.

হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন শা'বানের পঞ্চদশ রজনী আগত হয় তখন রাতে নামায পড় এবং পরবর্তী দিনে রোযা রাখ। কেননা সূর্যাস্ত হওয়ার সময় হতে সুবহে সাদিক (ফযর) উদিত হওয়া পর্যন্ত রহমত ভরা দৃষ্টিতে গুনাহগারদের দিকে তাকান, এবং এ আহবান করতে থাকেনঃ আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? আছে কি কোন রিয্ক যাচনাকারী, আমি তাকে রিয্ক দেব? আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে বিপদ হতে পরিত্রাণ দেব? আছে কি কোন এমন কেউ, এমন কেউ ইত্যাদি।[224]

শবেবরাতে রাত জাগরণের নির্দেশ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে জাগ্রত থেকে অধিক হতে অধিক ইবাদত করাও মুস্তাহাব, রাত জেগে নফল নামায আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, দুআ-দুরূদ ও ইস্তিগফার করাও মুস্তাহাব ।

এ কারণে হাদীস গবেষণা করলে দেখা যায় শবেবরাতে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাত জাগরণ করেছেন অন্যদেরকেও রাত জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন বরং রাত জাগরণের ফযীলতও বর্ণনা করেছেন।

---

224 - ইবনে মাজাহ, বায়হাকী

এ প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر: ١٦٠/٢: روى الخلال - في كتاب فضل رجب له - من طريق خالد بن معدان قال: خمس ليال في السنة من واظب عليهن رجاء ثوابهن وتصديقا بوعدهن أدخله الله الجنة: أول ليلة من رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها, وليلة الفطر, وليلة الأضحى, وليلة عاشوراء, وليلة نصف شعبان. (٢٢٥)

যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত্রে জাগ্রত থাকবে তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। ১. রজব মাসের ১ম রাত ২. আশুরার রাত ৩. ঈদুল আজহার রাত ৪. ঈদুল ফিতরের রাত ৫. শাবানের পঞ্চদশ রজনী।[226]

এ কারণেই ফিকহের ইমামগণের অনেকে শাবানের পঞ্চদশ রাতে জাগরণ থাকাকে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। (যার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে) হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছেঃ

عن بن عمر قال:خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেনঃ পাঁচটি রজনীতে দুআ করা হলে তা কখনো ফেরত দেয়া হয় না (অবশ্যই কবুল হয়) জুমআর রাত্র, রজবের প্রথম রাত, শাবানের পঞ্চদশ রাত এবং দুই ঈদের রাত।[227]

মাহে শা'বান এবং শাবানের পঞ্চদশে রোযা রাখার গুরুত্ব

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ক্বায়েসরাহমাতুল্লাহি আলায়হিহযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণনা করেনঃ

فمنها ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيامشهر قط إلاّ رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلاّ قليلاً ،

٢٢٥- التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر: ١٦٠/٢

226 - মুনযিরী রচিত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ খ-২, পৃ-১৫২

227 - ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে; আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসনাদে

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নফল রোযার জন্য অন্যান্য মাসের তুলনায় শাবান মাস ছিল অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর তিনি শাবানের রোযাকে রমযানের সাথে মিলিয়ে দেয়াকে আরও বেশী পছন্দ করতেন। [228]"

وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم [٢٢٩]

হযরত উসামাহ বিন যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনাকে রমযান ছাড়া এ পরিমাণ রোজা রাখতে অন্য কোন মাসে দেখিনি। যে পরিমাণ শাবান মাসে রাখেন। (উত্তরে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, এটি রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী একটি মাস, যে মাসের ফযীলত থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকে। অথচ এ মাসে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমি রোজা অবস্থায় আমার আমল পেশ করাকে পছন্দ করি বিধায় রোজা রাখছি। [230]

তিনি বলেন,

وفي البخاري (١٩٧٠) في رواية: [كان يصوم شعبان كله].[٢٣١]

ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: [ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان][٢٣٢]

---

[228] - আবু দাউদ

[٢٢٩] - رواه الإمام أحمد، والنسائي.

[230] - নাসায়ী শরীফ

[٢٣١] - (ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان» البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦). وفي البخاري (١٩٧٠) في رواية: «كان يصوم شعبان كله». وفي مسلم في رواية: «كان يصوم شعبان إلا قليلاً». وروى الإمام أحمد (٢١٧٥٣)، والنسائي (٢٣٥٧) من حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: «لم يكن (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان»، فقال له: لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» قال في الفروع (ص ١٢٠ ج ٣ ط آل ثاني): والإسناد جيد.(

[٢٣٢] - البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের তুলনায় অন্য কোন মাসে এত বেশী (নফল) রোযা রাখতেন না। তিনি পূর্ণ শাবান বর্ণনান্তরে কিছু দিন ব্যতীত পুরো শাবানে রোযা রাখতেন।[233]

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে বেশী বেশী রোযা রাখতেন তাই হুজুরের উম্মত হয়ে আমাদেরও এই মাসে বেশী বেশী রোযা রাখা।

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক মাসে ১৩, ১৪, ১৫ এ তিন দিন রোযা রাখার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله " [٢٣٤]

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা পুরো বছর রোযা রাখার সমতুল্য।[235]

আবু দাউদ শরীফে হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

قال قتادة بن ملحان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام الأيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة،[٢٣٦]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আইয়ামে বীদের রোযা রাখতে (আর তা হল প্রত্যেক মাসের) তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখের রোযা। [237]

এ হাদীসদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখ রোযা রাখার নির্দেশ সহীহ হাদীছে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। শাবানের পঞ্চদশ দিনে রোযা রাখা অত্যন্ত ছাওয়াবের কাজ।

---

[٢٣٣] - বুখারী ও মুসলিম

[٢٣٤] -. رواه البخاري (١٨٧٤) ومسلم (١١٥٩) .

[235] - বুখারী ও মুসলিম আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র সহীহ

[236] - আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র সহীহ

[237] - আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র সহীহ

তদুপরি আমরা ইবনে **মাজা শরীফের** উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত কর এবং দিনের বেলা রোযা রাখ।

منها ما رواه ابن ماجه في سننه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر، [٢٣٨]

এ হাদীসটি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট শাবানের পঞ্চদশ দিনের রোযা রাখার ব্যাপারে বর্ণিত।[239]

শবে বরাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সিজদায় নফল নামায আদায়

وروى البيهقي بإسناد جيد كما قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى وسجد وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت وحركته أنمله فتحرك، فرجعت فسمعته يقول في سجوده: [اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك] فلما سلم قال لي: [يا عائشة.. أظننت أن رسول الله قد خاس بك؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكنني ظننت أنك قد قبضت - أي لطول سجوده وعدم تحركه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: إنها ليلة النصف من شعبان، يطلع الله عز وجل فيها على عباده فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له، ويؤخر أهل الأحقاد كما هم]

ইমাম বায়হাক্বী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় গ্রন্থ শুআআবুল ঈমানে আলা ইবনে হারেস রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সূত্রে বর্ণনা করেনঃ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে উঠে নামায পড়তে আরম্ভ করলেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করলেন, আমার এ ধারণা

238 - আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র সহীহ

239 - আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র সহীহ

হলো যে, তাঁর ওফাত হয়ে গিয়েছে। আমি এ অবস্থা দেখে উঠে গেলাম এবং তাঁর পা মুবারকের বৃদ্ধাঙ্গুল নাড়া দিলাম। সেটা নড়ে উঠল। (তখন) আমি ফিরে আসলাম যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠালেন এবং নামায হতে অবসর হলেন, তখন বললেনঃ হে আয়েশা! অথবা হে হুমায়রা! তুমি কি এ ধারণা পোষণ কর যে, (আল্লাহর) নবী তোমার অধিকার ক্ষুন্ন করেছেন? আমি (বিনীত কণ্ঠে) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম বিষয়টি এমন নয়। প্রকৃত বিষয় হলো আমার ধারণা হলো আপনার ওফাত হয়ে গেছে। কারণ আপনি সিজদা অনেক দীর্ঘ করেছেন। তিনি বললেন, জান, এটি কোন রাত? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী। আল্লাহ তাআলা এ রাতে স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, ক্ষমা প্রার্থীদের ক্ষমা করেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার উপরই ছেড়ে দেন। তাদের বিষয়টি মূলতবী রাখেন।[240]

প্রায় একই রকমের হাদীস বাইহাকী শরীফেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত সে হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রজনীতে যে নামায পড়েছেন এবং দীর্ঘ সেজদায় পড়ে ছিলেন এবং সেজদা রত অবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া করেছেন সেই কথাও উল্লেখ রয়েছে।[241]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি আমল প্রমাণিত হয়ঃ ১। এ রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী নফল নামায আদায় করেছেন। ২। দীর্ঘ সেজদার মাধ্যমে স্বীয় প্রভূকে সন্তুষ্ট করেছেন। ৩। শবে বরাতের যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ৪। আল্লাহর নিকট দয়া, দোআ-প্রার্থনা করেছেন। ৫। গুনাহগারদের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং অনুগ্রহ প্রার্থনাকারীকে অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাই এ রজনীতে প্রত্যেক রসূল প্রেমিকের জন্য উপরোক্ত কাজ ও আমলগুলো আঞ্জাম দেয়া সঙ্গত কর্তব্য।

240 - বায়হাকী শুআবুল ঈমানে এ হাদীসটি বর্ণনা করতঃ বলেছেন এটি মুরসাল ও জায়্যিদ খঃ ৩, পৃঃ ৩৮২

241 - দেখুনঃ শুআবুল ঈমানঃ খ-৩, পৃ-৩৮৪

শবে বরাতে দু'আ ও তওবার মাধ্যমে গুনাহের মার্জনা

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কর্তৃক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শবে বরাতে কবরস্থান গমণ এবং সেখানে রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গে একটি লম্বা হাদীসের একাংশে বর্ণিত আছেঃ

" قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ لِي: "يَا عَائِشَةُ تَأْذَنِينَ لِي فِي قِيَامِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ بِأَبِي وَأُمِّي، فَقَامَ فَسَجَدَ لَيْلًا طَوِيلًا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قُبِضَ فَقُمْتُ أَلْتَمِسُهُ، وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ فَتَحَرَّكَ فَفَرِحْتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: " أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ "، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرْتُهُنَّ لَهُ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ تَعَلَّمْتِهِنَّ ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " تَعَلَّمِيهِنَّ وَعَلِّمِيهِنَّ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَنِيهِنَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُرَدِّدَهُنَّ فِي السُّجُودِ." (٢٤٢)

"অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আয়শা ! তুমি কি আমাকে আজকের রাতে নামাযে দ-ায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করার অনুমতি দিবে? আমি (আয়শা) বললামঃ নিশ্চয়ই; আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হউক। অতঃপর তিনি দীর্ঘ সময় (নামাযে) দ-ায়মান থাকার পর দীর্ঘ একটা সিজদা করলেন। এমনকি আমার ধারণা হলো, তিনি ওফাত পেয়ে গেছেন। আমি তাকে স্পর্শ করার ইচ্ছা করলাম এবং তার পা মুবারকের তলায় হাত রাখলাম তখন সামান্য স্পন্দন অনুভব হল। আমি আনন্দিত হলাম আমি তাকে সেজদা অবস্থায় এই দোআ পড়তে শুনলাম।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ,وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ,وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ,لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَاأَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ".

'হে আল্লাহ ! তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি হতে আশ্রয় চাই। তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই। তোমার করুণা দ্বারা আশ্রয় চাই তোমার ক্রোধ হতে। তোমার দিকেই ধাবিত হই। তুমি এমন, যেমন তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।' সকালে (যখন) আমি তাঁর সাথে আলোচনা করলাম তখন তিনি

٢٤٢- (شعب الإيمان: ج٣/ص٣٨٤-٣٨٥،رقم: ٣٨٣٥)

বললেনঃ হে আয়েশা ! তুমি এই দোয়া মুখস্থ করেছ? আমি বললামঃ অবশ্যই করেছি। তিনি বললেনঃ তুমি নিজে শিখে নাও এবং অন্যকে শিখাও। এই বাক্যগুলো জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে শিখিয়েছেন এবং সেজদা অবস্থায় এটি বার বার পড়তে বলেছেন।" [243]

শবে বরাতে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ ও প্রার্থনা করার ব্যাপারে আরও একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হলো। হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণনা করেছেন যার আংশিক বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলোঃ "

فَقَامَ فَسَجَدَ لَيْلًا طَوِيلًا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قُبِضَ فَقُمْتُ أَلْتَمِسُهُ، وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ فَتَحَرَّكَ فَفَرِحْتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: " أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ "، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرْتُهُنَّ لَهُ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ تَعَلَّمْتِهِنَّ ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " تَعَلَّمِيهِنَّ وَعَلِّمِيهِنَّ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَنِيهِنَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُرَدِّدَهُنَّ فِي السُّجُودِ."

এক রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তিনি সেজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন...অতপর আমি কান পেতে শুনতে পেলাম যে, তিনি সিজদারত অবস্থায় এই দুআ করছেন: "أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠালেন এবং নামায হতে অবসর হলেন তখন তিনি বললেনঃ হে আয়শা ! তুমি কি ধারণা করেছ যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার অধিকার হরণ করেছেন? অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়শা ! তুমি কি জান এটা কোন রজনী? হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটি শাবানের ১৫ তারিখের রাত। এ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করা হয়।

243 - বাইহাকী শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩৮৪-৩৮৫, হা-৩৮৩৫।

দয়া প্রার্থীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়। তবে বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়।" [244]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে বরাতে দীর্ঘ সময় ধরে দুআ ও প্রার্থনারত থাকতেন। তাই রসূল প্রেমিকদের কর্তব্য এ পবিত্র রজনীতে দুআ ও প্রার্থনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করা।

শবে বরাতেও যাদের ক্ষমা করা হয় না

সর্বস্তরের মুসলমান ও ঈমানদার ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, রাজা-প্রজা, আলেম ও সাধারণ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকেই আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু কতিপয় দুর্ভাগ্য, কপাল পোড়া, মারাত্মক অপরাধী এমনও আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এ রজনীতে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তারা স্বীয় কৃতকর্ম থেকে খালেস নিয়তে তওবা করে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে না আসবে।

এমন লোকের তালিকা বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনায় প্রায় ডজন খানিক পাওয়া যায়। নিম্নে হাদীসের আলোকে তাদের কিছু তালিকা উদ্ধৃত করা হলোঃ

قال الترمذي: حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ حدثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أخبرنا الْحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قالت: (فَقَدْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فإذا هو بِالْبَقِيعِ فقال: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إني ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فقال: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاقّ لوالديه ولا إلى مدمن خمر، (٢٤٥)

[244] - বাইহাকী শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩৮৪-৩৮৫, হা-৩৮৩৫।

[٢٤٥] - سنن الترمذي: ج٣/ص١١٦،بَاب ما جاء في لَيْلَةِ النِّصْفِ من شَعْبَانَ، رقم:٧٣٩.وقال: وفي الْبَاب عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق، قال أبو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ إلا من هذا الْوَجْهِ من حديث الْحَجَّاجِ وسَمِعْت مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كَثِيرٍ لم يَسْمَعْ من عُرْوَةَ، وَالْحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ لم يَسْمَعْ من يحيى بن أبي كَثِيرٍ، وسنن ابن ماجه ج١/ص٤٤٤بَاب ما جاء في لَيْلَةِ النِّصْفِ من شَعْبَانَ، رقم: ١٣٨٩، ومصنف ابن أبي شيبة ج٦/ص١٠٨،ما قالوا في ليلة النصف من شعبان وما يغفر فيها من الذنوب، رقم:٢٩٨٥٨، ومسند أحمد بن حنبل ج٦/ص٢٣٨،رقم: ٢٦٠٦٠،وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، ولانقطاعه، ومسند عبد بن حميد ج١/ص٤٣٧،رقم:١٥٠٩

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কর্তৃক বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে গমন করা প্রসঙ্গে একটি লম্বা হাদীসের আংশিক বিবরণ এরকমঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আয়শা ! তোমার কি এই ধারণা ছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার ক্ষুন্ন করবেন? আসল কথা হলো জিব্রাঈল আমার নিকট শুভাগমন করতঃ বললেন এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী এবং আল্লাহ তাআলা এই রাতে অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেন, যার সংখ্যা কালব গোত্রের বকরীসমূহের পশম অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। কিন্তু এই রজনীতে আল্লাহ তাআলা ১. মুশরিক, ২. হিংসুক ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। ৪. টাখনুর নীচে পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধানকারী। ৫. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান-সন্ততি। ৬. মদ্যপ (শরাব পানকারী ব্যক্তিদের প্রতি) রহমতের দৃষ্টি দেননা, ক্ষমা করেন না। [246]

উপরোক্ত হাদীছে ছয়টি সম্প্রদায়ের অপরাধ অমার্জনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী হাদীছে আরও একটি সম্প্রদায়ের কথা তালিকাভূক্ত হয়েছে। হাদীসটির বিবরণ এ রকমঃ

ويروى من حديث عثمان بن أبي العاص، مرفوعًا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ ؟ فَلا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلا أُعْطِي، إِلا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا، أَوْ مُشْرِكٌ (٢٤٧)

উছমান ইবনু আবিল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামথেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ যখন শা'বান মাসের ১৫ তারিখ রাত আগমন করে তখন জনৈক আহবানকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান করতে থাকেন যে, আছ কি কোন ক্ষমার ভিখারী, তাকে আমি ক্ষমা করে দিবো। আছ কি কোন যাচনাকারী, তাকে আমি দান করব ? এরপর যে কেউ যা চায় আল্লাহ তাআলা তাকে তাই দান করেন কিন্‌ত ব্যভিচারিনী এবং মুশরিক ছাড়া। [248]

[246] - দেখুনঃ বায়হাকীঃ খ-৩, পৃ-৩৮৪

[٢٤٧] - البيهقي في (الشُّعب) (٣٨٣٦) من حديث هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا، به. قلت: الحسن لم يسمع من عثمان.

[248] -দেখুনঃ বাইহাকী শুআবুল ঈমানঃ খ-৩, পৃ-৩৮৩

এই হাদীছে উপরোক্ত তালিকায় মুশরিকের সাথে যেনাকারী ও যেনাকারিনীকে যুক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া য়ায়ঃ

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ[٢٤٩]

ঘযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে মহান আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টিজীবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং নিজ বান্দাদিগকে ক্ষমা করে দেন, তবে দু'সম্প্রদায় ব্যতীত। ১. হিংসুক ২. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। [250] এই হাদীস দ্বারা অমার্জনীয় সম্প্রদায়ের তালিকার সাথে অন্যায় ভাবে হত্যাকারীও যুক্ত হলো।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, নিম্নোক্ত অপরাধী সম্প্রদায়ের অপরাধ শবে বরাতেও ক্ষমা করা হবে না। ১. মুশরিক। ২. হিংসুক। ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। ৪. টাখনুর নীচে পায়জামা-লুঙ্গি পরিধানকারী। ৫. মাতা-পিতার অবাধ্য। ৬. মদ্যপ। ৭. ব্যাভিচারী-ব্যাভিচারীনী। ৮. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী।

কোন কোন হাদীছে এ তালিকার সাথে ৯. অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী ১০. যাদু-টোনার পেশা গ্রহণকারী ১১. গণক ১২. এবং বাদ্য-বাজনায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম গযালী রাহমাতুল্লাহ রচিত مكاشفات القلوب (মুকাশাফাতুল কুলুব) নামক কিতাবে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে উপরোক্ত তালিকার সাথে ১৩. ফিতনাবাজ ১৪. ছবি (জীবের) অংকণকারী এবং ১৫. চুগলখোরকেও সংযোজন করা হয়েছে। (দেখুনঃ মুকাশাফাতুর কুলুব) অর্থাৎ শবেবরাতে সাধারণ ক্ষমার আওতা বহির্ভুত করা হয়েছে। [251]

সুতরাং শবে বরাতের পূর্বেই সকল মুসলমান নবীপ্রেমিক ব্যক্তিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ হবে উপরোক্ত অপরাধসমূহের সাথে কেউ জড়িত থাকলে খালেছ মনে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করে অপরাধ ক্ষমা করানো, অন্যথায় পবিত্র শবে বরাতেও এসব সম্প্রদায়ের অপরাধ ক্ষমা করানোর কোন পথ উন্মুক্ত থাকবে না। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন, আমীন।

---

[٢٤٩]-مسند أحمد بن حنبل: ج٢/ص١٧٦، رقم: ٦٦٤٢، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، ومسند البزار ج١/ص١٥٧، قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث وبقية رجاله وثقوا. ينظر مجمع الزوائد: ٨/ ١٢٦.

[250] - দেখুনঃ আততারগীব ওয়াততারহীবঃ খ-৪, পৃ-২৩৯; মুসনাদে আহমদঃ খ-৬, পৃ-১৯৮।

[251] - দেখুন মাযাহেবে হক্বঃ খ-২ , পৃ-২০২,

শবে বরাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরস্থানে গমন

শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে গমন করা এবং সেখানে সকল কবরবাসীর উদ্দেশ্যে দোয়া করার প্রমাণও হাদীছে পাওয়া যায় বিধায় এ আমলকে ফক্বীহগণ শর্ত সাপেক্ষে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলে সাব্যস্ত করেছেন।

এ মর্মে হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে, সূত্রের দিক দিয়ে হাদীসগুলো দুর্বল হলেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় তা কমপক্ষে ফযীলত অর্জনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। নিম্নে একটি লম্বা হাদীসের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলোঃ

قَالَتْ عَائِشَةُ :دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ عَنْهُ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَسْتَتِمَّ أَنْ قَامَ فَلَبِسَهُمَا فَأَخَذَتْنِي غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَأْتِي بَعْضَ صُوَيْحِبَاتِي فَخَرَجْتُ أَتْبَعُهُ فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي ! أَنْتَ فِي حَاجَةِ رَبِّكَ ، وَأَنَا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا فَانْصَرَفْتُ ، فَدَخَلْتُ حُجْرَتِي وَلِي نَفَسٌ عَالٍ ، وَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا النَّفَسُ يَا عَائِشَةُ ؟ " ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي ! أَتَيْتَنِي فَوَضَعْتَ عَنْكَ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ لَمْ تَسْتَتِمَّ أَنْ قُمْتَ فَلَبِسْتَهُمَا فَأَخَذَتْنِي غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ ، ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَأْتِي بَعْضَ صُوَيْحِبَاتِي حَتَّى رَأَيْتُكَ بِالْبَقِيعِ تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ ، قَالَ : " يَا عَائِشَةُ ! أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ، بَلْ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ [٢٥٢]

হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করলেন এবং স্বীয় (অতিরিক্ত) পোশাক খুলে ফেললেন। কিছু সময় অতিবাহিত হতে না হতেই পুনরায় তিনি পোশাকটি পরিধান করে নিলেন। আমার ধারণা হলো তিনি স্বীয় পূত-পবিত্র পত্নীগণের মধ্য হতে অন্য কারো নিকট চলে যাচ্ছেন। এ কারণে আমার খুবই আত্মমর্যাদাবোধ হলো আমি তার

---

[٢٥٢]- رواه البيهقي في الشعب و الترغيب :١٦٥١

পিছনে পিছনে চললাম। যেয়ে দেখি তিনি জান্নাতুল বাকীতে মুসলমান নর-নারীদের জন্য দোয়া-ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আমি মনে মনে বললামঃ তাঁর উপর আমার মাতা পিতা উৎসর্গ হোন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাজে লিপ্ত আর আমি পার্থিব কাজে মগ্ন। আমি সেখান হতে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করলাম, আমার শ্বাস স্ফীত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার কক্ষে) আগমন করলেন এবং (আমার) শ্বাস স্ফীত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বিনীত স্বরে বললাম, আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হোন। আপনি আমার নিকট আগমন করলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয়বার পোশাক পরিধান করে নিলেন। আমার এই ধারণার ফলে কঠিন ঈর্ষা হলো যে, আপনি অন্য কোন পবিত্র পত্নীর নিকট চলে যাচ্ছেন কি না। ঘটনা এ পর্যায়ে পৌছল আমি নিজেই বাকীয়ে গরকদে গিয়ে দেখলাম আপনি কি করছেন। তিনি বললেনঃ হে আয়েশা তোমার কি এ ধারণা ছিল যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার ক্ষুন্ন করবেন? আসল কথা হলো জিবরাইল আমার নিকট এসে বললেনঃ এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী এবং মহান প্রভূ এই রাতে অনেক লোককে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দেন যার সংখ্যা কালব গোত্রের বকরীসমূহের পশম অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। [253]

এ ধরণের আরও অনেক হাদীস দ্বারা শবেবরাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরস্তানে গমন ও সেখানে কবরবাসীদের জন্য দোয়া করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই রসূল প্রেমিক ভাইদের জন্য শবে বরাতে কবর যিয়ারত করা এবং নিকটাত্নীয়দের জন্য বা যে কোন মুসলমানের জন্য কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইখলাছ, তাকাছুর ইত্যাদি সূরা, দুয়া-দুরূদ পড়ে কবরবাসীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা অন্যান্য আমলসমূহের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম আমল।

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

যেহেতু রাতটিতে মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর বিশেষ রহমত দান করেন এবং গুনাহগারদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা দেন বিধায় মুসলমানদের উচিত এমন রহমত ও বরকতপূর্ণ রাতকে গণীমত মনে করে স্বীয় প্রভূর দরবারে বেশি বেশি তওবা-ইসতিগফার করা। নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ শরীফ, বিভিন্ন দু'আ ও সবধরণের মাসনুন ইবাদতের মাধ্যমে এ রাত অতিবাহিত করা।

253 - দেখুনঃ শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩৮৪

এ রাতে করণীয় আমলসমূহ

এ রাত্রে জাগরণ থেকে ইবাদত করাঃ শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা একটি মুস্তাহাব আমল যা পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি দলবদ্ধতার সাথে মসজিদে একত্রিত হয়ে জমাতসহকারে ইবাদত করাকে বৈধ ও জায়েয বলে প্রমাণ করেছেন। তাই এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত, যিকির-আযকার করা অবশ্যই উত্তম কাজ। চাই নির্জনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে। জনসমক্ষে জমাতসহকারে হোক কিংবা একাকী।

শাবানের পনের তারিখ রোযা রাখাঃ

আমরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছি যাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "শাবানের পনের তারিখ রাতের বেলায় জাগ্রত থেকে ইবাদত কর এবং দিনের বেলায় রোযা রাখ।" এর আগে আমরা মাহে শাবানে অধিক পরিমাণে রোযা রাখা, প্রতি মাসে আয়্যামে বীদ তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখা, তদুপরি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের উপর সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। সুতরাং পেশকৃত হাদীসগুলির আলোকে শবেবরাতের রোজা রাখা মুসতাহাব।

১। আল্লামা যুরকানী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৫ শাব নে রোযা রাখাকে মুসতাহাব বলেছেন। তিনি বলেনঃ "শা'বানের পনের তারিখ রাত আগমন করলে রাত জেগে থাকো তথা ইবাদতের মাধ্যমে রাতকে সতেজ করো এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য প্রকাশার্থে প্রশান্তচিত্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করো আর দিনের বেলায় রোযা রাখ। কেননা এসব কিছু মুসতাহাব।"

২। শায়খ আলা উদ্দীন আবুল হাসান আল হাম্বলী (৮৮৫ হিঃ) লিখেনঃ " শায়খ ইবনুল জাওযী আসবাবুল হিদায়াতে বলেছেন, হারাম (সম্মানিত ও মহিমান্বিত) মাসসমূহে এবং পূর্ণ শাবান মাসে রোজা রাখা মুসতাহাব। হারাম মাসসমূহের ব্যাপারে মাজদও স্পষ্টভাবে এটাই বলেছেন এবং আরও বলেছেন শাবানের পনের তারিখের রোজা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" উল্লেখ্য যে, বিষয়টিকে আমরা ইতিপূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করে এসেছি।

শবে বরাতে কবরস্থানে গমন

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত রাতে মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। অতএব, উক্ত রাতে কবরস্থানে গমন করা, মৃতদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানো এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা জায়েয, বরং ফিক্বহী বর্ণনার দৃষ্টিকোণে এই রাতে কবরস্থানে গিয়ে যেয়ারত করা মুস্তাহাব। ফাতওয়া আলমগিরীতে বলা হয়েছেঃ " কবর যিয়ারতের জন্য উত্তম দিবস চারটি। সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। তেমনিভাবে পবিত্র রাতগুলোতেও বিশেষ করে বরাত রজনীতে।"

তাই মুসলমানদেরও উচিত শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে দূরে থেকে যিয়ারত করতে কবরস্থানে যাওয়া এবং মৃতদের জন্য ঈসালে ছাওয়াব ও দোয়া করা।

শবেবরাতে সংঘটিত কিছু কুসংস্কার

শবে বরাতের সময় যেহেতু মহান আল্লাহর রহমতের বারিধারা নেমে আসে, যেহেতু তিনি স্বীয় বান্দাগণকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই শয়তান এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠে যে, বনী আদমকে রহমত ও মাগফিরাতের এই বারিধারা থেকে কিভাবে বঞ্চিত করা যায়? কিভাবে তাদেরকে ইবাদত থেকে দূরে রাখা যায়? এসব জটিল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আতশবাজি, ফটকাবাজি, আড্ডা, তামশা প্রভৃতি অবশ্যই পালনীয় -এ চেতনা সে মানুষের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেন মানুষ কুসংস্কারের জালে আটকা পড়ে এ ফযীলতময় রাতটির ফযীলত থেকে মাহরুম থেকে যায়। অবশেষে কুসংস্কারের জালে বন্দী মানুষটি তওবা করার নসীবও হারিয়ে ফেলে।

আতশবাজীঃ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এমন কিছু লোক শবে বরাতকে উপলক্ষ করে লাখো টাকা ব্যয় করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আতশবাজীর ব্যবস্থা করে থাকে। অথচ ইসলামী শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই। এটি নিতান্তই কুসংস্কার। সমূহ সমস্যা যার মধ্যে বিদ্যমান। যথাঃ ১। আতশবাজী প্রথায় বহু অর্থ সম্পদের অপচয় হয়। আর অপচয় সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে কঠোরভাবে

ঘোষণা হয়েছে যে, অপচয়কারী শয়তানের ভাই। ২। এই প্রথার কারণে সময়ও নষ্ট হয়। যে সময়টুকু আতশবাজীর পেছনে ব্যয় হয় সে সময়টুকু ইবাদতে কাটালে আল্লাহ তাআলা খুশি হন। আর সময়ের অপব্যয় করা গুনাহর শামিল। ৩। উক্ত প্রথাটির কারণে অনেক সময় অপর মুসলমান ভাই কষ্টও পান। বিশেষ করে পাড়া-প্রতিবেশীরা আতশবাজীর প্রচ- বিস্ফোরণে শান্তিতে থাকতে পারে না। অথচ এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। যে সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। ৪। সর্বোপরি এ রাতে কিছু লোক নিরিবিলি পরিবেশে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে চান। আতশবাজীর কারণে তাঁদের ইবাদতে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে।

অতএব একজন আতশবাজ একাধারে এ জাতীয় কয়েকটি গুনাহর শিকার হয়। নিজের সময় ও অর্থ খরচ করে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি কিনে নেয়, অপর মুসলমানকে কষ্ট দেয়। ইবাদতকারীর ইবাদতের মাঝে বিঘ্ন ঘটায়, উপরন্ত শয়তানকে খুশি করে।

উন্নতমানের খাদ্য, হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি ইত্যাদি প্রস্তুত নাজায়েয ও বর্জনীয় নয়

বলাবাহুল্য যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে যে কাযগুলি অন্যসময় নিষিদ্ধ সেগুলি শবে বরাতেও নিষিদ্ধ যেমন আতসবাজী, গান-বাজনা, রং-তামাশা ইত্যাদি। তবে পবিত্র শবে বরাতে হালুয়া-রুটি, গোশত ও রকমারি খাদ্য প্রস্তুত করা ও বিলি করা নিষিদ্ধ নয় বরং শরীয়ত তথা কুরআন-সুন্নাহ সম্মত ও অশেষ ছাওয়াব বা নেকীর কারণ। কেননা হুযুর আলাইহিস সালামের পছন্দীয় বস্তু ছিল হালুয়া, মধু, গোশত ইত্যাদি হালাল ও পবিত্র খাদ্য দ্রব্যাদি।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الحَلْوَاءُ وَالعَسَلُ«(٢٥٤)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পছন্দনীয় ছিল হালওয়া (মিষ্টান্ন) এবং মধু। (255)

এ হাদীস প্রসঙ্গে ইবন হাজর আসকালানী (রহ) বলেন:

وَالْحَلْوَاءُ تُعْقَدُ مِنَ السُّكَّرِ، وَعَطْفُ الْعَسَلِ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.

চিনি দ্বারা যা প্রস্তুত করা হয় তাই 'হালওয়া'(256)

ইমাম নুবুভী (রহ:) বলেন:

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ بِالْحَلْوَاءِ هُنَا كل شئ حُلْوٍ، وَذِكْرُ الْعَسَلِ بَعْدَهَا تَنْبِيهًا عَلَى شَرَافَتِهِ وَمَزِيَّتِهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ وَالْحَلْوَاءُ بِالْمَدِّ، وَفِيهِ جَوَازُ كُلِّ لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ.

٢٥٤- صحيح البخاري « كتاب الأطعمة « باب الحلواء والعسل. رقم الحديث-5115 ,٥٦١٤ وَ ٥٦٨٢ صحيح البخاري - اللباس (5614))

255 - বুখারী, কিতাবুল আতয়ীমাহ, বাবুল হালওয়া ওয়াল্ আস্ল, হাদীস নং-৫১১৫, কিতাবুল লিবাস, হা-৫৬১৪,৫৬৮২

256 - ফতহুল বারী, ১০/৬৬

"ওলামাগন বলেন, এখানে 'হালওয়া' দ্বারা সকল প্রকার মিষ্টি জাতীয় খাদ্যকে বুঝানো হয়েছে,... এতে বুঝা যায় সকল প্রকার সুস্বাদু ও পবিত্র খাদ্য গ্রহন করা বৈধ ও জায়েয, এটা তাক্ওয়ার পরিপন্থী নয়"(257)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত,

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ (٢٥٨)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছাগলের একটি বাহু উপস্থিত করা হলো, আর তিনি তা পছন্দ করতেন। (259) ইবন কাইয়েম বলেন,

وَكَانَ يُحِبُّ اللَّحْمَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَمُقَدَّمُ الشَّاةِ

"তিনি (রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)গোশত পছন্দ করতেন, আর বকরীর বাহু ছিল তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয়।" (260)

শবে বরাতে ফাতেহা হুযুর আলাইহিস সালাম ও সমস্ত মোমিন ব্যাক্তির উপর করা হয়। হুযুর আলাইহিস সালাম হালুয়া পছন্দ করতেন বলে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন তোমরা শবে বরাতের রাত্রিতে ভালো ভালো খাবার তৈরী করো যেমন হালুয়া, কারণ মৃতব্যাক্তি, আওলিয়ায়ে কেরাম রাদীআলাহু আনহুমগণ ও নবী আলাইহিমুস সালামগণের উপর ফাতেহা করা হয়। এমনকি মৃতব্যাক্তির রূহ তার আত্মীয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয় (261)

في خزانة الروايات نقلا عن الروضة عن ابن عباس يقول إذا كان يوم عيد او يوم جمعة او يوم عاشوراء او ليلة نصف من شعبان يأتي أرواح المؤمنين يقومون على أبواب بيوتهم فيقولون هل من أحد يذكرنا هل من أحد يترحم علينا هل من أحد يذكر غربتنا (٢٦٢)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: যখন ঈদ, জুমা, আ'শুরা ও শবে বরাত উপস্থিত হয় তখন ঈমানদারের রূহসমূহ তাদের

---

257 - আল মিনহাজ: ইমাম নুবুভী ১০/৭৭

٢٥٨- سنن الترمذي كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم1837

259 -তিরমিযী, কিতাবুল আতয়ীমা, হা-১৮৭৯

260 - যাদুল মায়া'দ, ৪/১৯৯-২০০

261 - আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাদিআল্লাহু আনহু :ইতইয়ানুল আরওয়াহ,৬৫৩।

٢٦٢- اتيان الارواح لديارهم بعد الرواح للإمام أحمد رضا خان رحمة الله عليه صـ ٦٥٣

নিজেদের ঘরে উপস্থিত হয়ে বলতে থাকে- কেউ আছ কী আমাদের স্মরণ করার, কেউ আছ কী আমাদের প্রতি দয়া করার, কেউ আছ কী আমাদের এ একাকীত্বকে স্মরণ করার...[263] [২৬৪]

দেওবন্দীদের পীরমুর্শিদ হাযি ইমদাদুল্লাহ মাক্কী তার কিতাব "হফতমাসআলা"এ লিখেছে: হুযুর গওসে আযাম রাদীআল্লাহু আনহুর দশ, বিশ, চল্লিশ আর শবেবরাতের হালুয়ার মাধ্যমে ইসালে সাওয়াবের একটা জায়েয পদ্ধতি রয়েছে তাই শবেবরাতের হালুয়া না করতে পারলেও শবেবরাতের হালুয়া তৈরীকারীকে বেদআতী অথবা মুশরিক বলা যাবে না ।

পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে বিশেষ করে আমাদের দেশ ও তার আশ-পাশের দেশসমূহে যে রুটি হালুয়ার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে তার পিছনে ইতিহাস রয়েছে । ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী যামানায় বর্তমানের মতো বাজার, বন্দর, হোটেল-রেস্তোঁরা ইত্যাদি সর্বত্র ছিল না । তখন মানুষ সাধারণত সরাইখানা, লঙ্গরখানা, মুছাফিরখানা ইত্যাদিতে ছফর অবস্থায় প্রয়োজনে রাত্রিযাপন করতেন । অর্থাৎ মুছাফিরগণ তাদের ছফর অবস্থায় চলার পথে আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত জনের ঘর-বাড়ি না পেলে সাধারণত সরাইখানা, মুছাফিরখানা ও লঙ্গরখানায় রাত্রিযাপন করতেন । আর এ সমস্ত মুসাফিরখানা, লঙ্গরখানা ও সরাইখানার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত থাকতেন তারাই মুছাফিরদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন । বিশেষ করে মুছাফিরগণ শবে বরাতে যখন উল্লিখিত স্থানসমূহে রাত্রি যাপন করতেন তাদের মধ্যে অনেকেই রাত্রিতে ইবাদত-বন্দেগী করতেন ও দিনে রোযা রাখতেন । যার কারণে উল্লিখিত স্থানসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ খাবারের ব্যবস্থা করতেন যাতে মুসাফিরদের রাত্রে ইবাদত-বন্দেগী করতে ও দিনে রোযা রাখতে অসুবিধা না হয় । আর যেহেতু হালুয়া-রুটি ও গোশত-রুটি খাওয়া সুন্নত সেহেতু তারা হালুয়া-রুটি বা গোশত-রুটির ব্যবস্থা করতেন ।

263 - ইতইয়ানুল আরওয়াহ ৬৫৩

٢٦٤- تخرج أرواح الأموات وتقف على أبواب البيوت، وتسأل من أهلها الرحمة عليهم، كما ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم العيد، أو يوم عاشوراء، أو يوم الجمعة الأول من شعبان، أو ليلة الجمعة وتسمى بليلة الرغائب الأول من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو يوم الجمعة وليلته، تخرج الأموات من قبورهم فيقفون على أبواب بيوتهم ويقولون: ترحموا علينا في هذه الليلة بصدقة أو لقمة، فانا محتاجون إليكم، فان تقدروا بها فاذكرونا بركعتين في هذه الليلة المباركة، هل من أحد يرحمنا؟.. هل من أحد يذكر غربتنا؟.. يا من سكن دارنا، ونكح نسائنا!.. يا من أقام في أوسع قصورنا، ونحن في أضيق قبورنا!.. ويا من قسم أموالنا!.. ويا من استحقر أيتامنا!.. هل من أحد يتفكر في غربتنا وفقرنا، وكتبنا مطوية وكتبكم منشورة؟.. وليس للميت في اللحد ثواب. فلا تنسوني بكثرة خيركم وثوابكم، فانا محتاجون إليكم أبداً، فان وجد من الصدقة أو الدعاء منهم يرجع فرحاً مسروراً، وان لم يجده يرجع محروماً ومحزوناً وآيساً.

উপসংহার

সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতকে একথা দৃঢ়ভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত নয় এবং সাহাবায়ে কেরাম ও বুজুরগানে দ্বীনের আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়, সেটাকে দ্বীনের অংশ মনে করা নাজায়েজ । বাস্তবে যদি শবে বরাতের ফযীলতের বিষয়টি উপরোক্ত নীতিমালার আওতায় পড়ে তাহলে নিঃসন্দেহে এই রাতটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়াও বিদআত হওয়ার কথা । কিন্তু বাস্তবতা এটা নয় । কেননা শবেবরাতের ফযীলত হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত নয় একথা বলার কোন সুযোগ নেই । বরং অন্তত দশজন সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম শবে বরাত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । তন্মধ্য থেকে দু- একটি হাদীস সনদের বিবেচনায় দুর্বল হলেও অন্যান্য হাদীসগুলো সহীহ এবং আমলের মানদন্ডে উপনীত হয়েছে । যার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে । সুতরাং শবে বরাতের সমর্থনে যখন দশজন সাহাবার ১২টির মত হাদীস রয়েছে তাহলে এটাকে ভিত্তিহীন বলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস (সুন্নাহ) ও সাহাবগণের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করার নামান্তর ।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও সোনালী যুগ তথা সাহাবায়েকেরাম, তাবেঈন এবং তবে তাবেঈনের যুগেও শবেবরাতকে ফযীলতপূর্ণ রাত হিসেবে পালন করা ও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো । সুতরাং এটাকে ভিত্তিহীন বা বিদআত আখ্যা দেয়ার কোন অবকাশ নেই । বরং এ রাতে ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকা অবশ্যই ছাওয়াবের কাজ এবং এ রাতের বিশেষ গুরুত্বও অনস্বীকার্য ।

এ রাতে ইবাদতের বিশেষ কোন তরীকা নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নেই । এটা বাস্তব সম্মত কথা । অনেকে মনে করেন এ রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে নামায পড়তে হয় । প্রথম রাকাআতে অমুক সূরা এতবার, দ্বিতীয় রাকাআতে অমুক সূরা অতবার পড়তে হয় । না হলে শবেবরাতই পালিত হয় না । মূলতঃ এগুলোর কোনই প্রমাণ নেই । বরং এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া কথা । এ রাতে যত বেশি সম্ভব হয় নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, বেশি-বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ, যিকির, তাসবীহ, অধিক দোয়া ও তাওবা-ইস্তিগফার ইত্যাদি করা উচিত । সুতরাং এ জাতীয় সকল ইবাদত এ রাতে করা নিঃসন্দেহে ছওয়াবের কাজ ।

মোট কথা, শবেবরাত নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কোন অবকাশ নেই। এ রাতের ফযীলতকে ভিত্তিহীন বলা চরম অজ্ঞতা। বরং রমযানের মাত্র দুসপ্তাহ পূর্বে এ বরকতপূর্ণ রাত আল্লাহ তাআলা প্রদান করে স্বীয় বান্দাদের জন্য রমযান মাসকে ইস্তিকবাল করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রমযানের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান করছেন। যাতে রমযান মাসের রহমত, বরকত ও মাগফিরাত পাওয়ার জন্য পূর্বেই গোনাহ হতে পরিত্রান অর্জন করতে পারে।

ইসলামী শরীয়তে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ রাত আছে তার অন্যতম হল লায়লাতুল বরাত আমাদের দেশে যা শবে বরাত নামে পরিচিত। বাকী রাতগুলো হল লায়লাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর এবং ঈদের রাত্রিগুলো।

এই সমস্ত রাতের অসীম ফযিলত রয়েছে। এই সব রাত আসলে আমাদের জীবনে আসে বোনাস হিসেব। আসে আত্মশুদ্ধির জন্য। আর আসে পরকালীন পাথেয় অর্জনের এক দারুণ সুযোগ নিয়ে। এইসব রাত তওবা ও অনুতাপ করার জন্য, পাপ হতে পূণ্যের পথে আসার জন্য, জীবনকে সুপথে পরিচালিত করার দৃঢ় শপথ নেয়ার জন্য, সর্বপোরি আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জনের জন্য।

শবে বরাতের প্রতিটি ক্ষণ তাই অতি মূল্যবান। এটি আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ দয়া ও রহমত। এ রাতের প্রতিটি মূহুর্ত আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি'র জন্য ব্যয় করা উচিত। নফল ইবাদত, নামাজ, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, মিলাদ মাহফিল, জিকির আযকার ইত্যাদির মাধ্যমে সারারাত অতিবাহিত করা উচিত। ফরয নামাজগুলো অবশ্যই জামাতে পড়বেন। এ রাতে এমন কোন প্রোগ্রাম রাখবেন না যাতে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। একাগ্রচিত্তে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মনোনিবেশ করুন। দান খয়রাত করুন, চেষ্টা করুন অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ফিরিয়ে না দিতে। ভালখাবার তৈরি করুন। নিজেরা খান, অন্যকে খাওয়ান। গরীব দুঃখী, আত্মীয়, বন্ধুকে খাওয়াবেন। তবে এই খাওয়া দাওয়া যাতে ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটায়।

এ রাত হল ভাগ্যরজনী। এ রাতে মানুষের আমলনামা আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। পরবর্তী এক বছরের জন্ম মৃত্যু, রিজিক সুনির্দিষ্ট হয়। এ রাত ক্ষমার রাত। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী এ রাতে বনু কালবের ছাগ-পালের পশমের চেয়েও অধিক বান্দাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। এ রাতে জান্নাতের প্রথম দরজায়

এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন আজ রাতে রুকুকারীর জন্য রয়েছে সুসংবাদ। একই ভাবে বাকী দরজাগুলোতে যথাক্রমে সিজদা, যিক্‌র, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী, তসবিহ তাহলিলকারী ও মুমীন মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ ঘোষনা করা হয়। সপ্তম দরজা হতে বলা হয় প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা মন্‌জুরের নিশ্চয়তা আর অষ্টম দরজা হতে ক্ষমার নিশ্চয়তা ঘোষনা করা হয়।

এ রাতে আল্লাহর সাথে শরিককারি, অহংকারী, হিংসুক, ব্যাভিচারি, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, যাদুকর-গণক প্রভৃতিকে ক্ষমা করা হয় না। এছাড়াও এই তালিকায় মদ্যপ, খুনী, জুয়াড়িরাও রয়েছে। তবে এই সব অপকর্ম হতে কায়মনোবাক্যে তওবা করলে আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমা করে দিবেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাতে কবর যিয়ারত করতেন। জান্নাতুন বাকীতে যেতেন। সুতরাং এ রাতে কবর যিয়ারত করুন। মা-বাবা, দাদা, দাদী, নানা,নানী আত্মীয় স্বজনের কবর জিয়ারত করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহতো ক্ষমাশীল। হয়তো এ রাতের প্রার্থনা আপনার স্বজনের আজাব আনন্দে পরিনত করে দিতে পারে। আর স্মরণ করুন তাদের মত আপনাকেও একদিন কবরবাসী হতে হবে। সেই কবরে যাবার পাথেয় আপনার কতটুকু আছে?

প্রার্থনা করুন নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, বাবা- মা, ভাই- বোন, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়- স্বজন বন্ধু-বান্ধবের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য, সমস্ত মুসলিম জাহানের জন্য। জীবিতদের জন্য, মৃতদের জন্য, সুস্থদের জন্য, অসুস্থদের জন্য, শিশুদের জন্য, বৃদ্ধদের জন্য, ইহকাল ও পরকালের জন্য, ঈমান ও আমলের জন্য, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ লাভের জন্য।

যা করবেন না: ১। আড্ডাবাজি ২। আতশবাজি ৩। অযথা সময় নষ্ট করা ৪। হাসি- ঠাট্টা, আমোদ-ফূর্তি করে বাজে সময় পার করা। ৫। নেটে, ব্লগে, ফেসবুকে ফাও সময় নষ্ট করা। ৬। মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকা ৭। গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা, টিভি এই সব নিয়ে সময় কাটানো। ৮। অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক্ব দান করুক, আ-মীন। বিহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালীন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাই-ন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وأصحابه أجمعين